মিছিল থেকে গ্রামসি

গ্রামসি থেকে মিছিলে

ভুঁইফোঁড়

A non-profit ভুঁইফোঁড় initiative

কোলকাতা, অক্টোবর, 2025

An anthology on Antonio Gramsci's life and thoughts.

আন্তনিও গ্রামসির জীবন ও চিন্তা বিষয়ে রচিত প্রবন্ধের সঙ্কলন

This book should not be reproduced or published for the purpose of any type of business, nor should it be used for any thin purpose of transforming knowledge to private profit. When quoted from the forthcoming articles, for any allegedly 'common good' other than making money or amassing wealth , in any form or in any media including social media, the source of the quotation and the name of the authors or translators and the name of the original publication should be duly mentioned and appropriately acknowledged

মিছিল থেকে গ্রামসি, গ্রামসি থেকে মিছিলে

A non-profit ভুঁইফোঁড় initiative

এই সঙ্কলন প্রসঙ্গে মন্তব্য

বর্তমান সময়ে, অন্তত বাঙলা ভাষায়, আন্তোনিও গ্রামসি, যতটা প্রয়োজনীয় ততোটা প্রচলিত না। আন্তোনিও গ্রামসির প্রসঙ্গে বাঙলা ভাষায় লেখা রচনার সংখ্যা নিতান্তই কম। গ্রামসি চর্চার এই অভাব দূর করার লক্ষ্যে এই সঙ্কলনটি তৈরি করা হলো;

এই সঙ্কলনে অভিন্ন বানান রীতি অনুসরণ করা হয়নি। সাধারণত, যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিকল্প বানান সুপ্রচলিত, সে সমস্ত ক্ষেত্রে লেখক বা অনুবাদকের অনুসৃত বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোন লেখক বা অনুবাদক গ্রামশি বা শ্রেণী লিখেছেন, কেউ বা লিখেছেন গ্রামসি বা শ্রেণি। এই রকম বিকল্প বানান অপরিবর্তিত রয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে মুদ্রণ বিভ্রাটে বাংলা বানানে দৃষ্টিকটু বিপর্যয় ঘটে থাকলে, রক্ষণশীল মনোভাব নিয়েই, তা সংশোধন করা হয়েছে। তা সত্বেও কোথাও কোন ভ্রান্তি নেই , বিশেষতঃ বিদেশী নামের বানানের ক্ষেত্রে, তা বলা যায় না।

এই আন্তোনিও গ্রামসির ‘প্রিজন নোটবুক’কে, কখনো ‘কারারচনা’ বলে আবার কখনো ‘জেল খানার নোটবই’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সিভিল সোসাইটি কে কখনো নাগরিক বুদ্ধিজীবী, কখনো জনসমাজ, কখনো আবার পুরসমাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।সর্বমান্য পরিভাষার অভাবে, অথচ সচ্ছল সহজবোধ্য অনুবাদের অনুরোধে, বহু ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিশীল ভাষায় অভিন্ন বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন।

সঙ্কলনে গ্রন্থিত প্রতিটি লেখার ক্ষেত্রে রচনাটি যে উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে , লেখাটির সঙ্গেই তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আমরা করেছি। শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত ‘আন্তোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ’ বইটি থেকে তিনটি প্রবন্ধ এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো। অজিত রায়ের ‘আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ব’ গ্রন্থটি থেকে কিছু অংশ এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। অজিত রায়ের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটি হল এই যে,অজিত রায়ের এই পুনর্মুদ্রিত রচনাগুলিতে সূত্র নির্দেশের রেফারেন্স সংখ্যা উল্লেখ করেও

সূত্র নির্দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি উল্লেখ করা যায় নি । যেহেতু আমরা গ্রন্থটির 1960 সংস্করণ ব্যবহার করেছি, সে কারণে এবং যেহেতু গ্রন্থটির এই 1960 সংস্করণে এই সূত্রগুলির কোন উল্লেখ নেই, সে কারণে (অর্থাৎ যুগপৎ দুটি কারণে) এই ত্রুটি বহাল রইল। যদিও পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ,তা সত্বেও, সূত্র সন্ধান ক'রে যথাশীঘ্র সম্ভব এই ত্রুটি আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

কোলকাতা।

অক্টোবর, 2025

সূচি

পৃষ্ঠা

গ্রামসির দৃষ্টিতে কমিডানস্ট পার্টি	নরহরি কবিরাজ	পৃষ্ঠা 6-11
আনতোনিও গ্রামশি কারা রচনা প্রসঙ্গে	ইএমএস নামবুদিরিপাদ ওপি গোবিন্দ পিল্লাই	পৃষ্ঠা 12-28
গ্রামশিচর্চা: প্রেক্ষাপট, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতা	শোভনলাল দত্তগুপ্ত	পৃষ্ঠা 29-83
আন্তোনিও গ্রামসি: জীবন কথা ।পর্ব দুই	অজিত রায়	পৃষ্ঠা 84-96
আন্তোনিও গ্রামসি: জীবন কথা ।পর্ব পাঁচ	অজিত রায়	পৃষ্ঠা 97-108
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের সমস্যা	অজিত রায়	পৃষ্ঠা 109-118
জৈবিক বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক দল	অজিত রায়	পৃষ্ঠা 119-126
অবস্থায়ী ও চলিষ্ণু সংগ্রাম	অজিত রায়	পৃষ্ঠা 127-132
গ্রামসির তাত্ত্বিক বর্ণালী	অজিত রায়	পৃষ্ঠা 133-142
লেনিনবাদ: গ্রামশির তত্ত্বে ও প্রয়োগে	পামিরো তোইলিয়াত্তি	পৃষ্ঠা 143-174
গ্রামশি এবং লেনিনবাদ	পামিরো তোইলিয়াত্তি	পৃষ্ঠা 175-210
কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টিতন্ত্র ও শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা	রাজকুমার চক্রবর্তী	পৃষ্ঠা 211-225
ভারতে আধিপত্যের রূপরেখা	হীরেন্দ্রনাথ গোহাঁই	পৃষ্ঠা 226-243

গ্রামসির দৃষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টি

নরহরি কবিরাজ

ইতালির বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ মেকিয়াভেলির ‘দ্য প্রিন্স’ নামক পুস্তকে বলা হয়েছে–এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রের কথা যা ‘পুলিস রাষ্ট্র’ নয়, যে রাষ্ট্র জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রামসির মতে বর্তমানকালে সেই ‘প্রিন্সের’ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি। তাই তাকে তিনি বলেছেন ‘দ্য মডার্ন প্রিন্স’।

ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে

গ্রামসি বলেছেন–ক্ষমতা লাভের পর কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করবে–যা হবে জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিস্ট পার্টিকে হতে হবে বৌদ্ধিক ও নৈতিক সংস্কারের পতাকাবাহী। এই কাজটা আরম্ভ করতে হবে ক্ষমতা দখলের আগে–যা নতুন ধরনের রাষ্ট্রের জন্য জমি প্রস্তুত করবে–জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে। (গ্রামসি–প্রিজন নোটবুকস, পৃ. 57 –58)। গ্রামসির মতে–প্রত্যেক বিপ্লবের মধ্যেই একটি কর্তৃত্বের দিক থাকে–কেন না, শত্রু শ্রেণীকে পর্যুদস্ত করা বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু জনগণের যোগদান ও ব্যাপক সমর্থন ছাড়া বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে না। জনগণের সম্মতি বিপ্লবের আধার। ক্ষমতা লাভের পরেও কর্তৃত্ব ও সম্মতির মধ্যে ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয়–

সেদিকে সতত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, নতুবা অর্জিত ক্ষমতার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হতে পারে।

লেনিন সর্বহারার একনায়কত্বের দুটি দিকের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন-একটি ধ্বংসাত্মক দিক (শত্রু শ্রেণীকে ধ্বংস করার দিক) এবং অপরটি সৃজনাত্মক দিক (জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার দিক) (The State and Revolution)

গ্রামসি ‘প্রিজন নোট বুকসে’ এই কথাটি বলেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর মতে একটি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কর্তৃত্ব (domination) ও সম্মতির (consent) সঠিক সম্পর্কের উপর। বলপ্রয়োগ শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্য নিজপক্ষকে আঘাত করার জন্য নয়। নিজ পক্ষের সদিচ্ছা ও উৎসাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন। (ঐ বই, পৃ. 168)।

গ্রামসি সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন-একটি শাসকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু চিরদিন সেই জায়গায় অধিষ্ঠিত থাকবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর-কর্তৃত্ব ও সম্মতির মধ্যে সঠিক সম্পর্কের উপর। অর্থাৎ কর্তৃত্ব যদি সম্মতিকে গ্রাস করে তাহলে শাসকশ্রেণী জনগণের আস্থা হারায়, যারা তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল একে একে তারাই তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় (ঐ বই, পৃ. 275-76)।

গ্রামসির কথাগুলি অতি আধুনিক বলে কানে বাজে। মনে হয় সোভিয়েত রাশিয়ায় যা ঘটে গেল সেই দিকেই তিনি যেন অঙ্গুলি সংকেত করছেন।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

গ্রামসি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন-জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। তিনি লিখেছেন, শ্রমিকশ্রেণী 'আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রেণী' (International Class)।কাজেই সে আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয় সমস্যার বিচার করবে। তবে জাতীয় মঞ্চই হবে এই বিচারের পরীক্ষাক্ষেত্র।

কমিউনিস্টরা যে দেশে বাস করে সেই দেশে বিপ্লব সংঘটিত করতে হলে অবশ্যকরণীয় কর্তব্যটি কি! গ্রামসির মতে একটি দেশের পার্টির সাফল্য নির্ভর করে সেই দেশের বৈশিষ্ট্যটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করার ক্ষমতার উপর। (ঐ বই, পৃ. 151)। শ্রমিকশ্রেণীকে আন্তর্জাতিকতার পরিচয় দিতে হবে জাতীয় ময়দানে। '

'আন্তর্জাতিকতাবাদী' এই শ্রেণীকে 'জাতীয়ভাবাপন্ন' হয়ে উঠতে শিখতে হবে।যে দেশে সে বাস করে সেই দেশের ইতিহাসের 'নিজস্বতা', 'অনন্যতা'কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতার উপর তার সাফল্য নির্ভর করবে। (ঐ বই, পৃ. 240-41)।

আজকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে- 'কমিনটার্ন' এই বিষয়ে সবসময়ে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি। আন্তর্জাতিকতার নামে বিভিন্ন দেশের পার্টির উপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইনটি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। ফলে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলি আন্তর্জাতিক লাইনটি নিজ নিজ পার্টির কর্মসূচিতে সন্নিবিষ্ট করার জন্য যতটা আগ্রহ দেখিয়েছে, নিজের দেশকে চেনা, নিজের দেশের নিজস্বতা, নিজের দেশের অনন্যতাকে জানার প্রতি ততটা গুরুত্ব দেয়নি। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি পার্টি, যারা নিজের উদ্যোগে দেশকে চেনার চেষ্টা করেছে। তারা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সফলতা লাভ করেছে। অন্য অনেক পার্টি (ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতই) এই কাজ করতে না পারায় দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে-ক্ষমতার কিনারে পৌঁছাতে পারেনি।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভূমিকা বলতে কি বোঝায়-এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গ্রামসি বলেছেন-কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গড়ে ওঠার দুটি পূর্বশর্ত রয়েছে- (1) শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে গড়ে উঠবে এক দেশব্যাপী কৃষক অভ্যুত্থান (ঐ বই, পৃ. 132), (2) এই আন্দোলনে এগিয়ে আসবে একদল নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিজীবী-যাদের যোগদান এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হবে আর এক অপরিহার্য অঙ্গ। (ঐ বই, পৃঃ 204-05, 334)। এই দুটি দিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এক জাতীয় লোকায়ত যৌথ চেতনা (National Popular Collective Will) (ঐ বই, পৃ. 130-33) যে যৌথ চেতনা ছাড়া নতুন ইতিহাস রচনা করা যায় না। (ঐ বই, পৃ. 349)। এই যৌথ চেতনার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে নতুন ধরনের ঐতিহাসিক সংহতি (গ্রামসির ভাষায় Historic bloc) (ঐ বই, পৃ. 137, 366, 418)।

বুখারিনের সঙ্গে গ্রামসির পার্থক্য এইখানে যে বুখারিন শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের উপর অর্থাৎ বিপ্লবের রাজনৈতিক দিকটার ওপর বিশেষ জোর দেন। গ্রামসি যেমন রাজনৈতিক দিকের ওপর জোর দিয়েছেন তেমনি জোর দিয়েছেন বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকটার উপরেও। (Buci-Glucksman, Gramsci and the State, পৃ. 260-64, 285-86)।

গ্রামসি চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটি ব্লক গঠন করবে-যার মধ্যে মিলিত হবে একদিকে যেমন সমাজ কাঠামোর প্রতিনিধিত্বের দিকটা, তেমনি উপরি-কাঠামোর প্রতিনিধিত্বের দিকটাও (প্রিজন নোট বুকস্, পৃ. 137)। কমিউনিস্ট পার্টি এই দুই কাঠামোর মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করতে পারবে।

গ্রামসির মতে স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে সচেতনতায় উত্তরণ-অসংখ্য গরিব মানুষকে উন্নততর চেতনায় সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে। এবং এই চেতনা সঞ্চারের কাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অপরিহার্য। (গ্রামসির চোখে যাঁরা পার্টির সংগঠক তাঁরাও ছিলেন

বুদ্ধিজীবী)। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় লোকায়ত মঞ্চ ও বুদ্ধিজীবী উভয়ের সমর্থনে পুষ্ট তাই জাতীয় লোকায়ত যৌথ চেতনার সঞ্চারে এই পার্টি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। এই কারণে গ্রামসির চোখে কমিউনিস্ট পার্টি 'সমষ্টিগত বুদ্ধিজীবী' (Collective Intellectual) হিসাবে প্রতিভাত। (Togliatti Gramsci, and other Essays, পৃ. 199-200)।

এইভাবে চেতনার প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যায় গ্রামসি এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন

পার্টির সাংগঠনিক নীতি

কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নীতি সম্পর্কেও গ্রামসি বেশ কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-এর কার্যকারিতা নির্ভর করে কেন্দ্রিকতা ও গণতন্ত্রের সঠিক সম্পর্কের ওপর। কেন্দ্রিকতা যদি গণতান্ত্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা 'আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায়' পর্যবসিত হয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার লক্ষ্য হবে চলমান আন্দোলনের সঙ্গে পার্টি সংগঠনের নিয়ত সম্পর্ক বজায় রেখে চলা। কাজের মধ্যে ডুবে আছে এমনি নিচের তলার কর্মীদের অনবরত নেতৃত্বের পদে উন্নীত করতে চেষ্টা করতে হবে। এইভাবেই ধারাবাহিকতা ও অভিজ্ঞতার মিলন ঘটতে পারে (প্রিজন নোট বুকস, পৃ. 188-89)। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন-পার্টি আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার দ্বারা প্রভাবিত হলে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সংকটের মুহূর্তে অকেজো হয়ে পড়ে (ঐ বই, পৃ. 211), যেমন হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি।

পার্টির ভেতরে উপদল গঠনের প্রসঙ্গটিও গ্রামসি উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে উপদল গঠন কমিউনিস্ট পার্টির মূল চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়-কেননা এর ফলে পার্টির ঐক্য বিঘ্নিত হয়। তিনি বলেছেন-অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পার্টির ভিতরে যে সকল মত (tendencies) রয়েছে তাদের সকলের জন্য নেতৃত্বমূলক পদে

প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন (Gramsci–Political Writings 1921–26, পৃ. 365)
ওপরের উক্তিগুলি থেকে দেখা যায় গ্রামসির চিন্তা আজও বেশ প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়, আজ যখন সারা দুনিয়ার মার্কসবাদীরা সমাজতন্ত্রের পুরানো মডেল পরিত্যাগ করতে চলেছেন এবং নতুন উপাদানে সজ্জিত করে মার্কসবাদকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন, সেই সময় গ্রামসির রচনাবলী মার্কসবাদের পুনরুজ্জীবনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

(কালান্তর, শারদীয়, অক্টোবর,1997)

আনতোনিও গ্রামশি কারা রচনা প্রসঙ্গে

ই এম এস নামবুদিরিপাদ ও পি গোবিন্দ পিল্লাই

গ্রামশি ও জেলখানার নোটবই

'কুড়ি বছরের জন্য এই মাথাটিকে অচল করে দিতে হবে' -এই দাবির তাৎপর্য স্পষ্ট। মুসোলিনির ইতালিতে ফ্যাসিবাদী সরকারের কৌঁসুলির মন্তব্যের শেষ দিনে ছিল এই কথাগুলি। যে-লোকটির বিচার হচ্ছিল তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক, আনতোনিও গ্রামশি।

আদালত এই দাবি মেনে নিয়েছিল এবং গ্রামশি (1891-1937)-কে কুড়ি বছরের জন্য জেলে পোরা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক চাপে মুসোলিনির রাষ্ট্র পুরো মেয়াদের আগেই অসুস্থ গ্রামশিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল, তবে তার আগে তাঁর দশ বছর জেল খাটা হয়ে গেছে। জেল থেকে ছাড়া পাবার কয়েক মাসের মধ্যেই- 1937-এর 27 এপ্রিল তাঁর 46 বছর বয়সে গুরুতরভাবে পীড়িত গ্রামশির মৃত্যু হয়।

জেলে থাকাকালীন গ্রামশি সময় নষ্ট করেন নি- লেখাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া বিষয়বস্তু ও প্রেরণার ভিত্তিতে যে-সমস্ত সমস্যা তাঁর কাছে খুবই জরুরি বলে মনে হয়েছিল সেসবের উপরে তিনি দিস্তে দিস্তে নোট লিখেছিলেন। এরই ফসল, 2848 পৃষ্ঠায় পাণ্ডুলিপির গোটাটাই গোপন পথে খেপে খেপে বাইরে চালান করা হয়েছিল। ছড়ানো-ছেটানো এই রচনাবলির প্রধান বিষয় ছিল সাধারণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন, বিশেষত নানা ইতালীয় সমস্যা- পরবর্তীকালে সংকলিত আকারে এই রচনাবলির অন্তর্দৃষ্টি ও তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক গুরুত্বের জন্য তা রীতিমতো এক সোনার খনি হিসেবে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, গ্রামশির মৃত্যুর পরেও তখন দশ বছর পেরিয়ে গেছে, এই নোটগুলি ইতালিতে প্রকাশিত হয়, প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে, পরে সম্পূর্ণ চেহারায়। তখন সারা পৃথিবীর মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদীরা বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় গ্রামশির দিকে ফিরে তাকালেন, বিরল ও অতি সমৃদ্ধ এক চিন্তায় জগৎ যেন আবিষ্কৃত হল। তাঁর অনুসন্ধানের ব্যক্তি ও মৌলিকত্ব এমনই যে বিশ শতকের শেষে এসেও নানা সমস্যার বেলাতেই যাঁরা লেখেন ও চিন্তা করেন- সে তাঁরা মার্কসবাদী কিংবা তার বিরোধী যাই হোন না কেন গ্রামশির সঙ্গে মোকাবিলা তাঁদের করতেই হবে।

1947-এ তাঁর জেলখানার পত্রাবলির একটা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ইতালিতে। 1951-র মধ্যে, জেলখানার নোটবই ও তার আগের লেখাপত্র সমেত ছ-খণ্ড রচনাবলির একটা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতালিতে এখনও, রচনাবলির নানা সংস্করণ (এবং তাঁর লেখার উপরে টীকাভাষ্যও) প্রকাশিত হচ্ছে। ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও তা-ই হচ্ছে। 1957-এ লন্ডনের লরেন্স অ্যান্ড ইউসার্ট প্রিজন নোটবুকস্-এর একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করে। সিলেকশনস ফ্রম দ্য প্রিজন নোটবুকস্ নামে আরো একটি বড়ো সংস্করণ বার করে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল পাব্লিশার্স 1971-এ। পাদটীকা ও ব্যাখ্যাসমেত এই সংস্করণের ভিত্তিতেই বর্তমান ছোটো পুস্তিকাটি রচিত। এখন ইংরেজিতে গ্রামশির বহু রচনা পাওয়া যায়, তা ছাড়া জীবনী ও অন্যান্য আলোচনাধর্মী বইও অনেক আছে। আর আরো নানা বই নিয়মিত বেরোচ্ছে।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসেবে গ্রামশি শুধু যে সে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক ছিলেন তাই নয়, তিনি মস্কোতেও ছিলেন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মী হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন শহরেও তিনি বহুবার ভ্রমণ করেছেন। প্রিজন নোটবুকস্-এর সংকলিত রচনায় এইসব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে-তোলা সমালোচনা ও আত্মসমালোচনায় পরিণত চেহারার পরিচয় পাওয়া যায়।

জর্মনির রোজা লুকসেমবুর্গ ও চীনের মাও-জে-দং-এর মতো গ্রামশি ছিলেন এক বিশ্ববিপ্লবী এবং তাঁদেরই মতো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমৃদ্ধ তত্বচর্চায় তাঁরও ছিল মৌলিক অবদান। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের হাতে বিকশিত শ্রমিক শ্রেণির দর্শন, রাষ্ট্রপ্রণালী ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ বিষয়ে তিনি গভীর চিন্তাভাবানা করেছিলেন এবং ইতালীয় বিপ্লবের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন। গ্রামশির প্রিজন নোটবুকস্ আত্মস্থ না করে কর্মকাণ্ডের পথে এগোতে চাইলে বর্তমান প্রজন্মের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পক্ষে সেটা হবে অসম্পূর্ণ শিক্ষার নজির।

শৈশবের দুর্দিন

শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আনতোনিও গ্রামশি ও তাত্বিক আনতোনিও গ্রামশিকে বুঝতে গেলে তাঁর নির্যাতিত ও বঞ্চনা জর্জরিত জীবনকাহিনীর সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয় থাকা অবশ্য প্রয়োজন। গ্রামশির প্রতিভার বিকাশে তাঁর শৈশবের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের বিস্তর প্রভাব ছিল।

দক্ষিণ ইতালির ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সারদিনিয়াতে গ্রামশির জন্ম। ইতালির অংশ হলেও উত্তর ইতালীয় প্রদেশগুলির তুলনায় সারদিনিয়া ছিল দরিদ্র ও অনুন্নত। দক্ষিণের প্রদেশগুলির সুপ্ত অস্থিরতা মাঝে মাঝেই প্রকাশ্য সংগ্রামের পথে মাথা চাড়া দিত, এমনকী বিচ্ছিন্ন হবার দাবিও উঠে পড়ত কখনো কখনো। গোটা সারদিনিয়া অঞ্চল ছিল অনুপস্থিত-ভূম্যধিকারীদের দখলে, তাঁরা থাকতেন উত্তর ইতালির বিভিন্ন শহরে। এ ছাড়াও সারদিনিয়ার সমৃদ্ধ ধাতব খনিজের টানে এসে পড়া ফরাসি-বেলজীয় পুঁজি মালিকের শোষণের জন্যও এখানকার মানুষের মধ্যে প্রচুর বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। গ্রামশির সময়ে এবং তার পরবর্তীকালেও এই 'দক্ষিণ সমস্যা'-ই ছিল এক প্রধান বিপত্তি। সারদিনীয় বিদ্রোহীরা এমনকী এ ধারণাটাও প্রচার করতেন যে মাৎসিনি ও গারিবাল্ডি-র মতো নেতাদের আদর্শে পরিচালিত উনিশ শতকের শেষদিনকার যে ইতালীয়

পুনঃসংযুক্তিকরণ আন্দোলন (রিসরজিমেন্তো), তাও ছিল দক্ষিণের উপর উত্তরের আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার একটা উপায় মাত্র।
এইরকম উত্তাল ঘটনাবহুল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় 1891-এর 23 জানুয়ারি (তারিখটিতে কোনও কারণে ভুল আছে। গ্রামশি-র সঠিক জন্ম তারিখ 22 জানুয়ারি, 1891) গ্রামশির জন্ম, সারদিনিয়ার আলেস গ্রামে; তিনি ছিলেন এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের চতুর্থ সন্তান। তাঁর জন্মের পরেই পরিবারটি (সাতটি সন্তান ছিল ওই পরিবারে) উত্তর সারদিনিয়ার খিলারসকে চলে যায়। প্রাথমিক শিক্ষার পরে পোতাশ্রয় শহর কালিয়ারিতে স্কুলের লেখাপড়া করেন। ওই সময়ে সরকারি চাকুরে তাঁর পিতা কর্তব্যকর্মে অবহেলার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাই, এই বালকের লেখাপড়ায় ওখানে ছেদ পড়ে এবং বাধ্য হয়ে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তাকে কাজে নামতে হয়।
পরবর্তীকালে ওই দুঃসময়ের স্মৃতিচারণে তিনি লেখেন:

> ''নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য এগারো বছর বয়স থেকে আমি কাজ করতে আরম্ভ করি। দিনে 10 ঘন্টা করে কাজ করতে হত, রবিবারেও। মাস মাইনে ছিল 9 লিরে। তাতে করে দিনে এক কিলো করে রুটি কেনা যেত শুধু। প্রধান কাজটা ছিল বড়ো বড়ো জাবদা খাতা বয়ে নিয়ে যাওয়া, সেগুলোর ওজন আমার ওজনের থেকেও বেশি। অনেকদিন আমি একা একা কাঁদতাম- নিদারুণ যন্ত্রণা হত শরীরে।''

এমনিতে, শৈশব থেকে তাঁর শরীরে অসুখের ধাত ছিল আর এখন, পিঠে এমনটা অস্বাভাবিক বাড় লক্ষ করা গেল, চিকিৎসায় কোনো ফল হল না, চিরকালের মতো একটা কুঁজ হয়ে রইল তাঁর পিঠে।
1904-এ বাবা জেল থেকে ফিরলে গ্রামশি দাদার বাড়িতে থেকে আবার পড়াশোনা আরম্ভ করেন। দাদা, জ্যোভান্নি পোতাশ্রয়ের শ্রমিক ছিলেন। জ্যোভান্নির সহানুভূতি ছিল সমাজতান্ত্রিকদের প্রতি আর সারদিনিয়ার আন্দোলন নিয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। সাধারণভাবে আন্দোলনের আবহাওয়া, জ্যোভান্নির সমাজতন্ত্র, পোতাশ্রয় শহরের ধর্মঘট এইসবই ছিল

গ্রামশির রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তি। পরবর্তীকালে তিনি গর্বের সঙ্গে এক কথা বলতেন যে দাদা জ্যোভান্নিই ছিলেন তাঁর প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষক।সমাজতান্ত্রিক লেখাপত্র ও আন্দোলনের ব্যাপারে গ্রামশি যখন বেশ সড়গড়, তখনএক সরকারি মেধাবৃত্তির জোরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেন।

1910-এ তিনি তাঁর প্রিয় দ্বীপ ও পোতাশ্রয় শহর ছেড়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে পাড়ি দিলেন, উত্তর ইতালির তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়বার জন্য। গ্রামশির ক্রমবিকাশ, প্রথমে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট পার্টিতে, তারপরে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে, আবার ইতালিতে ফিরে ইতালীয় সংসদ বিরোধীপক্ষের নেতা, শেষমেশ 1926-এ তাঁর কারাদণ্ড, এ এক বিশ্ববিপ্লবীর নাটকীয় কাহিনী। 16 বছরের এই ইতিহাসে প্রিজন নোটবুক-এর লেখক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে এবং একই সঙ্গে এইসব কাজ নিয়ে নিবিষ্ট ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠছেন। এ এক এমন ইতিহাস যেখানে বেনিতো মুসোলিনি বুঝে যান যে এই মাথাটিকে 20 বছরের মতো থামিয়ে দিতে না পারলে তাঁর আর পার পাবার কোনো জো নেই।

ধাইশনিকর **(বুদ্ধিজীবী)**

গ্রামশির প্রিজন নোটবুকস্-এর প্রথম অংশের নাম ‘বুদ্ধিজীবী’ (অনেক শিরোনাম ও পর্ববিভাগ পরবর্তী সম্পাদকের করা)। এই ইংরেজি শব্দটিকে সাধারণভাবে মালয়ালমে ‘বুদ্ধিজীবী’ হিসেবে তর্জমা করা হয়। তবে আমাদের একটু খটকা আছে যে এই শব্দটির অর্থে বোধ হয় ঠিক ততটা গভীরতা নেই, তাই আমরা ‘ধাইশনিকর’ শব্দটি ব্যবহার করছি। ইংরেজি-মালয়ালম অভিধানে ‘ইন্টেলেক্ট’ শব্দের দুটি মানে আছে- ‘বুদ্ধি’ ও ‘ধীষণা’। তাহলে ইন্টেলেকচুয়ালদের বলা যেতে পারে ‘বুদ্ধিশালী’ অথবা ‘ধীষণশালী’। ‘ধীষণশালী’ শব্দের গভীরতা ‘বুদ্ধিশালী’ শব্দের থেকে বেশি। অতএব প্রিজন নোটবুকস্-এর প্রথম অংশের এই সার-সংক্ষেপের শিরোনাম আমরা দিচ্ছি ‘ধাইশনিকর’।

কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে তফাত করার জন্য প্রচলিত প্রথা অনুসারে যারা কায়িক শ্রম করে তাদের ‘শ্রমিক’ বলা হয় আর যারা মানসিক শ্রম করে তাদের ‘বুদ্ধিজীবী’ বলা হয়। ওই আলগাভাবে যাদের ইন্টেলেকচুয়াল বলা হয় ধাইশনিকর তাদের তুলনায় অনেক গভীর ও প্রসারিত।

এ কথাটা বোঝার জন্য পুঁজিবাদ সমেত অন্যান্য সমস্ত শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধারণার ভূমিকা বুঝে নেওয়া দরকার। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে মার্কস ও এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন,

> ‘কোনো সমাজের প্রধান শ্রেণির ধারণাগুলিই সেই সমাজের চালু ধারণা’।

দাসপ্রথা ও সামন্ততন্ত্রের যুগে এবং ভারতে যখন জাতি-ভূম্যধিকারী-জমিদার আধিপত্যের সূচনা দেখা দিল তখন দেখা গিয়েছিল যে ওই দুই যুগে চালু ধারণা ছিল যথাক্রমে দাস মালিকদের ধারণা, যারা দাসদের বাধ্য করত কাজ করতে, আর সেই সামন্ত ভূম্যধিকারী-জাতি-জমিদারদের ধারণা।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে স্পষ্টত চোখে পড়ার মতো চালু ধারণাগুলি যদিও প্রধান শ্রেণিরই ধারণা, তবুও কালে কালে অধস্তন শ্রেণির ধারণাও দানা বাঁধতে শুরু করে। অধস্তন শ্রেণির ধারণার সঙ্গে প্রধান শ্রেণির ধারণার সরাসরি সংঘর্ষ দেখা দেয়, ঠিক যেমন অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, তেমনি ধারণার ক্ষেত্রেও বিরোধী শ্রেণিগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই কারণেই, এঙ্গেলস ও লেনিন বলেছিলেন যে স্বাধীন শ্রেণি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে প্রধান শ্রেণিগুলির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে, শুধু অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নয়, দার্শনিক ক্ষেত্রেও। এটাই মূল কারণ, যে জন্য শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টির বিকাশের লক্ষ্যে লেনিনের ধারণা হল এই যে অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রে শ্রেণি সংগ্রামের জন্য নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত করতে হবে। গ্রামশি এখানে যা করছেন তা হল ইতালীয় বিপ্লবী আন্দোলনের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেনিনের এই সূত্রের বিকাশসাধন করা।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যেকার মতাদর্শগত লড়াইয়ে যে বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল 'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি'র প্রশ্ন। শ্রমিক শ্রেণিকে যদি এক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে বেড়ে উঠতে হয় তাহলে এমনসব সংগঠন তৈরি করতে হবে যেখান থেকে শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে (অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে) এই বোধ থেকেই গ্রামশি সংগঠিত সাংস্কৃতিক কাজকর্মে নেতৃত্ব দিতেন। গ্রামশির এই প্রচেষ্টা লেনিন ভালো চোখেই দেখতেন। এইসব কাজকর্ম নিয়ে জেলে থাকার সময়ে গ্রামশি যেসব কথা পুনরায় চিন্তা করেছিলেন তাই হল ইন্টেলেকচুয়ালস্ অংশের বিষয়বস্তু।

বুদ্ধিজীবী– শ্রেণি প্রতিনিধি

বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে গ্রামশি তাঁর অনুসন্ধান করছেন এই প্রশ্ন দিয়ে, বুদ্ধিজীবীরা কি সত্যিই এক স্বাধীন শ্রেণি, না কি প্রত্যেক সামাজিক শ্রেণিরই আছে নির্দিষ্ট অধিকারী নিজস্ব বুদ্ধিজীবীবৃন্দ?

এই প্রশ্নের মধ্যেই যে সমস্যাটা নিহিত আছে তা যে খুবই জটিল এ ব্যাপারটায় গ্রামশি জোর দিয়েছিলেন। জটিল, কেননা যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। গ্রামশি বলেছিলেন যে এই বৈচিত্র্যকে বিচার করতে গেলে দুটি সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে।

প্রাথমিকভাবে, প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীই তার নিজের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এক বা একাধিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে থাকে। এই বুদ্ধিজীবীরাই তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সংহতি ও আত্মসচেতনতা ধারণ করে। এই ধরনের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীর নিজস্ব ভূমিকা/আগ্রহ বিষয়ে তাদের নিজেদের বোধ পরিষ্কার হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজের শিল্পোদ্যোগী তার নিজের উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে তুলেছিল শিল্প–প্রযুক্তির

বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত এবং নতুন সংস্কৃতি ও বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির সংগঠক। শিল্পোদ্যোগী নিজেকে সামাজিক ক্রিয়াকর্মের একেবার শীর্ষদেশে স্থাপিত করেন। এইসব কাজকর্মের জন্য যে ধরনের দক্ষতা লাগে তিনি সেসবের চর্চা করে তা আরো বিকশিত করে তোলেন। তাঁর দক্ষতা যে শুধু তাঁর নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই দরকার পড়ে তা নয়, সবক্ষেত্রের জন্যই তা লাগে, বিশেষ অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবক্ষেত্রে। তা হলেই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারীদের ও তাঁর প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবেন।

সমাজের সংগঠকরা

চিন্তার এই ধারাটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে গ্রামশি বলেন যে, শিল্পোদ্যোগীদের– অন্তত তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেরা তাঁদের এমন একটা দায় মাথায় তুলে নিতেই হয় যেখানে তাঁদের নিজেদের বিকাশ এমন একটা মাত্রায় দাঁড় করাতে হয় যাতে তাঁরা গোটা সমাজকেই সংগঠিত করে তুলতে পারেন। সেবা-ক্ষেত্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার মতো প্রয়োজনীয় গুণ তাঁদের থাকতে হবে; এই সেবা-ক্ষেত্র খুবই জটিল এক ব্যাপার, ক্রমে ক্রমে যা রাষ্ট্র পরিচালনের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এরকম কোনো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কেবল শিল্পোদ্যোগী নিজের শ্রেণিবিকাশের উপযুক্ত অবস্থা তৈরি করে নিতে পারে। প্রতিটি শ্রেণির তৈরি করা বুদ্ধিজীবীর প্রত্যেকটি অংশের নিজস্ব বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার।

সামন্ততন্ত্রের যুদ্ধবাজ নেতাদের কথাটা গ্রামশি বেছে নেন এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য। সামরিক সংগঠনের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের জোরেই সামন্ত সমাজে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ যেদিন থেকে শিথিল হতে থাকল সেদিন থেকে সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যেরও অবসান সূচিত হল। গ্রামশি এখানে উল্লেখ করছেন যে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের দিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রেণি যদিও সামাজিক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তবুও তারা কখনো

তাদের নিজস্ব বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে পারেনি। সেই সমাজের প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদেরও তারা নিজেদের সঙ্গে নিতে পারেনি।

বিশেষ জোর দিয়ে এ কথাটা এখানে বলা দরকার যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামরিক বিশেষজ্ঞদের জন্য যে মূল ভূমিকা গ্রামশির চিন্তায় ছিল তা কিন্তু সরাসরি সবটুকু ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ইতালি বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যে ধরনের সামন্ত সমাজের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছিল ভারতে তার অস্তিত্ব ছিল না। চতুর্বর্ণ্য প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য জাতির যে অগ্রসর অবস্থান ছিল ভারতে সেটাই ছিল এক প্রধান ব্যাপার।

ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে সৈন্যবাহিনীসমেত যারা উত্তর ভারতে প্রবেশ করে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল কিংবা দেশের অন্যান্য অংশে যেসব বিদেশিরা বাণিজ্যের জন্য এসেছিল তারা কীভাবে নতুন নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসে তাদের ভূমিকা পালন করেছিল সেটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

চতুর্বর্ণের আরো বিকশিত চেহারা, জাতি ও উপজাতির উদ্ভব, উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী শাসকরা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে বৈদেশিক বণিকরা, এরা একত্রে গোটা দেশের সর্বত্র জাতি-ভূম্যধিকারী-সামন্ত প্রভুত্বের এক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিল। অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলেও, সেই শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের সংস্কৃত, পালি ও ফারসি সাহিত্যে অবদান ছিল অমূল্য। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে, বৃহৎ সাম্রাজ্য, তার নিজস্ব সামরিক আধিপত্য এবং শাসন কাঠামোর অস্তিত্ব দেখা দিল।

সেই ব্যবস্থার মূলে চূড়ান্ত ঘা দিল ইংরেজ বণিক ও শাসকরা। তাদের প্রাধান্যের জন্য, 'ভারতীয়রা তাদের পুরোনো দুনিয়াটা হারাল এবং নতুন কিছু হাতে পেল না' (মার্কস)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কস নিজেই বলেছেন যে এই নতুন দুনিয়া গড়ে তোলবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নতুন বুদ্ধিজীবীরা এই ইংরেজ শাসনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছিল। এই

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছিল আমাদের জাতীয় আন্দোলনের দুই শরিক শ্রেণি, বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণি।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সামাজিক গড়নের প্রত্যেকটি স্তরই বিদ্যমান বুদ্ধিজীবী স্তরকে আবিষ্কার করে নিয়ে তার নিজের স্বার্থেই তাকে লালন করবে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হিসেবে গ্রামশি নজর দিচ্ছেন ইতালীয় (সাধারণভাবে ইউরোপীয়) খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় সংগঠনগুলির দিকে। ধর্মীয় ও মতাদর্শগত ব্যাপারে কিংবা ওই সময়ের দর্শনে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাদের অগ্রসর অবস্থানের কথা বাদ দিলেও ধর্মীয় নেতারা শিক্ষায়, নৈতিক জীবনে, বিচার ব্যবস্থায়, দানধ্যানে, সদাচার, ইত্যাদিতে এমন একটা আগুয়ান ভূমিকা নিয়েছিলেন যে তাঁরা বুদ্ধিজীবীর স্তরে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন– খানিকটা যেন ভূম্যধিকারী শ্রেণির মতো অবস্থা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তার অনেকটাই যেন তাঁরা তখন উপভোগ করতে পারতেন। যেহেতু এর মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাস, তাই ভাববাদের নেতা হিসেবেই এঁদের বিকাশ ঘটেছিল। অনেক উদাহরণ সহযোগে গ্রামশি এর ব্যাখ্যা করেন।

গ্রামশি বলেন যে বুদ্ধিজীবীর এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার চেষ্টায় একটা মূল সত্য বুঝে নেওয়া দরকার– কোনো মানুষই কিন্তু মননের উপাদান থেকে বঞ্চিত নয়, আবার একইসঙ্গে সব মানুষই কিন্তু বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠতে পারবে না।

> ‘লক্ষ্যটা হওয়া উচিত প্রত্যেক মানুষের মধ্যেকার বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষণগুলিকে সযত্নে লালন করা এবং কায়িক শ্রমও বৌদ্ধিক কর্মের মধ্যে এক নতুন সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা’।

এতাবৎ কাল পর্যন্ত লেখক, দার্শনিক, শিল্পী এবং সাংবাদিকদেরই বুদ্ধিজীবীর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হত। কিন্তু আধুনিক যুগে শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কারিগরি শিক্ষাই হবে বুদ্ধিজীবীর উৎপত্তির

ভিত্তিভূমি (প্রিজন নোটবুকস্-এর দ্বিতীয় অংশ)-শিক্ষার বিষয়বস্তু এই অন্তর্দৃষ্টি/পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত)।

জনসম্মতি ও বলপ্রয়োগ

বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাত্রা শুরু করে গ্রামশি পৌঁছে যাচ্ছেন জনসমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যাপটে। আধুনিক সমাজে বুদ্ধিজীবী ও পুঁজিবাদের উৎপাদন প্রকরণের সম্পর্ক মোটেই প্রত্যক্ষ নয়, সমাজের উপরিতলের নানাবিধ আকার প্রকারের মধ্য দিয়েই তা কেবল দৃশ্যমান যে রাষ্ট্র শাসিতের উপর বলপ্রয়োগ করে এবং যে জনসমাজ তুলনামূলকভাবে কিছুটা কাজকর্ম করতে পারে, এ দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য ও অন্তঃসম্পর্ক একইসঙ্গে বুঝে নিতে পারলেই তবে পুঁজিবাদের উৎপাদন প্রকরণের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক বুঝতে পারা যাবে। জনসাধারণের মধ্যে প্রধান শ্রেণি সম্পর্কে সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে জনসমাজ আর এমনকী যেসব বিষয়ে জনসম্মতি নেই সেইসব বিষয়ে রাষ্ট্র করে বলপ্রয়োগ।

দুই ক্ষেত্রেই ওই প্রধান শ্রেণীই থাকে জনসাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকায়। কিন্তু জনসমাজে তারা মানুষের সমর্থন না পেলেও অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে যায়। এই সমর্থন যখন থাকে না, তখনও রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখে। প্রধান শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা এই দুটো কাজ সম্পূর্ণ করতে ও সিদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়। তাদের বিরোধিতা করার জন্য অধস্তনরা তাদের নিজেদের বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে ও তাদের লালন করে। নিজেদের বুদ্ধিজীবী ছাড়া প্রধান শ্রেণির নেতৃত্বাধীন জনসমাজ কিংবা রাষ্ট্র, কাউকেই মোকাবিলা করা অধস্তনদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

নগর ও গ্রাম

নাগরিক বুদ্ধিজীবীর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত আবহাওয়ায়। কিন্তু তাদের স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব থাকে না। শিল্প

প্রগতির দায়িত্ব থাকে নেতৃস্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের হাতেই, তারাই পরিকল্পনা করে ও তার কাজে রূপ দেয়। নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা শুধু সমর্থন জোগাবার ভূমিকা পালন করে। যে পুঁজিপতিরা শিল্প বিকাশের নেতৃত্ব দেয় নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা কেবল তাদের আরদালির কাজ করে।
পক্ষান্তরে, গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা একদিকে তারা শহরের ছোটো বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে– আর অন্যদিকে বৃহত্তর গ্রামীণ জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং প্রথাগত বৌদ্ধিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। বুদ্ধিজীবীদের এই শ্রেণির সঙ্গে কৃষকদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। তাদের অধিকাংশই যেহেতু আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পেশায় নিযুক্ত থাকে তাই তাদের রীতিমতো সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে তাঁদের কাজকে আলাদা করে নেওয়া যায় না। গ্রামীণ বৌদ্ধিক কাজকর্মে যাঁরা লিপ্ত থাকে– যেমন পুরোহিত, উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি– তাঁদের জীবনযাত্রার মান সাধারণ গ্রামবাসীদের থেকে উন্নত হয়ে থাকে, তাই এই গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীদের অনুকরণ করে কৃষকরাও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করে। কৃষকের ইচ্ছে হয় যেন তার একটা ছেলে অন্তত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে যোগ দেয়– কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে তাদের ইচ্ছে তারা যেন পুরোহিত হয়। সে ভাবে যে ওইভাবে তার পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়ন ঘটবে।
গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটি বিষয় নিহিত আছে। তার মধ্যে এমনকী একটা স্ববিরোধিতাও আছে। গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীর সামাজিক মর্যাদার প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, বিশেষত সরকারি কর্মচারীদের বেলায়, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের জন্য সে ঘৃণাও পোষণ করে। তার শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে তার বিদ্বেষও বিরাগেরও প্রকাশ ঘটে। বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কৃষকদের এই দাস্যভাবকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে না পারলে কৃষকদের সামগ্রিক জীবনের কোনো কিছুই বোঝা যাবে না।
শহরাঞ্চলে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাটা ভিন্ন। ফ্যাক্টরির কাজের সঙ্গে জড়িত কারিগরি বিশেষজ্ঞরা ফ্যাক্টরির শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীদের উপর কোনো

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরঞ্চ যে ফ্যাক্টরি শ্রমিকরা ও কর্মীরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে গড়ে ওঠে তারা নিশ্চিতভাবে ওই শিল্পের কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপর তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের জানান দেয়।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করার পরে গ্রামশি আধুনিক রাজনৈতিক দলের প্রশ্নটা তুলছেন। দুটি কথা বলছেন তিনি।

প্রথমত, সমাজের কোনো কোনো অংশের জন্য তাদের নিজস্ব বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে রাজনৈতিক দলই হল এক বিশিষ্ট পন্থা। ওইসব অংশের জন্য রাজনৈতিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করার উপায় হল এই রাজনৈতিক দল- আর একথা যে শুধু উৎপাদনের কারিগরি ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য তা নয়। একমাত্র এই উপায়েই ওইসব অংশ তাদের নিজস্ব বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমাজের সব অংশের জন্য জনসমাজে রাজনৈতিক দলের যে ভূমিকা তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনুরূপ। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলই প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীর বিশেষ বুদ্ধিজীবীদের সংযোগ স্থাপন করে।

সত্যি কথা বলতে কী, এক বিশাল কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্র যা করে থাকে, তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ঠিক তাই করে। কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় যে বুদ্ধিজীবী সে ওই গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এরকম একাত্ম হবার উপায় হল রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অন্তত সীমাবদ্ধভাবে হলেও অংশ নেওয়া।

জৈব ও প্রথাগত

সমাজের যে শ্রেণি বা তাদের যে সহযোগ সমাজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বা সমাজ প্রগতির সহায়ক হচ্ছে তাদের মতামতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যেসব

বুদ্ধিজীবীদের মতামত গ্রামশি তাদের বলছেন জৈব, প্রথাগত বুদ্ধিজীবী থেকে এরা আলাদা। জৈব ও প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বিপ্লবী রূপান্তরের শ্রেণি সংগ্রামের আবশ্যিক অঙ্গ। গ্রামশির বর্ণনায় পাওয়া যায়:

> ‘‘সমাজের আধিপত্য অর্জন করার লক্ষ্যে এগোয় সমাজের যে অংশ তার একটা মূল চরিত্র হল প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের জয় করে মতাদর্শগতভাবে তাদের শামিল করার চেষ্টা করা। এই শামিল করা ও জয় করার কাজটা দ্রুত ও ফলপ্রসু হতে পারে যদি সমাজের ওইসব অংশ তাদের নিজস্ব জৈব বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলে তাদের ঠিকমতো লালন করতে পারে’’

গ্রামশি বলেন যে রূপান্তরের সময়ে সেই আদিম সমাজ থেকে আরম্ভ করে সব সমাজের জন্যই যদিও এই প্রক্রিয়াটা সক্রিয়, কিন্তু এর গুরুত্ব আধুনিক সমাজে অনেক বেশি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে রেনেসাঁসের শুরু তারই মধ্য দিয়ে অন্ধকার যুগ বলে কথিত সেই ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ আধুনিক যুগে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারই অনুক্রমে শিক্ষায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে, বাণিজ্যে ও শিল্পে যে বিপুল প্রগতি সাধিত হয়েছিল তার ফলে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ও তাদের দায়িত্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রে এক তুলনীয় সামাজিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। জৈব বুদ্ধিজীবীর ক্রমান্বয়ী ধারার প্রথম পথিক রাজা রামমোহন রায়, ঐতিহাসিকরা যাঁকে ভারতীয় নবজাগরণের জনক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

স্বাভাবিক যে গ্রামশি এসব আলোচনার মধ্যে ঢুকছেন না। কিন্তু ভারতের ও চীনের ইতিহাসে প্রথাগত বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার ফারাক যে অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় বেশি, এই মর্মে তাঁর বক্তব্য একেবারে যথার্থ। এই সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টিতে ভারতের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা ছিল উচ্চবর্ণ–সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী আর চীনের ক্ষেত্রে কনফুসীয় মান্দারিনদের প্রাধান্য জৈব বুদ্ধিজীবীর বিকাশে এই প্রাধান্যের নেতিবাচক

ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামশির প্রিজন নোটবুক্স্-এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অবশ্যই এ কর্তব্য সমাধানে আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায়। এই নিয়ে যাঁরা অনুসন্ধান ও চিন্তাভাবনার চেষ্টা করবেন গ্রামশি তাঁদের জন্য কিছুটা উপায় বাতলে দিয়ে একটা রূপকল্পের আভাস দিয়ে গেছেন এবং তাঁর আগে এ কাজ অতটা কেউ করেন নি।

ঐতিহাসিক সমীক্ষণ

বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দলের বিকাশ এবং তাদের বর্তমান দিনের সমস্যা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা গড়ে তুলতে গেলে প্রতিটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে অনুপুঙ্খ গবেষণা করা দরকার। গ্রামশি এই গবেষণার সূত্রপাতটা করে গেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারত ও চীনের বৌদ্ধিক পরিস্থিতি বিষয়ে গ্রামশির মন্তব্য যদিও বিচ্ছিন্ন ও অপর্যাপ্ত, কিন্তু ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে তিনি রীতিমতো বিস্তারিত-ভাবে তাঁর যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। এ বিচারও সম্ভবত সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ যথেষ্ট গভীর ও মূল্যবান।

প্রথম জোর তাঁর নিজের দেশ, ইতালির উপর। তার বাইরে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর বিকাশ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও দল নিয়ে তিনি যেসব দেশের প্রসঙ্গে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে আছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ, জাপান ইত্যাদি। তাঁর আগে এমনকী এরকম সংক্ষিপ্তাকারেও এ ধরনের কোনো মার্কসীয় বিশ্লেষণ আর কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

গ্রামশি ‘ধ্রুপদী যুগ’-এর গ্রিক-রোমক সভ্যতার বৌদ্ধিক গড়ন বিচার করেছেন। সে ছিল দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজ। বুদ্ধিজীবীদের ক্রিয়াকর্ম কী রকম ছিল সে সমাজে? যেসব কাজে প্রশিক্ষণ ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যেমন ডাক্তারি, সেইসব কাজে যারা লিপ্ত তাদের রোমের নাগরিকত্ব দেবার পক্ষে রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন গ্রামশি তার উল্লেখ করেন। এক শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে

আত্মপ্রকাশ করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে রাষ্ট্রের এই কৌশল সহায়ক হয়েছিল। সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির পরে, সাম্রাজ্যভুক্ত এই বুদ্ধিজীবীরা যাঁরা একটা জোরের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরাই পরবর্তী মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রে ক্যাথলিক যাজক হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

গ্রামশি বর্ণনা করেন কীভাবে ফ্রান্সের 1789-এর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে আধুনিক বৌদ্ধিক শ্রেণি এক মুখ্য ভূমিকায় এসে গেল। ক্যাথলিক গির্জা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যেকার সম্পর্কের অবসান ঘটানোর মধ্য দিয়েই এই আধুনিকতা অর্জন করা গিয়েছিল।

কিন্তু ইংল্যান্ডে, যেখানে বুর্জোয়া বিকাশ ঠিক ফ্রান্সের মতো রক্তাক্ত পথে ঘটেনি, যা ঘটেছিল অন্যভাবে, সেখানে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে গ্রামশি অব্যাহত সামন্ততান্ত্রিক ধারার প্রভাব লক্ষ্য করেন। আর জার্মানিতে, উংকের (ভূস্বামী), যাঁরা কোনোদিনই তাঁদের জমি-স্বার্থ পরিত্যাগ করেননি, তাঁরাই আধুনিক শিল্পপতিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।1918-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার্মানির পরাজয়ের সময় পর্যন্ত জার্মান বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এই উংকের আধিপত্য বজায় ছিল, তারপর এই সময়টাতে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ও তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে।

রাশিয়াকে গ্রামশি বিচার করেন কীভাবে খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপাদান রাশিয়ার বৌদ্ধিক পরিস্থিতিকে রূপান্তরিত করেছে- এর মধ্যে আছে বাইজানন্টীয় সাম্রাজ্য, নরম্যান বিজয়, গ্রিক আরথোডক্স চার্চ-এর প্রবেশ ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা অন্য সব দেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা- কারণ সে দেশে এরকম কোনো ইতিহাসের পিছুটান ছিল না, ষোড়শ শতকের পর থেকে নতুন অভিবাসী আগমনের মধ্য দিয়ে সেখানে ক্রমে ক্রমে সব কিছু শূন্য থেকে গড়ে উঠেছিল। এরই দরুণ সেখানে প্রথাগত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু অন্যান্য জায়গার অভিজ্ঞতা মতো বলা চলে যে, দাসশ্রেণি থেকে গড়ে-ওঠা নিগ্রো বুদ্ধিজীবীর বিকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এসব মন্তব্য অবশ্যই যথেষ্ট নয় এবং তেমন বিশদও নয়, তবুও প্রিজন নোটবুক্-এ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দল বিষয়ক অনুসন্ধানের একটা সূত্রপাত অন্তত পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি দেশের নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর বাস্তব প্রয়োগের দায়িত্ব সেইসব দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের। ইতালির জন্য সে কাজ গ্রামশি করেছেন।

শেষ করার আগে আমরা আর-একটা কথা খুলে বলতে চাই। গ্রামশি নোটবুক্স্-এ বুদ্ধিজীবীর অংশটা লিখেছিলেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোন্নয়ন ও কৃষির আধুনিকী-করণের ফলাফল বিচার করতে পারার আগেই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ফলে শিল্প ও কৃষির মধ্যে এতদিন যে ফারাকটা ছিল অর্থাৎ, শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের ফারাক, তা অনেকটা কমে এসেছিল।

কৃষিতে যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে শহরাঞ্চলের মতো গ্রামাঞ্চলেও প্রযুক্তির জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে করে শহর ও গ্রামের ফারাক ঘোচাতে খানিকটা সাহায্য হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, এই পরিবর্তনটা গ্রামশির নোটবুক্স্-এ ধরা পড়েনি। এইসব কথা মাথায় নিয়ে গ্রামশির প্রভাবকে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলা উচিত।

মূল মালয়ালম থেকে ইংরেজি অনুবাদ: বি জয়শংকর ও পি সুনীল মেনন; বাংলা ভাষান্তর: সৌরীন ভট্টাচার্য। মূল সূত্র: ই এম এস নামবুদিরিপাদ ও পি গোবিন্দ পিল্লাই, গ্রামশিয়ান বিচার বিপ্লবম্ **(**থিরুভানস্থপুরম, চিন্তা পাবলিশার্স**, 1996)**।

গ্রামশিচর্চা: প্রেক্ষাপট, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতা

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

(শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত 'আন্তোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ' বইটির শোভনলাল দত্তগুপ্ত লিখিত ভূমিকা।পৃষ্ঠা 13 থেকে 49, এখানে পুনর্মুদ্রিত।)

1. গ্রামশি ও যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ

ইতিহাসের যে জটিল কালপর্ব জুড়ে আনতোনিও গ্রামশির জীবন ও চিন্তা পরিব্যাপ্ত ছিল, তার সঙ্গে আজকের সময়ের ব্যবধান অনেকখানি। কিন্তু সময়ের দূরত্ব তাঁর চিন্তার সজীবতাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি; 1928 সালে ইতালির ফ্যাসিস্ত ট্রাইবুনাল গ্রামশিকে কুড়ি বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেবার সময় পরবর্তী দুই দশকের জন্য তাঁর মস্তিষ্ককে অকেজো করে দেবার হুমকি দিয়েছিল। ফ্যাশিষ্ট বিচারালয়ের এই সদম্ভ আস্ফালনকে ব্যর্থ করে গ্রামশি তাঁর এগার বছরের (1926-1937)

কারাজীবনে রচনা করেছিলেন সমাজ, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি বিষয়ে অসংখ্য নোট ও প্রবন্ধের খসড়া– যা আজ 'কারারচনা' নামে খ্যাত। 1937 সালের 27 এপ্রিল গ্রামশির মৃত্যুর একদিন পরে যখন তাঁকে ভেরানোতে সমাধিস্থ করা হয় তখন তাঁর শবানুগমন করেছিলেন তাঁর দুই পারিবারিক সদস্য তাতিয়ানা শুট ও কারলো গ্রামশি এবং সঙ্গে ছিল প্রচুর সংখ্যায় ফ্যাশিস্ত পুলিশ। গ্রামশির শেষকৃত্যের অব্যবহিত পরে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সেই সংবাদটি প্রচার করে সদম্ভে জানিয়ে দেন যে 'শয়তান' আনতোনিও গ্রামশির শবযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের লোকজন। মুসোলিনি ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিল না যে গ্রামশির মৃত্যুর পরে তাঁর অস্তিত্ব আরো প্রবলভাবে অনুভূত হবে এবং তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর চিন্তার সক্রিয়তা। ইতিহাসগত কারণেই ইতালির ফ্যাশিস্ত শাসকদের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল যে দক্ষিণপন্থী সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মগোপন অবস্থায় ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে গ্রামশির শেষযাত্রায় শামিল হওয়া সম্ভবপর না হলেও যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে তাঁর মত ও পথের অনুগামী হবেন বহু ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠী এবং এভাবেই ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁর মস্তিষ্ককে 'অকেজো' করে দেবার ফ্যাশিস্ত দম্ভোক্তি।

পশ্চিমি দুনিয়ায় গ্রামশির গুরুত্ব আজ কতটা, একটি দৃষ্টান্ত দিলে সেটি বোঝা যাবে। বিশিষ্ট গ্রামশি বিশেষজ্ঞ জন ক্যামেটের সম্পাদনায় 1989 সালে রোম থেকে প্রকাশিত 'বিব্লিওগ্রাফিয়া গ্রামশিয়ানার' পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামশি সংক্রান্ত রচনার সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশি। গ্রামশির ধ্যানধারণা নিয়ে প্রাথমিক স্তরে ভাবনাচিন্তা ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির (পি সি আই) অভ্যন্তরে শুরু হয় আত্মগোপন অবস্থার মধ্যেও তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই। কিন্তু যথার্থ অর্থে গ্রামশিচর্চা আরম্ভ হয় 1956 সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর। 1958 সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে রোমে গ্রামশি বিষয়ক যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পি সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক তোইলিয়াত্তি যে প্রতিবেদন পেশ করেন বলা যেতে পারে গ্রামশিচর্চার

ক্ষেত্রে সেটিই ছিল প্রথম এক নতুন যুগের সূচনাপর্ব। এর পরে 1967 সালে ক্যালিগারিতে গ্রামশির অবদানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি সম্মেলন এবং সত্তরের দশকে ইতালি ও ফ্রান্সে গ্রামশি ক্রমশই বিবেচিত হতে শুরু করেন সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরূপে। ব্রিটেনে তুলনামূলকভাবে গ্রামশির গুরুত্ব অনুভূত হয় পরে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামশির কিছু রচনা ইংরেজিতে প্রকাশিত হলেও ব্রিটেনে ষাটের দশকে একাধিক কারণে গ্রামশি ছিলেন অনেকটাই উপেক্ষিত। সত্তরের দশকের সময় থেকে ইতালি ও ফ্রান্সে গ্রামশি গবেষণার ক্ষেত্রে যোগ হয় এক নতুন মাত্রা। গ্রামশির চিন্তার সামগ্রিক ঐতিহ্যের অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গ্রামশিকে কেন্দ্র করে একাধিক বিতর্ক। ইতিমধ্যে ব্রিটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামশির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলি ও 'কারা রচনার' নির্বাচিত অংশ প্রকাশ হতে শুরু করে এবং গ্রামশি সম্পর্কে আগ্রহও বাড়তে শুরু করে এই সময় থেকে, যদিও ইতালি ও ফ্রান্সের গ্রামশিচর্চার ধারা থেকে ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে গ্রামশি-গবেষণার ধারাটি ছিল অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।

2. গ্রামশিচর্চার ধারা

পশ্চিমে গ্রামশিচর্চার ধারা ও গতিপ্রকৃতিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে গত কয়েক দশকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত একাধিক রচনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। 1972 সালে ডেভিডসন [1] তাঁর একটি প্রবন্ধে মূলত যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধোত্তর ইতালিতে গ্রামশির মূল্যায়ন সম্পর্কে এক অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করেন। যদিও 1968 সালে নীল ম্যাককিনেস্ [2] একটি প্রবন্ধে ইতালি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনে গ্রামশির রচনার প্রকাশ সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছিলেন, তার বিশ্লেষণাত্মক মূল্য খুব বেশি কিছু ছিল না। এর পর 1977 সালে মুফে ও স্যাসূন[3] ফ্রান্স ও ইতালিতে গ্রামশিচর্চার ধারা সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আশির দশকে ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে, বিশেষতঃ ব্রিটেনে, গ্রামশি-গবেষণার হালফিল চিত্রটি তুলে ধরেন জেফ্

এলে[4] 1984-তে ও ডেভিড ফরগাক্স[5] 1989-তে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলিকে আশ্রয় করে পশ্চিমে গ্রামশিচর্চার ধারাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) প্রথম পর্ব **(**প্রাক্ **1956** সাল**):** স্বাভাবিক কারণেই গ্রামশিকে নিয়ে প্রথম ভাবনাচিন্তা শুরু করে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সূত্রপাত করেন গ্রামশিরই সহযোদ্ধা তোইলিয়াত্তি 1927 সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। গ্রামশি গ্রেপ্তার হবার এক বছর পর তোইলিয়াত্তি তাঁর এই প্রবন্ধে গ্রামশিকে চিত্রায়িত করেন এক সংগ্রামী বলশেভিক হিসেবে, যিনি তাঁর জীবনকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে
প্রতিরোধের লড়াইয়ে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এর পরে 1937 সালে গ্রামশির মৃত্যুর এক বছর পর পারী থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা প্রকাশ করেন 'গ্রামশি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের সংকলন এবং সেখানেও গ্রামশিকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহিদ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়। অনুমান করা হয় 1940 সালের পরে তোইলিয়াত্তি প্রথম গ্রামশির 'কারারচনা'র খোঁজ পান, যদিও 1945 সালে প্রকাশিত পূর্বোক্ত 'গ্রামশি' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণেও তোইলিয়াত্তি গ্রামশিকে মূলতঃ একজন সংগ্রামী বলশেভিক ও লেনিনবাদী, এ ভাবেই বর্ণনা করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রামশির বিপুলাকার প্রবন্ধাবলির একটি সংকলন প্রকাশ করার বিষয়টি 1937 সালেই পি সি আই নেতৃত্বের একাংশ বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় আন্তর্জাতিকের জটিল রাজনীতির টানাপোড়েনে এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়নি (ভূমিকার পরবর্তী অংশে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে–শোভনলাল দত্তগুপ্ত)।ইতালিতে 'কারারচনা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 1948–51 পর্বে, যদিও গবেষকদের মতে 'কারারচনা'র এই সংস্করণ ছিল বহুলাংশেই ত্রুটিপূর্ণ; চার খণ্ডে 'কারারচনা'র একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ইতালিতে প্রকাশিত হয়েছে 1975 সালে ভালেনতিনো গেরাতানার সম্পাদনায়, যার ইংরেজি সংস্করণ বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

গ্রামশির 'কারাপত্রবলি' ইতালিতে প্রথম প্রকাশিত হয় 1947 সালে, যার একটি ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 1953-তে। গ্রামশির প্রাক-গ্রেপ্তার-পর্বের রচনাবলি প্রকাশিত হয় একেবারে শেষে, 1958 সালের পর থেকে। যুদ্ধোত্তর ইতালিতে বিভিন্ন পর্বে গ্রামশির এই সব রচনাবলি প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা যদিও ছিল ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি, পঞ্চাশের দশকে পি সিআই বিরোধী গোষ্ঠীগুলি থেকে এ রকম অভিযোগ উঠেছিল যে প্রকাশিত রচনবলিতে সুপরিকল্পিতভাবে গ্রামশির অনেক বিতর্কিত মন্তব্য ও স্পর্শকাতর মতামতকে স্থান দেওয়া হয় নি। তবে এই ধরনের কূটতর্ক সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকে যুদ্ধোত্তর ইতালিতে গ্রামশির গুরুত্বকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নেয় যে সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি, এ কথা অনস্বীকার্য এবং কিছুটা সে কারণেই এই পর্বে গ্রামশি সম্পর্কে পি সি আই-এর সমকালীন মূল্যায়নই ছিল প্রধান মত। যুদ্ধ পরবর্তী ইয়োরোপে একদিকে পুব-পশ্চিমের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিণতিতে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও অপরদিকে স্তালিনীয় মতান্ধতা- এই দুই প্রক্রিয়ার টানাপোড়েনে মুক্ত, স্বাধীন ইতালিতে গ্রামশি সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার তাই একটা ইতিহাসগত সীমাবদ্ধতা ছিল। সে কারণেই দেখা যায় যে এই সময় 1949 সালে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তোইলিয়াত্তির বক্তৃতায় ও পরে 1952 ও 1954 সালে গ্রামশি সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যে এই চিন্তানায়ককে বর্ণনা করা হয়েছিল প্রধানত লেনিনবাদের একজন যথার্থ অনুসারী রূপে। 1956 সালে গ্রামশির রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রথম লেওপোলদো ওতিনোস যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সেখানেও তাই গ্রামশিকে দেখা হয়েছিল একজন লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী হিসেবে।

ভাবলে বিস্ময় বোধ হয় যে ইতালিতে 'কারারচনা' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনে গ্রামশিকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হলেও সে দেশে গ্রামশিচর্চার ধারা সত্তরের দশক পর্যন্ত ছিল প্রায় স্তিমিত। ডেভিড ফরগাক্সের[6] তথ্য অনুযায়ী ইতালিতে 'কারারচনা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর 'টাইমস লিটারেরি সাপলিমেন্টের' 28 আগস্ট, 1948 সংখ্যায় এবং 'কারারচনা'র ষষ্ঠ ও শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হবার পর টি এল এস-

এর 5 ডিসেম্বর, 1952 সংখ্যায় গ্রামশি সম্পর্কে দুটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ ছাপা হয়, যদিও লেখকের নাম উভয়ক্ষেত্রেই গোপন রাখা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এও জানা যায় যে তৎকালীন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি জি বি) সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এরিখ হব্সবম প্রথম 1950 সালে 'কারারচনা'র ইতালীয় সংস্করণের সান্নিধ্যে আসেন এবং গ্রামশি সম্পর্কে আগ্রহী হন। তারও আগে হ্যামিশ হেন্ডারসন 1948–50 পর্বে গ্রামশির 'কারাপত্রাবলির' 1947 সালের ইতালীয় সংস্করণের অনুবাদ করেন, যদিও 1974 সাল পর্যন্ত তা ছিল অপ্রকাশিত। এই ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্রিটেনে গ্রামশি ছিলেন প্রায় অবলেহিত এক ব্যক্তিত্ব। অন্য অনেক কারণের মধ্যে সম্ভবতঃ একটি বড় কারণ ছিল এটাই যে ইতালির মতো ব্রিটেনে ফ্যাসিবাদের অভিজ্ঞতা, ভাববাদ-কেন্দ্রিক আত্মবাদী চিন্তার প্রাবল্য বা তুরিনের শ্রমিকদের মতো জঙ্গি আন্দোলনের ধারা ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

(খ) দ্বিতীয় পর্ব **(1956–ষাটের দশক):** 1956 সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে স্তালিনবাদ ও ব্যক্তিপূজার সমালোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও সাধারণভাবে মার্কসবাদী মহলে মুক্তচিন্তার যে পরিবেশ সৃষ্ট হয়, গ্রামশিচর্চার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব অচিরেই অনুভূত হল।1956 সালে রোমে যে প্রথম গ্রামশি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তোইলিয়াত্তি প্রদত্ত তিনটি ভাষণ গ্রামশি সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম এক নতুন পথের নির্দেশ দেয়[7]। সেখানেই প্রথম গ্রামশিকে একজন যথার্থ লেনিনবাদী আখ্যা দিয়েও তাঁর সামগ্রিক চিন্তার উৎসমূলকে খোঁজার চেষ্টা করা হয় ইতালির জাতীয় ইতিহাসের বিচিত্র জটিলতার গভীরে; পরোক্ষভাবে এ কথা বলা হয় যে, গ্রামশির চিন্তার ধরনকে সমকালীন ইতালীয় দার্শনিক চিন্তানিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এবং সে কারণে গ্রামশিকে ক্রোচে, লাব্রিয়োলা প্রমুখ চিন্তাবিদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাগত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করা প্রয়োজন। দেশীয় ঐতিহ্য ও উপাদানের নিরিখে গ্রামশিকে বিচার করার এই প্রচেষ্টা অনেকাংশেই ছিল 1956 সালের পর তোইলিয়াত্তি বিভিন্ন দেশের

কমিউনিস্ট পার্টিকে যে নিজস্ব, দেশীয় পথ উদ্ভাবন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তারই ফসল। এর পরে 1967 সালে ক্যালিগারিতে যে দ্বিতীয় গ্রামশি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তোইলিয়াত্তির চিন্তাকে আরও বিস্তৃত রূপ দেন এরনেসতো রাগিওনিয়েরি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী গ্রামশির চিন্তার মৌলিকত্ব ছিল এখানেই যে তিনি রুশ বিপ্লবের সাফল্য থেকে শুরু করে হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের ব্যর্থতা পর্যন্ত সমগ্র আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তাকে দেশীয় পরিমণ্ডলে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন।

গ্রামশির চিন্তায় দেশজ উপাদানের উপস্থিতির প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই ইতালিতে এই সময় তোইলিয়াত্তি-রাগিওনিয়েরি বিরোধী একটি ভিন্ন মত গড়ে ওঠে, যার প্রবক্তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে গ্রামশি ছিলেন একান্তভাবেই সমকালীন ইতালির শ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচেরেই ভাবশিষ্য। গ্রামশির চিন্তায় চেতনা, আত্মবাদ প্রভৃতি উপাদান যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে কারণেই এই মতের প্রবক্তারা গ্রামশির সামগ্রিক চিন্তা সম্পর্কে এই ধরনের ভাববাদী ব্যাখ্যা পেশ করেন। যদিও ষাটের দশকে গ্রামশি সম্পর্কে এই ক্রোচীয় ভাষ্য উপস্থিত করেন জিউসেপপে তামবুরান্নো এবং যার ফলে অচিরেই পি সি আই তাঁর সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন কূটতর্কে লিপ্ত হয়। খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে গ্রামশিকে ক্রোচের অনুগামী হিসেবে চিহ্নিত করার এই প্রচেষ্টা কোনো অভিনব ঘটনা নয়। পি সি আই প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পরেই গ্রামশির চিরবিরোধী আমাদেও বরদিগার সম্পাদিত ‘ইল সোভিয়েত’ পত্রিকার উত্তরসূরি ‘প্রমিতেও’তে রুগিয়েরো গ্রিকো গ্রামশিকে ইতালিয় ভাববাদের অনুগামী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন; উমব্রেতো কালোসো এই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেন 1933 সালে এবং 1947-এ ক্রোচে গ্রামশির ‘কারাপত্রাবলি’ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়েও এই অভিমতই প্রকাশ করেন। গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একান্তভাবেই দেশজ, অর্থাৎ ইতালীয়, অর্থাৎ মূলত ক্রোচীয়, এ রকম একটা সহজ সমীকরণের ভিত্তিতেই1948 সালে এম.তাগলিয়াবু এবং 1951 সালে এন. মাত্তেউচ্চি গ্রামশির মার্কসবাদের

উৎসকে খোঁজেন বাস্তববাদী মাকিয়াভেল্লি ও ভাববাদী ক্রোচের মধ্যে। গ্রামশিকে ক্রোচীয় বা ভাববাদী আখ্যা দেবার রাজনৈতিক তাৎপর্যটি বিশেষভবে লক্ষণীয়: গ্রামশির মার্কসবাদ ও বিপ্লবমুখিতার উৎস যদি হয় একান্তভাবেই দেশজ, ভাববাদী ও ক্রোচীয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ইতালির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের, বিশেষত লেনিনবাদের ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিক কারণেই 1951 সালে জি.কারবোনের মতো পি সি আই-পন্থী বুদ্ধিজীবীরা গ্রামশিকে এ রকম অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করার প্রতিবাদে পাল্টা মত প্রকাশ করেন যে তাগলিয়াবু প্রমুখেরা গ্রামশির ‘কারারচনা’কে (পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিত ছিল গ্রামশির ‘কারারচনা’র প্রথম ইতালীয় সংস্করণের প্রকাশ-শোভনলাল দত্তগুপ্ত)। পড়ছেন ইতিহাসনিরপেক্ষভাবে, নিছকই একটি পাঠ্যপুস্তকের মতো; বরং ‘কারারচনা’ খুঁটিয়ে পড়লে এবং গ্রামশির ইতিহাসগত ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি খেয়াল রাখলে দেখা যাবে যে ক্রোচের চিন্তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও তাঁর ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে গ্রামশির কোনো মোহ ছিল না। গ্রামশির মার্কসবাদ কতটা দেশীয় এবং কতটা আন্তর্জাতিক, কতটা ক্রোচীয় এবং কতটা লেনিনীয় এই বিতর্কেরই জের চলে ষাটের দশকে তামবুরান্নোর সঙ্গে পি সি আই যখন কূটতর্কে লিপ্ত হয়। ডেভিডসন [৪] সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে প্রাক্-1956 পর্বে দেশজ উপাদানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গ্রামশিকে শুধুমাত্র লেনিনবাদের এক বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবে চিত্রিত করার বা তাঁকে লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী আখ্যা দেবার প্রচেষ্টা ছিল যেমনই মেঠো, তেমনই এর বিপরীতে পঞ্চাশের দশকে গ্রামশিকে দেশজ প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে ভাববাদী বা ক্রোচের অনুগামী বলাও ছিল একই ধরনের হাস্যকর এক প্রয়াস।

1956 সালের পর ইতালিতে গ্রামশির মার্কসবাদের চরিত্র নিয়ে বিতর্কটি যখন ক্রমেই এক সূক্ষ্ম ও আধুনিক রূপ নিচ্ছিল, ব্রিটেনের মার্কসবাদী মহলে গ্রামশি তখনও পর্যন্ত ছিলেন প্রায় অপরিচিত। প্রায় একই সময়ে 1957-তে ব্রিটেনে লুই মার্কসের সম্পাদনায় ‘দ্য মডার্ন প্রিন্স অ্যান্ড

আদার রাইটিংস' এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্ল মারজানির 'দ্য ওপেন মার্কসিজম অফ আনতোনিও গ্রামশি' প্রকাশিত হয়। এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে 'দ্য মডার্ণ প্রিন্স' পাঠকমহলে অধিকতর পরিচিত হলেও দুটিই ছিল গ্রামশির নির্বাচিত রচনার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণ। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে এখন জানা যায় যে 1956 সালের পর সি পি জি বি-এর অভ্যন্তরে যে মুক্তচিন্তার পরিবেশ সঞ্চারিত হতে শুরু করে, লুই মার্কসের সংকলনটি ছিল তারই পরিণাম। লুই মার্কস সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আগেই 1956 সালের গোড়ার দিকে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি সিপিজি বি-র পক্ষে প্রকাশক লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট-এর কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করলেও এমিল বার্নসের মতো কট্টরপন্থীদের বিরোধিতার ফলে বইটির প্রকাশনা স্থগিত রাখা হয় এবং কারণ হিসেবে বলা হয় যে গ্রামশির চিন্তায় এমন অনেক উপাদান রয়েছে যার সঙ্গে মার্কসবাদে তৎকালীন প্রচলিত ভাষ্যের যথেষ্ট গরমিল ছিল। কিন্তু সে বছরেই ঘটনাচক্রে অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস এবং তার প্রভাবে সিপিজিবি-র অভ্যন্তরেও পরিবর্তনের যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে, তার ফলেই শেষ পর্যন্ত 'দ্য মডার্ন প্রিন্স' 1957 সালে প্রকাশিত হয় এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট-এর কর্ম-সম্পাদক সি পি জি বি-র বিশিষ্ট তাত্ত্বিক মরিস কর্নফোর্থ এবং পার্টির ইতিহাস বিভাগের দুই প্রখ্যাত পণ্ডিত, এরিখ হবসব্যম ও ক্রিসটোফার হিল, যাঁদের সঙ্গে কর্মরত ছিলেন লুই মার্কস নিজেও। 1957 সালে 'দ্য মডার্ন প্রিন্স' প্রকাশিত হলেও ব্রিটেনে তার প্রভাব ছিল খুবই সীমিত। মার্কসবাদের প্রচারের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের অভাব, 1956 সালের পর সি পি জি বি-র অভ্যন্তরে রদবদল, এ সবের ফলেই সম্ভবত ব্রিটেনে ষাটের দশকের শুরুতে গ্রামশির ধ্যানধারণা তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি; তিনি সীমায়িত ছিলেন মার্কসবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আগ্রহী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইয়োরোপে গ্রামশিচর্চার ধারাটি দ্রুত বদলে যেতে
শুরু করে এবং বলা চলে যে সত্তরের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গ্রামশি গবেষণার ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য দেখা গেছে তার ভিত্তি অনেকটাই প্রস্তুত করে দিয়েছিল মধ্য ষাটের দশকে ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেনে গ্রামশিকে নিয়ে নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তা। আপাতদৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য না হলেও ফ্রান্সে গ্রামশিচর্চার ধারাটি এখানে আলোচনা করা প্রথমে প্রয়োজন। 1956 সালের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে রাজনৈতিক পালাবদল শুরু হয়, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি এফ)-ও তার প্রভাবমুক্ত ছিল না। চিন্তা, দর্শন ও সংস্কৃতির স্তরে মার্কসবাদকে মানবতামুখী, অস্তিত্ববাদী প্রমাণ করার যে প্রচেষ্টা এই সময় শুরু হয়, সে বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয় পি সি এফ, এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাঁ-পল সাত্র, আঁরি লাফার্ব, রোজার গারোদি প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা। তরুণ মার্কসের 1844 সালে রচিত ‘পারী পাণ্ডুলিপি’ এবং অন্যান্য গোড়ার দিকের প্রবন্ধের নিরিখে এঁরাই প্রথম এ কথা খুব স্পষ্টভাবে বলার চেষ্টা করেন যে মার্কসবাদ ও স্তালিনতন্ত্র পরস্পরবিরোধী এবং মার্কসবাদ হল প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপীয় বিপ্লবী মানবতাবাদী ঐতিহ্যেরই শ্রেষ্ঠ ফসল এবং সে কারণেই এক দিকে যেমন জর্মন ভাববাদের, বিশেষত হেগেলের আত্মবাদ ও চেতনাকেন্দ্রিক দর্শন মার্কসবাদের পক্ষে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক, অপরদিকে মার্কসীয় দর্শন তেমন গভীরভাবেই পশ্চিমী মার্কসবাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে (অর্থাৎ, রুশ বিপ্লবের পর গ্রামশি, কর্শ, লুকাচ ও ফ্রাংকফুর্ট গোষ্ঠী সোভিয়েত মার্কসবাদ থেকে ভিন্ন যে ধারাটির প্রবক্তা ছিলেন) অন্বিত। ফ্রান্সের মার্কসবাদী মহলে গ্রামশির অস্তিত্ব তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মার্কসবাদকে মানবতামুখী করার যে প্রচেষ্টা এই সময় শুরু হয়, তার অঙ্গ হিসেবে। একই সময়ে ফ্রান্সের মার্কসবাদী মহলে এক বিপরীতমুখী হাওয়াও বইতে শুরু করে, যেটি ছিল মার্কসবাদকে যুগপৎ স্তালিনীয় যান্ত্রিকতা ও মানবতাবাদীদের বন্ধন থেকে মুক্ত করার অভিনব এক প্রচেষ্টা। একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন মনের

ধারণা ও অপরদিকে লেভি স্ত্রাউস-এর নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে ফ্রান্সে মধ্য-ষাটের দশকে মানবতাবাদী দর্শনের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয় সমাজ, ইতিহাস ও দর্শনকে বিশ্লেষণ করার এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, যা স্ট্রাকচারালিজম নামে খ্যাতি লাভ করে [৭]। পি সি এফ-এর অভ্যন্তরে জনপ্রিয় না হলেও মার্কসবাদের মানবতাবাদী ব্যাখ্যাকারদের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করে লুই আলতুসে স্ট্রাকচারালিজমকে তাঁর তাত্ত্বিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। সব স্ট্রাকচারালিস্টদের মতো আলতুসেও এই মত প্রকাশ করেন যে চেতনা, আত্মবাদ বা সক্রিয়তা, এর কোনোটিই চূড়ান্ত নয়, কারণ এসবকে শেষপর্যন্ত নির্ধারণ বা স্থির করে দেয় বস্তুগতভাবে প্রদত্ত কাঠামো বা স্ট্রাকচারের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সতত পরিবর্তনশীল বিন্যাসসমূহ। স্ট্রাকচারালিজমের অন্যতম প্রধান বক্তব্য হল যে মানুষের ভাবানচিন্তা, আত্মগামিতা প্রভৃতি সব কিছুই শেষ বিচারে কাঠামোগত সম্পর্কের বিন্যাসের দ্বারা সীমায়িত, এবং এই যুক্তিকে অনুসরণ করেই আলতুসে বলেন যে মার্কসবাদকে মানবতাবাদ আখ্যা দেবার অর্থ তার বিজ্ঞানমনস্কতাকে অস্বীকার করা; আলতুসের মতে মার্কসবাদ বিজ্ঞান এ কারণেই যে মার্কসই হলেন প্রথম সার্থক চিন্তাবিদ যিনি মানব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন তার কাঠামোগত বিন্যাসের জটিলতার নিরিখে। এক কথায়, মার্কসবাদকে মানবতাবাদ আখ্যা দেওয়া বা তরুণ মার্কসের রচনাকে গুরুত্ব দেবার অর্থ মার্কসের চিন্তায় হেগেলীয় ভাববাদ, আত্মগামিতা, চেতনাকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি উপাদানের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতাকে অস্বীকার করা। স্বাভাবিকভাবেই আলতুসে ছিলেন তাই হেগেলবিরোধী এবং সেই সঙ্গে এই পর্বে গ্রামশিবিরোধীও। গ্রামশির চেতনাকেন্দ্রিক দর্শন ও তাঁর প্রবল আত্মগামী দৃষ্টিভঙ্গি তাই পি সি এফ-এর অভ্যন্তরে মানবতাবাদীদের কাছে ছিল যতটাই গ্রহণযোগ্য, তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আলতুসের মতো স্ট্রাকচারালিস্টদের কাছে তা ছিল ততটাই উপেক্ষণীয়। ফ্রান্সে গ্রামশির অস্তিত্বও তাই প্রায় গোড়া থেকেই তত্ত্বগত চিন্তার স্তরে মানবতাবাদী মার্কসবাদ বনাম বিজ্ঞামনস্ক বা স্ট্রাকচারালীয় মার্কসবাদের জটিল বিতর্কের অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

ইতালিতে মধ্য ষাটের দশকে গ্রামশিচর্চার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন স্বাদের মাত্রা সংযোজিত হয়, যার মূলে ছিল পাওলো স্প্রিয়ানো ও জিউসেপপে ফিওরির নতুন ধাঁচের গবেষণা। গ্রামশি লেনিনীয় না ক্রোচীয় এই বিতর্কে প্রবেশ না করে স্প্রিয়ানো তাঁর পাঁচ খণ্ডে রচিত (1967–75) ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনার মাধ্যমে এবং ফিওরি গ্রামশি সম্পর্কে প্রথম একটি প্রামাণ্য জীবনী (ইতালিয়ান সংস্করণ, 1966; ইংরেজি সংস্করণ, 1973) [১০] রচনা করে পি সি আই এবং গ্রামশি সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি অজানা তথ্য (বিশেষত তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব সম্পর্কে) উপস্থিত করেন, যার ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এবং পি সি আই ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্নের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামশির তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রশ্নটি নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তার সূত্রপাত হয়। এঁদের গবেষণাই প্রথম একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবং সেটি হল লেনিনোত্তর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং পি সি আই নেতৃত্বেরও একাংশের সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নে গ্রামশির গুরুতর মতপার্থক্যের বিষয়টি। এখানে বলা প্রয়োজন যে স্প্রিয়ানো পি সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পার্টিশৃঙ্খলার শর্ত মেনে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস রচনা করতে হয়নি; এই ধরনের সৃজনশীল কাজে পি সি আই বাধা দেয়নি বলেই সম্ভবত গ্রামশি সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে অনেক কথা স্প্রিয়ানোর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এও লক্ষণীয় যে স্প্রিয়ানো ও ফিওরির পাশাপাশি এই সময়েই পি সি আই নেতৃত্ব সরকারিভাবে গ্রামশির মূল্যায়ন সম্পর্কে যে ভাষ্য দেন,সেখানে কিন্তু পি সি আই-এর সঙ্গে গ্রামশির মতপার্থক্যের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ও ধারাবাহিকতার কথাই বলা হয় এবং এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন তোইলিয়াত্তি ও গিওরগিও আমেনদোলার মত নেতারা।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটেনে গ্রামশিচর্চার পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ষাটের দশকের শুরু থেকেই ব্রিটেনের দুই বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদ, যথাক্রমে রেমন্ড উইলিয়মস ও ই পি টমসন মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপরিকাঠামোর প্রশ্নটিকে স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেবার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে বিশ্লেষণের চেষ্টায় ব্রতী হন। অপরদিকে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী ইংল্যান্ডের আরও দুই বিশিষ্ট তাত্ত্বিক টম নেয়ারন ও পেরি অ্যান্ডারসন প্রসিদ্ধ বামপন্থী পত্রিকা 'নিউ লেফ্ট রিভিউ'-তে মধ্য-ষাটের দশকে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে গ্রামশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের যে ধারাটির সূত্রপাত করেন, ব্রিটেনে গ্রামশিচর্চার ইতিহাসে তা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরিকাঠামোর গুরুত্ব প্রসঙ্গে গ্রামশির বক্তব্যকে এঁরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ব্রিটেনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করেন এবং সম্ভবত এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে, টম নেয়ারন ইতালির পিসা শহরে অধ্যয়ন করার সময়েই 1957-56-তে গ্রামশির মূল ইতালীয় রচনা পাঠ করতে পেরেছিলেন। এই পাঠের ভিত্তিতেই 1963-তে নেয়ারন পি সি আই-এর সাংস্কৃতিক মুখপত্র ‘ইল কনতেমপোরানো’-তে গ্রামশীয় আঙ্গিকে ইংল্যান্ডের শ্রেণী ইতিহাস সংক্রান্ত এক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তবে উইলিয়মস্, টমসন, নেয়ারন ও অ্যান্ডারসন, এঁদের সব প্রবন্ধই ছিল গ্রামশীয় পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে (অর্থাৎ, চিরাচরিত প্রথায় আর্থ-সামাজিক কাঠামোকেই বিশ্লেষণের একমাত্র চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাকে বর্জন করে উপরিকাঠামো, বিশেষত মনন ও সংস্কৃতির প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি-শোভনলাল দত্তগুপ্ত) ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে রচিত। এর ফলে গ্রামশিচর্চার পরিবেশ নিঃসন্দেহে উন্নত হয়; কিন্তু গ্রামশি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বা গ্রন্থ বলতে তখনও পর্যন্ত লভ্য ছিল মূলত লুই মার্কস সম্পাদিত ‘দ্য মডার্ন প্রিন্স’ই। এই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় যাটের দশকের বিভিন্ন সময়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হবার পরে।1960 সালে প্রকাশিত হয়

গ্রামশির 'আধিপত্য' ধারণাটির ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ, যার রচয়িতা ছিলেন জি এ উইলিয়মস [11]; এর পরেই 1967 সালে পাঠকরা হাতে পান ইংরেজি ভাষায় গ্রামশি গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গ্রন্থ, যার রচয়িতা ছিলেন মার্কিন গবেষক জে এম ক্যামেট [12]। ইংরেজিভাষী পাঠক ক্যামেটের এই গবেষণার মাধ্যমেই গ্রামশির জীবন, কর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে, বিশেষত প্রাক্-গ্রেপ্তার পর্বে গ্রামশির ভাবনাচিন্তা বিষয়ে, একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পান। ক্যামেটের এই গ্রন্থটিই ছিল ইংরেজি জানা পাঠকের কাছে গ্রামশিকে চিনিয়ে দেবার ক্ষেত্রে প্রথম যথার্থ পদক্ষেপ। এর পরে 1968 সালে 'দ্য সোশালিস্ট রেজিস্টারে' প্রকাশিত হয় জন মেরিংটনের গ্রামশির চিন্তায় তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, যেখানে গ্রামশির বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণা ও তাঁর রাজনৈতিক দার্শনিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় [13]। 'দ্য মডার্ন প্রিন্স' প্রকাশিত হবার এক দশক পর ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের দশকের প্রারম্ভে ব্রিটেন ও অন্যান্য ইংরেজিভাষী অঞ্চলে এভাবেই গ্রামশিচর্চার পক্ষে অনুকুল পরিবেশ ক্রমশ গড়ে উঠতে শুরু করে। এখানে বলা প্রয়োজনে যে ভারতবর্ষেও গ্রামশিচর্চার মূলে ছিল মার্কস সম্পাদিত 'দ্য মডার্ন প্রিন্স' ও ক্যামেটের প্রসিদ্ধ গবেষণাগ্রন্থটি। প্রধানত এই দুটি বইকে সম্বল করেই এ-দেশেও ষাটের দশকে গ্রামশিচর্চার সূত্রপাত হয়।

(গ) সত্তরের দশক– নব্বই-এর দশক সত্তরের দশকের প্রারম্ভে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়, গ্রামশিকে নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করার বিষয়টি ছিল তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সত্তরের দশক থেকে শুরু করে গত কুড়ি বছরের বেশি সময়ে একের পর এক যে সব ঘটনা অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ঘটে গেছে এক নজরে তাদের তাৎপর্য বুঝে নিলে এই সময়ে গ্রামশিচর্চার ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ এবং গ্রামশি-গবেষণার ব্যাপকতাকে অনেকটাই ব্যাখ্যা করা যায়। এক, 1968 সালে ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন ও পরবর্তীকালে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ, ভিয়েতনাম রণাঙ্গন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শোচনীয় পশ্চাদপসরণ, গোটা সত্তরের দশক জুড়ে

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপুল জোয়ার ইত্যাদি ঘটনা এরকমই এক ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে অচিরেই পুঁজিবাদী দুনিয়া তার সামগ্রিক সংকটের ভারে ভেঙে পড়বে; কিন্তু শুধু সত্তরের দশকের রাজনৈতিক সংকট নয়, আশির দশকে বিপুল মন্দাজনিত অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান না করতে পেরেও বিশ্ব-ধনতন্ত্রের টিকে থাকার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হলে এ কথা এখন ক্রমশই স্বীকার করে নিতে হচ্ছে যে উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট তার পতনকে অনিবার্য করে তুলবে, মার্কসবাদের এই অতিসরলীকৃত নিয়তিবাদী ভাষ্য এখন অচল। ধনতন্ত্র টিকে রয়েছে নিজেকে প্রভুত্বকামী শক্তি হিসেবে চিত্রিত করে নয়, সমাজব্যবস্থার উপরিকাঠামোতে নিজের আধিপত্যকে সংহত করে, মানুষের মনন, বুদ্ধি, সংস্কৃতিকে অত্যন্ত সুকৌশলে করায়ত্ত করে- এই অতি কঠিন ও জটিল বাস্তবতাকে বুঝতে হলে তাই ফিরে যেতে হয় গ্রামশির ‘কারারচনা’তে। দুই, ধনতন্ত্র তার এই উদ্দেশ্য সাধনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে, ইলেকট্রনিকস ও কমপিউটারের সহায়তায়। এর ফলে যে শুধুমাত্র ধনতন্ত্রের আধুনিকীকরণ হয়েছে, তা নয়; পুঁজিবাদ বহুলাংশেই সফল হয়েছে এক সর্বগ্রাসী ভোগসর্বস্ব অপসংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে, যা মতাদর্শ, রাজনীতি, শ্রেণী-অবস্থানের প্রশ্নগুলিকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট। এক কথায় ভোগবাদকে আশ্রয় করে ধনতন্ত্র যে রাজনীতি-বিমুখতাকে আঁকড়ে ধরে টিকে থাকতে চাইছে, তারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত গ্রামশির আধিপত্য কিংবা আমেরিকানবাদ ও ফোর্ডবাদ সংক্রান্ত ধারণা। তিন, সত্তরের দশকের সময় থেকেই সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংকট, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রশ্নে যান্ত্রিকতা, মার্কসীয় তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে চিন্তার বন্ধ্যাত্ব ক্রমেই প্রকট হতে শুরু করে।1968 সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপের পরে পরেই এই সংকট ঘনীভূত হয় ও তারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পশ্চিম ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক ও মানবতামুখী প্রতিপন্ন করার যে চেষ্টা শুরু হয়, তা থেকেই জন্ম নেয় ইয়োরোকমিউনিজম।

ইয়োরোকমিউনিজমের চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ সত্ত্বেও এই মতের প্রবক্তা ইতালি ও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করে, যার মর্মার্থ হল এই যে, সমাজতন্ত্রকে নির্মাণ করতে হবে প্রতিটি দেশের নিজস্ব চাহিদা ও পরিবেশ অনুযায়ী এবং সে কারণেই পশ্চিম ইয়োরোপের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের চেহারা গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী হতে বাধ্য এবং সোভিয়েত মডেল থেকে তা হবে ইতিহাস ও সংস্কৃতিগত কারণেই ভিন্ন। বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যের সমর্থনে গ্রামশির চিন্তাকে ব্যবহার করা হয়, যদিও গ্রামশিকে ইয়োরোকমিউনিজমের প্রবক্তা মনে করারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

ষাটের দশকে গ্রামশিচর্চার অন্যতম দিকটি যদি ছিল গ্রামশির চিন্তার ইতিহাসগত প্রেক্ষাপটটিকে অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা, তাহলে সত্তরের দশকের সময় থেকে তাঁর চিন্তার তত্ত্বগত বা ধারণাগত উপাদানগুলো ক্রমশ প্রাধান্য পেতে শুরু করে। তাত্ত্বিক ও দার্শনিক হিসেবে গ্রামশির চিন্তার মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ইতালির একাধিক বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী।1967 সালে ক্যালিগারিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গ্রামশি সম্মেলনে নরবেরতো বোবিও মার্কসীয় ইতিহাসবীক্ষায় গ্রামশির অবদান প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তায় পুরসমাজের গুরুত্ব প্রসঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত করেন, 1969 সালে এ. গারিনের সম্পাদনায় রোম থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ পাওয়া যায়। বোবিও দেখাবার চেষ্টা করেন যে হেগেল ও মার্কস উভয়ের চিন্তাতেই পুরসমাজের ধারণা উপস্থিত থাকলেও গ্রামশির চিন্তায় পুরসমাজের ধারণা গুণগতভাবে ভিন্ন: এক, গ্রামশির বক্তব্য অনুযায়ী পুরসমাজের অর্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামো নয়; এটি হল উপরিকাঠামোর সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত স্তরবিন্যাসের সামগ্রিক জটিতার আধার। দুই, ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে গ্রামশি প্রাধান্য দিয়েছেন পুরসমাজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে, রাজনৈতিক সমাজে প্রভুত্ব কায়েম করার বিষয়টিকে নয়। এরপর 1973 সালে লেওপারদো পাগি একটি প্রবন্ধে গ্রামশির

দার্শনিক চিন্তার মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টবাদবিরোধী ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের দর্শন (গ্রামশি যাকে বলেছিলেন 'ফিলসফি অফ প্রাক্সিস্' – শোভনলাল দত্তগুপ্ত) বিষয়ে যে আলোচনা করেন সেখানে তিনি দেখান যে গ্রামশির তথাকথিত আত্মবাদী দর্শন কোনো সময়েই ভাববাদ বা বস্তুবাদবিরোধিতায় পর্যবসিত হয় নি।1975 সালে তুরিন থেকে প্রকাশিত অপর একটি গ্রন্থে নিকোলা বাদালোনি গ্রামশির দর্শনকে শুধুমাত্র লেনিনীয় ঐতিহ্যের পরিণাম হিসেবে না দেখে তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন দৃষ্টবাদী যান্ত্রিকতা ও সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সক্রিয়তা ও সচেতনতামুখী এক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে। প্রায় একই সময়ে 1973 সালে মাসসিমো সালভাদরি তুরিন থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে একই মত পোষণ করে বলেন যে

মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্বে গ্রামশির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন হল বিষয়ীগামিতা বা আত্মবাদিতার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা।

ফ্রান্সে সত্তরের দশকে গ্রামশিচর্চার মূলে ছিল 1970 (ইংরেজি সংস্করণ, 1971)[14] সালে প্রকাশিত আলতুসে ও বালিবার রচিত 'রিডিং ক্যাপিটাল' গ্রন্থে আলতুসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত প্রবন্ধ। মানবতাবাদী মার্কসবাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে লুই আলতুসে ইতিমধ্যেই স্ট্রাকচারালীয় মার্কসবাদের প্রবক্তা হিসেবে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে তিনি গ্রামশির 'কর্মকাণ্ডের দর্শনে'র সঙ্গে জড়িত বিষয়ীগামিতা বা আত্মগামিতার ধারণার বিরোধিতা করে এ কথাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে গ্রামশির দর্শনে যেহেতু জ্ঞান বহুলাংশেই আপেক্ষিকভাবে বিষয়ীর চেতনানির্ভর, সে কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্কসীয় বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে মেলানো যায় না। পরবর্তীকালে অবশ্য আলতুসে গ্রামশি সম্পর্কে এই বিরূপ মনোভাব শুধরে নেন এবং 1971 [15] (ইংরেজি সংস্করণ 1972) সালে অপর একটি নিবন্ধে গ্রামশির চিন্তায় উপরিসৌধের গুরুত্বের বিষয়টি, বিশেষত, পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের পার্থক্যের প্রশ্নটিকে যথোচিত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। অপরদিকে জে. তেক্সিয়ার প্রথমে 1966 সালে ও পরবর্তীকালে1968 ও 1973 সালে

প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে গ্রামশির দার্শনিক অবস্থানকে সমর্থন করেন এবং আলতুসের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে তাঁর চিন্তায় জ্ঞানের চেতনানির্ভর চরিত্র ও তার আপেক্ষিক স্বরূপকে সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন। প্রায় একই সময়ে 1974 সালে সি বুচি গ্লুকসমানও তাঁর যে বিপুলাকার গবেষণাগ্রন্থে [16] আলতুসের সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশ করে দেখাবার চেষ্টা করেন যে গ্রামশি তাঁর দৃষ্টবাদবিরোধী চিন্তাকে আশ্রয় করে আত্মগামিতার যে উপাদানকে প্রবল গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সেটিই ছিল গ্রামশির চিন্তায় দর্শন ও রাজনীতির মেলবন্ধনের চাবিকাঠি। আরো স্পষ্ট করে বললে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিষয়ীগামিতা যখন বস্তুগামী হয়, তখনই দর্শন পরিণত হয় রাজনীতিতে এবং সেই অর্থেই গ্রামশির দর্শন যথার্থভাবেই মাকর্সীয়, কারণ এই দর্শনের চরিত্র হল রাজনৈতিক।

সত্তরের দশকের শুরুতে ব্রিটেনে গ্রামশিচর্চা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করে এবং তার অন্যতম কারণ হল 1971 সালে 'কারারচনা'র নির্বাচিত অংশের একটি বৃহত্তর সংস্করণ [17] প্রকাশ, যেটি ছিল 1957 সালের লুই মার্কসের সম্পাদিত খণ্ডটির তুলনায় অনেক বেশি বড়। এই সময় থেকেই ইংরেজি ভাষায় একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হবার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যেতে থাকে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'কারারচনা'তে বিধৃত গ্রামশির ভাবনাচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনে ও ইয়োরোপে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ইতালি ও ফ্রান্সে গ্রামশিকে কেন্দ্র করে যে তর্কবিতর্ক চলছিল, তারও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা সত্তরের দশকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়[18]। এই সময়ে ব্রিটেনে গ্রামশিচর্চার ক্ষেত্রে যাঁরা উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং যাঁদের অবদানের ফলে সংস্কৃতি, মতাদর্শ ও সামগ্রিকভাবে উপরিকাঠামোর বিষয়কে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে ব্রিটেনের মার্কসবাদী মহলে বিবেচনা করা শুরু হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পেরি অ্যান্ডারসন, এরিখ হবসব্যম, রজার সাইমন প্রমুখেরা। এঁদের মধ্যে এ্যান্ডারসনের মত অনেকে ছিলেন, যাঁরা শ্রমিকের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে

সঙ্গে পোষণ না করেও আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিকাঠামোর স্তরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, যদিও এঁদের মতে গ্রামশি শেষ বিচারে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে হিংসা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি উপাদানগুলিকে যথেষ্ট উপেক্ষা করেছেন।

সত্তরের দশকে ইতালি, ফ্রান্স ও ব্রিটেনে গ্রামশিচর্চার গুরুত্ব বেড়ে যাবার ফলেই আশির দশকে তার বিপুল অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় জার্মানিতে এবং 1985 সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়নেও গ্রামশি সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার হতে থাকে। ক্রমশই এই ধারণাটি স্বীকৃতি পেতে শুরু করে যে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রশ্নে (ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয় ব্যবস্থাতেই) আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আশির দশকেই পালিত হয় গ্রামশির মৃত্যুর পঞ্চাশতম ও তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী এবং উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদী মহলে প্রবলভাবে অনুভূত হয় গ্রামশির তাত্ত্বিক উপস্থিতি। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে ইতিহাসগত কারণে গোড়া থেকেই ইতালিতে গ্রামশিচর্চার বিষয়টি যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে পি সি আই-এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে তা হয় নি। বরং ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে গ্রামশিকে নিয়ে তর্কবিতর্ক অনেকাংশেই গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বাইরে, কারণ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কাছে গ্রামশির চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে রয়েছে সংশয় ও সন্দেহ। স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন ওঠে, গ্রামশিকে নিয়ে এই বিতর্ক, সংশয় ও সন্দেহের কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে গ্রামশির চিন্তার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশেষত গ্রেপ্তার হবার পর পি সি আই-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর দার্শনিক প্রেক্ষাপট এবং সমকালীন ইতালীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি তাঁর তাত্ত্বিক চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কতটা সুসমঞ্জস এই বিষয়গুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

3 পি সি আই ও গ্রামশির রাজনৈতিক অবস্থান

1921 সালে সোশালিস্ট পার্টি ভেঙে পি সি আই প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে 1937-এ তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত গ্রামশির রাজনৈতিক অবস্থানের

মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ফলে সূচিত হয়েছিল পি সি আই নেতৃত্বের একাংশ ও লেনিনের মৃত্যুর পর তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্নের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতপার্থক্য। যথেষ্ট জটিল, তাৎপর্যমণ্ডিত এবং স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে পাওলো স্প্রিয়ানো রচিত গ্রামশি বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গবেষণাগ্রন্থ (ইতালীয় সংস্করণ, 1977 ইংরেজি সংস্করণ,1979); [19]একই বছরে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত হয় তোইলিয়াত্তির ‘নির্বাচিত রচনা’সহ [20] যার মাধ্যমে প্রথম পি সি আই-এর অভ্যন্তরীণ ইতিহাস সম্পর্কে প্রচুর অজানা তথ্য পাঠকের পক্ষে জানা সম্ভব হয়। গ্রামশিকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক মূলত দুটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত: এক, পি সি আই প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে 1926 সালে গ্রেপ্তার হবার সময় পর্যন্ত ইতালিতে ফ্যাসিবাদের চরিত্র ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণকৌশলের প্রশ্নে গ্রামশির সঙ্গে বরদিগার গুরুতর মতপার্থক্য; দুই, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের লেনিনোত্তর পর্বে পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে স্তালিনীয় পদ্ধতির এবং পি সি আই-এর অভ্যন্তরেও তার প্রয়োগের বিরুদ্ধে গ্রামশির সমালোচনা। দ্বিতীয় বিষয়টির সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: গ্রামশির গ্রেপ্তারের পরে বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ করার প্রস্তাব উঠলেও শেষ পর্যন্ত পি সি আই নেতৃত্ব গোটা তিরিশের দশক জুড়ে এ ব্যাপারে নীরব রইলেন কেন?

প্রথম বিচার্য বিষয়টি হল ইতালীয় ফ্যাশিবাদ সম্পর্কে গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটি। বলা যেতে পারে যে 1926 সালে লিয়তে অনুষ্ঠিত পি সি আই-এর তৃতীয় কংগ্রেসের পূর্ববর্তী পর্বে পার্টির অভ্যন্তরে গ্রামশির সঙ্গে বরদিগার মতবিরোধে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করতেন বরদিগা। 1921 সালে পি সি আই প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই বরদিগা ইতালিতে ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে যে মত পোষণ করতেন, বহুলাংশেই তা ছিল কমিনটার্নে জিনোভিয়েভ ও তাঁর অনুগামীদের চিন্তার সমর্থক। এই ধারণা অনুযায়ী, ফ্যাশিবাদের কোনো গণভিত্তি ইতালিতে ছিল না; ধনতান্ত্রিক

ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ফ্যাশিবাদ ছিল বুর্জোয়াদের শেষ অস্ত্র মূলত শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ফ্যাশিবাদের নিজেকে টিকিয়ে রাখার এই প্রচেষ্টাকে ইতালির উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবেই এই ধরনের ইতিহাসগতভাবে অনিবার্য এক ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ফ্যাশিবাদ সম্পর্কে বরদিগার বিশ্লেষণ। বরদিগা ও তাঁর অনুগামীরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে ইতালির জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন ফ্যাশিবাদী ব্যবস্থা তাই প্রকৃত অর্থে ছিল যথেষ্ট দুর্বল এবং ফ্যাশিবাদের আক্রমণ ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারে এককভাবেই ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি। বরদিগার কাছে ফ্যাশিবাদবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে অ-কমিউনিস্ট শক্তিগুলিকে নিয়ে, অর্থাৎ সোশালিস্ট, ক্যাথলিক, নৈরাজ্যবাদী চিন্তার সমর্থকদের সহায়তায় ব্যাপক গণফ্রন্ট বা সম্মিলিত ঐক্য গড়ে তোলার প্রশ্নটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে অ-কমিউনিস্ট শক্তিগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার অর্থ ছিল বিপ্লববিরোধিতার নামান্তর। ফ্যাশিবাদের বিপদকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়া ও ফ্যাশিবাদের শক্তিকে ছোট করে দেখা এবং তার ভিত্তিতে এই ধারণায়

উপনীত হওয়া যে পি সি আই-এর একক শক্তিতে মুসোলিনিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব-বরদিগার এই সংকীর্ণ, অতি-বাম দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ইতালিতে ফ্যাশিবাদের আবির্ভাবের গোড়ার দিকে যে ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে, তার প্রতি বরদিগার নেতৃত্বাধীন পি সি আই কোনো সমর্থন জ্ঞাপন করে নি এবং এভাবেই পরবর্তীকালে ফ্যাশিবাদবিরোধী ব্যাপক গণঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘আরদিতি দেল পোপোলো’ (জনগণের প্রহরী) আন্দোলনের কথা। বিচ্ছিন্নভাবে সোশালিস্ট, কমিউনিস্ট, নৈরাজ্যবাদী, ক্যাথলিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যাগত অনেক পোড় খাওয়া সৈনিক এবং এঁদের অনুগামী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলন গড়ে তোলেন বিশের দশকের ইতালিতে ফ্যাশিস্ত সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তুরিন, জেনোয়া, নেপলস

প্রভৃতি শহরে অনেক ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই এই 'আরদিতি' সংগঠিত করা হয়; যেমন জেনোয়াতে যে 'আরদিতি' গঠিত হয়, সেটিকে লেনিনের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল এ কথাই যে এই আন্দোলনে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বরদিগার অতি-বামপন্থী সংকীর্ণতার ফলে পি সি আই এই আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

কমিনটার্নে জিনেভিয়েভ ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন মূলত এই চিন্তারই শরিক। লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে এঁরা এ কথাই বলেছিলেন যে পুঁজিবাদের সংকটের ফলে ধনতন্ত্রের পতন আসন্ন এবং অচিরেই অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতো ইতালিতেও শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রলেতারীয় বিপ্লব ছিল আসন্নপ্রায়। পি সি আই-এর প্রতিষ্ঠার পর গোড়ার দিকে বরদিগা মূলত কমিনটার্নে এই জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর সমর্থনেই তাঁর নেতৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। অতি-বামপন্থী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লেনিন একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 'দ্য লেফটউইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যানটাইল ডিসঅরডার', যেটি প্রকাশিত হয় 1920 সালে। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে লেনিন প্রথমাবধি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ব্যাপকতম অর্থে গণফ্রন্ট গড়ে তোলার বিষয়টির ওপরে এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জোরালো সমর্থন জানান জর্মন কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা ৎসেটকিন। লেনিন এ কথা মেনে নিতে পারেন নি যে পুঁজিবাদের সংকটের ফলে ধনতন্ত্রের পতন ও দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনিবার্য; বরং পুঁজিবাদ নিজেকে সংহত করার জন্য যে রণকৌশল অবলম্বন করেছিল, তাকে প্রতিহত করার জন্যই লেনিনের বক্তব্যের পরিণতি হিসেবে 1924 সাল পর্যন্ত কমিনটার্নে সব কটি কংগ্রেসেই ব্যাপকতম সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানানো হয়েছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের স্তরে যেমন গুরুতর মতপার্থক্য ছিল লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের, পি সি আই-তেও বরদিগার সঙ্গে গ্রামশির বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতটিও ছিল সেই ধরনের।

লেনিন যেমন পেয়েছিলেন ক্লারা ৎসেকিনের সক্রিয় সমর্থন, তেমনিভাবে বরদিগার বিরুদ্ধে ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে গ্রামশির সহযোগী হয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা তোইলিয়াত্তি। 1926 সালে পি সি আই-এর তৃতীয় কংগ্রেসে গ্রামশি ও তোইলিয়াত্তি যুগ্মভাবে যে প্রতিবেদন পেশ করেন, [21] সেটি ছিল বরদিগার বামপন্থী হঠকারী এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রথম সফল, বিকল্প বক্তব্য। তোইলিয়াত্তির দেওয়া বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে লিয় কংগ্রেসের এই দলিলটির মূল রচয়িতা ছিলেন গ্রামশি এবং ফ্যাশিবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল বরদিগার ভাবনাচিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃতীয় পি সি আই কংগ্রেসের এই রিপোর্ট, এই পর্বে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং তোইলিয়াত্তি পরিবেশিত একাধিক তথ্যের ভিত্তিতে ফ্যাশিবাদের চরিত্র সম্পর্কে গ্রামশির বক্তব্যকে অনুধাবন করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গ্রামশিই ছিলেন সমকালীন ইতালির বামপন্থী আন্দোলনের একমাত্র ব্যক্তি যিনি মুসোলিনির ফ্যাশিবাদের গণভিত্তিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। গ্রামশির মতে, ফ্যাশিবাদ ইতালিতে কায়েম হয়েছিল শুধুমাত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি ও বলপ্রয়োগ করে নয়; অত্যন্ত সুকৌশলে সাধারণ মানুষের চিন্তার অনগ্রসরতা, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের ধর্মভীরুতাকে কাজে লাগিয়ে, ক্যাথলিক চার্চের সমর্থনকে আদায় করে, সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বামপন্থী, বিশেষত কমিউনিস্টদের ব্যাপক প্রভাবের অভাবকে ব্যবহার করে। এক কথায়, ইতালিতে ফ্যাশিবাদ কায়েম হয়েছিল নিছক রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে সন্ত্রাস ও নিপীড়নকে আশ্রয় করে নয়; এই সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল জনসমাজের এক ব্যাপকতম অংশের মনন ও সংস্কৃতিকে ফ্যাশিস্ত ভাবাদর্শের অভিমুখী করে তুলতে পারার ক্ষেত্রে সাফল্য। গ্রামশির এই মূল্যায়ন কতটা সঠিক ছিল, 1935 সালে মস্কোতে প্রদত্ত ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত সুবিখ্যাত বক্তৃতামালায় তোইলিয়াত্তির ব্যাখ্যা থেকে সেটি বোঝা যায়।[২২] তোইলিয়াত্তি দেখান যে মুসোলিনির ফ্যাশিস্ত পুলিশ সন্ত্রাসের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে; অপরদিকে সোশ্যালিস্ট ও অন্যান্য সংস্কারপন্থীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল

নমনীয় এক নীতি, যার মাধ্যমে তাঁদেরকে প্রদান করা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধে এবং সরকারি ও বেসরকারি পদ। এভাবে যেমন অকমিউনিস্টদের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল ফ্যাশিস্ত শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে, তেমনই শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অবসর বিনোদন ও নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল ফ্যাশিস্ত পরিভাষায় যাকে বলা হত 'দোপোলা ভোরো', অর্থাৎ ফ্যাশিস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন।
গ্রামশি ফ্যাশিবাদের এই সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করে এক বিকল্প রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং সে কারণেই বরদিগার সংকীর্ণ, অতি-বামপন্থী অবস্থান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। একই কারণে তিনি মেনে নিতে পারেন নি ইতালির মত অনগ্রসর দেশে যেখানে ধর্মান্ধতা ও সংস্কারবাদের প্রভাব ছিল ইতিহাসগত কারণেই যথেষ্ট প্রবল, সেখানে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির একক শক্তির 'পরে নির্ভর করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার রণনীতি। লেনিনকে অনুসরণ করে তিনিও তাই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বৃহত্তম গণ-ঐক্য যেখানে শামিল হবে ফ্যাশিবাদ বিরোধী সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি। তোইলিয়াত্তির পি সি আই-এর সূচনা পর্বের গোড়ার দিকের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি মূল্যবান প্রবন্ধ [23] থেকে জানা যায় যে খুব তৎপর্যমণ্ডিত একটি দলিলে গ্রামশি 1924 সালে প্রস্তাব করেছিলেন যে পি সি আই-এর নতুন দৈনিকের নামকরণ করা হোক 'মুনিতা' (ঐক্য), 'কমিউনিসতা' বা 'লোর্দিনে নুওভো' নয়। শুধুমাত্র ঐক্য বা ফ্রন্ট গড়ে তোলা নয়, ফ্যাশিবাদবিরোধী সংগ্রামে গ্রামশির চিন্তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এটাই যে, এই ব্যবস্থাকে প্রতিহত করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে তার নিজস্ব কায়দায় বিকল্প এক শাসকশ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে হবে।1977-এ প্রখ্যাত ব্রিটিশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এরিখ হবসব্যমের সঙ্গে সেই সময় পি সি আই-এর অন্যতম প্রধান নেতা জিওরজিও নাপোলিতানো একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারে [24] জানিয়েছিলেন যে

ইতালির কমিউনিস্টদের কাছে গ্রামশির চিন্তার অন্যতম শিক্ষা এটাই যে, 1924 সালে গ্রামশি লিখেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম কর্তব্য হল শাসক বুর্জোয়াশ্রণীর নিন্দা করা শুধু নয়; বিকল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, শ্রমিকশ্রেণীকে তার ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে পুঁজিবাদকে অতিক্রম করাই হল তার প্রধান লক্ষ্য।

ফ্যাশিবাদের প্রসঙ্গটি ছাড়া দ্বিতীয় যে বিষয়টি গ্রামশি ও পি সি আই-এর সম্পর্কের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গ্রামশিকে এক বিতর্কিত চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেটি হল লেনিনোত্তর পর্বে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও বিরোধের ক্ষেত্রে কমিনটার্ন ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতির প্রশ্নে গ্রামশির সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। এ কথা এখন সুবিদিত যে লেনিনের মৃত্যুর পরে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে স্তালিন ও তাঁর বিরোধীগোষ্ঠীর মধ্যে যে কলহ শুরু হয়, তার প্রতিফলন ঘটেছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্নের মধ্যেও এবং তার প্রভাব পড়েছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে। রুশ পার্টির এই অভ্যন্তরীণ বিবাদ মূলত গড়ে উঠেছিল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ত্রৎস্কি ও স্তালিনের বিরোধকে কেন্দ্র করে, যার পরিণতিতে 1925 সালের পরে প্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পরে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন ত্রৎস্কি। মতানৈক্যের ফলে একই ঘটনা ঘটে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও বুখারিনের ক্ষেত্রেও। লেনিনের জীবদ্দশাতেও পার্টির অভ্যন্তরে মতপার্থক্য যথেষ্টই ছিল। বহু বিষয়ে জিনোভিয়েভ, ত্রৎস্কি বা বুখারিনের সঙ্গে লেনিন একমত ছিলেন না। কিন্তু মতপার্থক্যকে নিরসন করার জন্য প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে খতম করার এই পদ্ধতি চালু হল লেনিনের মৃত্যুর পরে এবং এভাবেই দ্রুত গড়ে ওঠে স্তালিনীয় ব্যবস্থা, যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে তিরিশের দশকের শেষে পার্টির অভ্যন্তরে সাফাই অভিযানের নামে হত্যা করা হয় শত-সহস্র পার্টি সদস্যকে, তাঁদের বিরুদ্ধে পার্টিবিরোধিতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে।

পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিরসনের জন্য লেনিন যে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন, স্তালিনের অনুসৃত পথ

ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গণতন্ত্রবিরোধী, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এই নীতিকে গ্রামশির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। প্রাক্-গ্রেপ্তারপর্বে রচিত বিভিন্ন দলিল ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হবার পরে জানা যায় যে 1926 সালে গ্রামশি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে পি সি আই নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একটি দীর্ঘ পত্র পাঠান, যেটি ছিল প্রতিপক্ষ সদস্যদের রাজনৈতিক বহিষ্কারের স্তালিনীয় নীতির পরোক্ষ সমালোচনা।[25] এই সময়েই সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরীণ বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। একদিকে স্তালিন-বুখারিন গোষ্ঠী ও অপরদিকে ত্রৎস্কি-জিনোভিয়েভ-কামেনেভ গোষ্ঠীর বিবাদের পরিণতিতে স্তালিনের অনুগামী পার্টি-নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে এপ্রিল-জুন 1926 সালে গঠিত হয় ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ প্রমুখের পাল্টা বিরোধীপক্ষ এবং তারই পরিণতিতে ক্রমান্বয়ে পার্টি ও কমিনটার্নের নেতৃত্ব পদ থেকে সরে যেতে হয় ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ ও আরো পরে বুখারিনকেও। পি সি আই-এর মুখপত্র 'মুনিতা'তে জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং সেখানে এই অন্তর্বিরোধের কোনো উল্লেখই ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অক্টোবর 1926 সালে সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরিত গ্রামশির চিঠিটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত এই দলিলে তিনি সোভিয়েত পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সম্পর্কে 'অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি' না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে সিপিএসইউ নেতৃত্ব তাদের সংকীর্ণ অন্তর্কলহের ঊর্ধ্বে উঠে সার্বিকভাবে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হলে শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে তার ফল হবে সর্বনাশা। গ্রামশি লিখেছিলেন যে সঠিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে যদি সোভিয়েত পার্টিনেতৃত্ব সক্ষম না হয়, তাহলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে কমিউনিস্টদের প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা এবং ইতালির মতো ধর্মপ্রভাবিত দেশে তার ফয়দা তুলবে ক্যাথলিক চার্চ। এই সময় তোইলিয়াত্তি ছিলেন মস্কোতে

এবং সমালোচনাধর্মী এই বক্তব্যের কারণেই তিনি গ্রামশির চিঠিটি সোভিয়েত পার্টিনেতৃত্বের কাছে পেশ করতে অপারাগ ছিলেন। বরং যা ঘটে তা হল এই যে, তোইলিয়াত্তি গ্রামশির চিন্তাভাবনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তাঁকে একটি জবাব দেন এবং তার পাল্টা জবাব দেন গ্রামশি। গ্রামশি-তোইলিয়াত্তির এই পত্রবিনিময়[26] খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করা যায় যে তোইলিয়াত্তি গ্রামশির চিঠির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর মতে, গ্রামশি সিপিএসইউ-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে রাজনৈতিক দায়িত্ববোধের অভাবে অভিযুক্ত করে কার্যত স্তালিন ও তাঁর বিরোধীপক্ষদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন, কারণ সেখানে ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভের উদ্যোগে পার্টির অভ্যন্তরে যে গোষ্ঠীতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তার কোনো সমালোচনা ছিল না। তোইলিয়াত্তির এই বক্তব্য যে কতটা একপেশে ছিল, গ্রামশির প্রত্যুত্তরে তার ব্যাখ্যা মেলে। গ্রামশি খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে সি পি এস ইউ-এর অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ত্রৎস্কি-জিনোভিয়েভ গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর আদৌ কোনো মোহ বা দুর্বলতা ছিল না; তাঁর কাছে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল এটাই যে, এই অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দু সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রশ্নে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে নি এবং জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া খুব সুখকর হবে না।

তোইলিয়াত্তি-গ্রামশি বিতর্ক এখানে শেষ হয়, এ কথা ঠিক; কিন্তু গ্রেপ্তার হবার পরেও গ্রামশি এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভিন্ন মত পোষণ করার প্রশ্নে অটল থাকেন এবং ক্রমেই আত্মগোপনকারী পি সি আই-এর নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। 1928 সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরে কমিনটার্ন যে ‘বামপন্থার’ নীতি গ্রহণ করে, তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পি সি আই-এর অভ্যন্তরেও সূচিত হয় এই ‘বামপন্থী’ প্রবণতা এবং তাকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন তোইলিয়াত্তি, যদিও এই সমর্থন ছিল স্বেচ্ছায় না পরিস্থিতিগত কারণে, তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথমে ত্রৎস্কি-জিনোভিয়েভ-কামেনেভ এবং তার পরে বুখারিনের সঙ্গে স্তালিনের বিরোধ তীব্র হবার সঙ্গে সঙ্গে

বুখারিনকেও পদচ্যুত হতে হয়। 1925 সালের পর ত্রৎস্কি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ আনা হয়েছিল বামপন্থী হঠকারিতার, বুখারিন অভিযুক্ত হন দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী হিসেবে। তার পরিণতিতে 1928 সালের পর কমিনটার্ন আহ্বান জানায় সমস্ত রকমের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এবং এই যুক্তিকে অনুসরণ করেই বলা হয় যে তিরিশের দশকে পুঁজিবাদের ঘনায়মান সংকটের ফলে ধনতন্ত্রের পতন আসন্নপ্রায় এবং এই সুযোগকে ব্যবহার করতে হবে দেশে দেশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে; এই যুক্তিতেই বলা হয় যে ফ্যাশিবাদ ও সোশ্যাল ডেমোক্রাসি উভয়েই প্রতিক্রিয়াশীল এবং সে কারণে ফ্যাসিবাদকে রুখতে হবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সঙ্গে ফ্রন্ট গড়ার রণকৌশল অবলম্বন করে নয়; তা করতে হবে কমিউনিস্টদের এককভাবে, কারণ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা প্রকৃত অর্থে ছিল ‘সোশ্যাল ফ্যাশিস্ত’।

কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের পর পি সি আই-এর অভ্যন্তরেও তাই যুগপৎ ‘ত্রৎস্কিপন্থী’ ও ‘সংস্কারপন্থী’দের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বদলা নেওয়া শুরু হয় এবং এ ভাবেই দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু করে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার পরিবেশ। 1928-এর পরে লেনিনের গণফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট গঠনের রণকৌশল কার্যত পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে লেনিনীয় রীতিনীতি লঙ্ঘিত হতে শুরু করে, যার সূচনা হয়েছিল লেনিনের মৃত্যুর পরে পরেই। পি সি আইতে এই পরিবর্তন দু’ভাবে অনুভূত হয়। এক, 1929 সালে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির অপরাধে বহিষ্কৃত হন তাসকা এবং তাসকার মত ‘সংস্কারবাদী’কে কেন তারও আগে বহিষ্কার করা হয় নি, তার জবাবদিহি করতে হয় কমিনটার্ন নেতৃত্বের কাছে পি সি আইকে। কমিনটার্নের তরফ থেকে দমিত্রি মানুইলস্কি এরকম অভিযোগও তোলেন যে পি সি আই-তে দক্ষিণপন্থার সূত্রপাত হয়েছিল 1926 সালে লিয়তে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে, যেখানে তোইলিয়াত্তি ও গ্রামশি ফ্যাশিবাদকে রোখার জন্য বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান

জানিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে পার্টি ঐক্য ও শৃঙ্খলার স্বার্থে তোইলিয়াত্তি কমিনটার্নের নির্দেশ মেনে নিলেও লিয় কংগ্রেসের কর্মসূচিকে তিনি জোরালোভাবে সমর্থন করেন এবং জুলাই 1926 সালে মানুইলস্কিকে তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেন যে পি সি আই-এর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে কমিনটার্ন তার কর্তৃত্ব খাটালেও ইতালির কমিউনিস্টদের চিন্তা করার ক্ষমতা বন্ধ করার এক্তিয়ার তাঁর নেই। অত্যন্ত এবং তাৎপর্যমূলক এই বক্তব্যের হদিস প্রথম পান বিশিষ্ট মার্কসবাদী গবেষক রাগিওনিয়েরি মস্কোর ইনস্টিটিউট অফ মার্ক্সিজম-লেনিনিজমের মহাফেজখানায়, তোইলিয়াত্তির সমগ্র রচনাবলি সম্পাদনার সময়ে[27]। দুই, সংস্কারপন্থী ও বুখারিনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের নামে কমিনটার্ন নেতৃত্ব যে নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন, কার্যত তার সঙ্গে বিশের দশকের গোড়ার দিকে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অতি-বামপন্থী বরদিগার মূল্যায়নের খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও ‘ত্রৎসকিপন্থী’ বা বামপন্থী হঠকারিতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে আন্তর্জাতিক ত্রৎস্কিবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে পি সি আই থেকে 1930 সালে বহিষ্কৃত হন ত্রেস্সো, লেওনেত্তি এবং রাভাজোল্লি এবং 1931 সালে ইগ্নাজিও সিলোনে। পাওলো স্প্রিয়ানোর পূর্বে উল্লেখিত গবেষণার আলোকে এখন জানা যায় যে গ্রেপ্তারের পরে বিভিন্ন সময়ে গ্রামশি একাধিক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পি সি আই নেতৃত্বের এই দমননীতি সম্পর্কে তাঁর আপত্তি ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এখানে বলা প্রয়োজন যে গ্রেপ্তার হবার পর সি পি এস ইউ ও কমিনটার্নের নীতি প্রসঙ্গে গ্রামশির কোনো লিখিত মতামত পাওয়া যায় না।1930 সালে ‘ত্রেস্সো-ত্রয়ী’ বহিষ্কৃত হবার অব্যবহিত পরেই পারীতে কর্মরত তাঁর অগ্রজ জেন্নারো গ্রামশি পি সি আই নেতৃত্বের অনুরোধে গ্রামশির সঙ্গে জেলখানায় সাক্ষাৎ করেন এই ‘ত্রয়ীর’ বহিষ্কার সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার জন্য। ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তন করে যদিও সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে এই বহিষ্কারের পিছনে গ্রামশির নিঃশর্ত অনুমোদন ছিল, আরো অনেক পরে ফিওরি গ্রামশির জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থে লেখেন যে

প্রকৃত ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। গ্রামশির এই ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্টই আপত্তি থাকা সত্ত্বেও জেন্নারোকে এই মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল এই কারণে যে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে গ্রামশির প্রকৃত মতামত পি সি আই নেতৃত্বের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না এবং পরিণামে গ্রামশিই সম্ভবত বহিষ্কৃত হতেন।

তবে স্প্রিয়ানোর মতে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকারটি ছিল তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী বুনো তোসিন-এর সঙ্গে 1930 সালে। তোসিন দু'টি একান্ত অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে যে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, তাসকা বা 'ত্রেস্সো-ত্রয়ী' সম্পর্কে গ্রামশির কোনো দুর্বলতা বা মোহও যেমন ছিল না, তেমনই তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতিও গ্রামশির কোনো সমর্থন ছিল না; কিন্তু যে পদ্ধতিতে তাঁদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে গ্রামশির যথেষ্ট সংশয় ছিল। এক্ষেত্রে ত্রৎস্কির রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে গ্রামশির মতপার্থক্যের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। গ্রামশি কোনো সময়েই ত্রৎস্কির উগ্র বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুমোদন করেন নি; বরং ত্রৎস্কি-স্তালিন রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিরোধে গ্রামশি অনেকাংশেই সমর্থন করেছিলেন স্তালিনকেই। দুই, কমিনটার্নের সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ও ফ্যাশিবাদকে প্রায় সমার্থক মনে করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামশি মেনে নিতে পারেন নি। মুসোলিনির জেলে বন্দী অন্য অনেক কমিউনিস্ট বন্দীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেই তাঁর মনে হয়েছিল যে ধনতন্ত্রের সংকট ও পতন এবং আসন্ন বিপ্লব সম্পর্কে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আশাবাদী চিন্তা ছিল অবাস্তব কল্পনামাত্র। তিন, এই কারণেই ফ্যাশিবাদকে প্রতিহত করার জন্য 1928 সালের পর কমিনটার্নের 'বামপন্থী' রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি ভিন্ন মতের অনুসারী ছিলেন। তাঁর মতে, ইতালিতে ফ্যাসিবাদকে রুখতে হলে প্রথম প্রয়োজন একটি 'গণপরিষদ' গঠনের রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে ব্যাপকতম অর্থে ফ্যাসিবাদবিরোধী একটি ফ্রন্ট গড়ে তোলা, যার মাধ্যমেই শেষ পর্যন্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সংগ্রামী মানুষকে শামিল করতে হবে।

বলা বাহুল্য, তিরিশের দশকের রাজনৈতিক পরিবেশে গ্রামশির এই সব মতামতকে পিসিআই বা কমিনটার্ন কোনো গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। ষষ্ঠ কংগ্রেসের পর কমিনটার্ন নেতৃত্বের কাছে গ্রামশির এই জাতীয় বক্তব্য সম্ভবত 'চরম সংস্কারপন্থী' মত হিসেবেই গণ্য হত। গ্রামশির ভিন্নধর্মী চিন্তা কেন উপেক্ষিত হয়েছিল তার আরো একটা ব্যাখ্যা মেলে 1968 সালে স্প্রিয়ানোর কাছে লেখা গ্রামশিরই এক কালের সহযোদ্ধা উমবেরতো তেরাচিনির একটি চিঠিতে [28], যেখানে তিনি বলেন যে বেআইনি ঘোষিত হবার পরে পি সি আই-তে এমন নীতিই ক্রমশ মেনে নেওয়া শুরু হয় যার দৌলতে কারারুদ্ধ কমরেডদের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে যাঁরা জেলের বাইরে ছিলেন, মূলত তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মপন্থা স্থির করাকেই শ্রেয় মনে করা হত এবং তার ফলেই গ্রামশিও থেকেছিলেন কার্যত উপেক্ষিত। তবে এ সব সত্ত্বেও ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে 1935 সালে কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর তৃতীয় আন্তর্জাতিক যখন আবার ফ্যাশিবাদবিরোধী সংগ্রামের স্বার্থে যুক্তফ্রন্ট বা গণফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বান জানান, তখন পিসি আই-এর নেতৃত্বের একাংশের কাছে গ্রামশির 'গণপরিষদ' গঠনের আহ্বান ও ফ্যাশিবাদের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে শুরু করে। এ ভাবেই এক সময়ে উপেক্ষিত গ্রামশি ক্রমেই গ্রহণীয় হয়ে উঠতে শুরু করেন এবং তার মূলে ছিল ইতিহাসগতভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন। আরো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে গ্রামশির জীবদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে পি সি আই-এর তরফে তাঁর রচনাবলি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হল না কেন, পি সি আই-গ্রামশি-কমিনটার্নের এই জটিল সম্পর্ক থেকে তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও পাওলো প্রিয়ানোর গবেষণা আমাদের পথ দেখায়।

1929 সালে পি সি আই-এর আসন্ন দশম প্রতিষ্ঠাবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তোইলিয়াত্তির সম্পাদনায় পনেরো খণ্ডে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, জন রীড, ইয়ারোসলাভসকি এবং গ্রামশির নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ঘোষণা করা হল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই পি সি আই নেতৃত্বের জানা হয়ে গিয়েছিল যে সিপিএসইউ-এর নতুন নীতি ও কর্মপদ্ধতি এবং তাসকার বহিষ্কারের প্রশ্নে গ্রামশির মত ছিল বহুলাংশেই ভিন্ন; বিতর্কিত এই নেতার রচনাবলি প্রকাশের প্রস্তাবও তাই শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে যায়। এরপরে 1931–1933 পর্বে পি সি আই-এর প্রথম সারির দুই নেতা আমেনদোলা ও লোঙ্গো গ্রামশির ফ্যাসিবাদবিরোধী চিন্তা এবং ইতালির দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনার গুরুত্বকে চিহ্নিত করে কিছু প্রবন্ধ লেখেন, যার মাধ্যমে গ্রামশির ভাবমূর্তি সম্ভবত কিছুটা উজ্জ্বল হয়। এর পিছনে সম্ভবত আরো একটি কারণ ছিল 1931 সালে পারীতে পি সি আই-এর দশম প্রতিষ্ঠাবর্ষ উপলক্ষে গ্রামশির অবদানকে গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ করা হয়েছিল এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য যে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়, মাননীয় সদস্য হিসেবে স্তালিন, মলোতভ, টেলমান, তেরাচিনির সঙ্গে সেখানে গ্রামশির নামও অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তার পর থেকে গ্রামশির রচনাপ্রকাশ বা তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেবার প্রশ্নে পি সি আই নেতৃত্ব (যা ইতিমধ্যেই কার্যত কমিনটার্নের নতুন 'বামপন্থী' ঝোঁককে মেনে নিয়েছিল পার্টির অভ্যন্তরে দ্বিমত পোষণকারীদের বহিষ্কারের মাধ্যমে) এক অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করে। কিন্তু যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল এই যে, 1926 সালে গ্রামশির সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও তোইলিয়াত্তি এবং তাঁরই মতো আরো কয়েকজন (যেমন মারিও মনতাইনানা) প্রায় সম্পূর্ণ এককভাবেই প্রবল চেষ্টা করেছিলেন গ্রামশির রচনাবলি কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ করার। বিভিন্ন জনের সঙ্গে তোইলিয়াত্তির এই পর্বে পত্রবিনিময়কে [29] উল্লেখ করে স্প্রিয়ানো দেখিয়েছেন যে তোইলিয়াত্তি তাঁর আজীবন বন্ধু ও সহযোদ্ধার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে কতটা গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পি সি আই-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন এবং সেই কারণেই তোইলিয়াত্তির উদ্যোগ ও আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর রচনা প্রকাশের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। এর পিছনে অন্যতম কারণ যে ছিল কমিনটার্ন ও সি পি এস ইউ-এর

পরিবর্তিত নীতি সম্পর্কে গোড়া থেকেই গ্রামশির অনাস্থা, তা বুঝতে এখন অসুবিধে হয় না। আরো স্পষ্ট করে বললে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে গ্রামশি স্তালিনীয় পদ্ধতিতে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাবার নীতিকে অনুমোদন না করার জন্যই তিরিশের দশকে কমিনটার্নের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পি সি আই নেতৃত্বের পক্ষে তাঁর সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট, ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। গ্রামশির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 1938 সালের দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ঘটনা এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এক, সেই বছরে পি সি আই-এর প্রাক্তন ‘দক্ষিণপন্থী’ নেতা তাসকা 1926 সালে গ্রামশির রুশ কমিউনিস্ট পার্টিকে লেখা বিতর্কিত চিঠির পূর্ণাঙ্গ পাঠটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। দুই, এর পরেই আগস্ট, 1926 সালে অনুষ্ঠিত হয় পি সি আই-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অধিবেশন, যেখানে ঝড় ওঠে গ্রামশির এই চিঠির বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। খেয়াল রাখা দরকার, এই সময়েই মস্কোতে চলছিল পার্টির অভ্যন্তরে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে স্তালিনের নেতৃত্বে ‘সাফাই অভিযান’। তাই দেখা যায়, এই অধিবেশনে মস্কো প্রত্যাগত পি সি আই প্রতিনিধি রুগগেরো গ্রীকো কমিনটার্ন নেতা মানুইলস্কিকে উদ্ধৃত করে বলেন যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিচারে পি সি আই-এর অন্যতম দুর্বলতা ছিল বরদিগা ও বরদিগাপন্থী, অর্থাৎ চরম বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অভাব, কারণ গ্রামশির 1926 সালে উল্লেখিত চিঠিই প্রমাণ করে যে পার্টি নেতৃত্ব এই মতাদর্শগত প্রশ্নে পরিচয় দিয়েছিল দোদুল্যমানতার। বুঝতে অসুবিধে হয় না, গ্রামশির বিতর্কিত চিঠিটিকে কমিনটার্ন নেতৃত্ব ব্যবহার করেছিল তাঁকে ‘দক্ষিণপন্থী’ ‘সংস্কারবাদী’ আখ্যা দেবার উদ্দেশ্যে, কারণ তিনি ‘বরদিগাপন্থী’ ও ত্রৎস্কিপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পি সি আই-এর স্তালিনীয় পদ্ধতি অনুমোদন করতে অপরাগ ছিলেন। মৃত্যুর পরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপের শিকার হয়ে গ্রামশি তাই কার্যত থেকে গিয়েছিলেন উপেক্ষিত এক ব্যক্তিত্বই।

4. গ্রামশির দার্শনিক অবস্থান

গ্রামশির সামগ্রিক চিন্তায়, বিশেষত তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে, অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে চেতনা, অভীপ্সা, আত্মগামিতা বা বিষয়ীগামিতা প্রমুখ ধারণাগুলি। সে কারণে তাঁর দার্শনিক অবস্থানকে দীর্ঘকাল ধরেই ভাববাদী আখ্যা দিয়েছেন গ্রামশির সমালোচকরা, যার সূত্র ধরেই অনেক ভাষ্যকার তাঁর চিন্তার মূল গতিমুখকে ক্রোচীয় বলতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে গ্রামশির দর্শনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। তাঁর দার্শনিক চিন্তার তত্ত্বগত সূত্র বা উৎস বহুলাংশে জড়িয়ে রয়েছে সমকালীন ইতালিতে দৃষ্টবাদ বনাম ভাববাদ এবং আরও স্পষ্ট করে বললে, সে দেশে হেগেলচর্চার বিশিষ্ট ধারাটির সঙ্গে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইতালিতে দার্শনিক চিন্তার পরিবেশে দুটি ভিন্নধর্মী প্রবণতা ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এক, বিজ্ঞানমনস্কতার নামে দৃষ্টবাদী চিন্তা, যা গুরুত্ব দেয় শুধুমাত্র যা আপাতদৃশ্য তাকেই এবং সমর্থন যোগায় আপাতস্থিতিকে; দৃষ্টবাদী চিন্তা তাই শেষ বিচারে পরিবর্তনবিমুখ, মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ, অমানবিক এবং যান্ত্রিকতাসর্বস্ব এক বিশ্ববীক্ষাকেই প্রশ্রয় দেয়, যেখানে আপাতগ্রাহ্য বস্তুতান্ত্রিকতা জ্ঞানের সীমাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আরো অনেকের মতো গ্রামশির কাছেও দৃষ্টবাদী দর্শনের এই যান্ত্রিকতা গ্রহণযোগ্য হয় নি। দুই, দৃষ্টবাদী চিন্তার এই কৃত্রিম বিজ্ঞানমনস্কতার বিরুদ্ধে ইতালিতে গড়ে ওঠে, মূলত হেগেলীয় প্রভাবে, ভাববাদী দর্শনের একটি বিকল্প ধারা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইতিহাসগত কারণেই ইতালি ছিল হেগেলচর্চার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল এবং তা বোঝা যায় ফ্রান্সের সঙ্গে একটি তুলনা করলে।1789 সালের পর বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী বাস্তব পরিস্থিতিকে নিজের করায়ত্ত করে তার শ্রেণীলক্ষ্যকে চরিতার্থ করতে পেরেছিল, অর্থাৎ, দর্শনগত বিচারে ফরাসি বুর্জোয়াদের বিষয়ীগামিতার সঙ্গে আর্থ-স্যামজিক- রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে গিয়েছিল এমনই ভাবে যে তার ফলে সুরক্ষিত হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থই। তাই হেগেলের ভাববাদী চিন্তা, যা প্রাধান্য দেয় বিষয় ও

বিষয়ীর বস্তু ও চেতনার দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রশ্নে চেতনাকে, এবং যা প্রকাশিত হয় এক স্বয়ম্ভূ চেতনার যুগপৎ আত্মস্থিতি ও আত্মনেতিকরণের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার বিকাশের মাধ্যমে, উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে তেমন কোনো রেখাপাত করে নি। সেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যেই করতলগত করতে পেরেছিল সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ-ব্যবস্থাকে, সেখানে অপ্রয়োজনীয় ছিল হেগেলীয় দর্শন, যার সূত্র অনুযায়ী বাস্তবতা হল স্বয়ম্ভূ চৈতন্যেরই প্রকাশ; অর্থাৎ বাস্তবতা যদি হয় চৈতন্যেরই অভিব্যক্তিমাত্র, সে ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিজস্ব অস্তিত্ব গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফ্রান্সে তাই প্রাধান্য পেয়েছিল দৃষ্টবাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদী চিন্তা যার বিচার্য বিষয় ছিল আপাতস্থিতি ও আপাতবাস্তবতা। আপাত-স্থিতিশীল ধনতন্ত্রের বাস্তবতার আড়ালে ফ্রান্সে শ্রম ও পুঁজির যে দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল, তাকে অস্বীকার ও আড়াল করার জন্যই আরো বেশি প্রয়োজন ছিল দৃষ্টবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে হেগেলের গতিশীল, পরিবর্তনমুখী, দ্বন্দ্বতত্ত্বকেন্দ্রিক ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করা।

ফ্রান্সের তুলনায় ইতালিতে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ‘রিসর্জিমেনতো’ পর্ব পর্যন্ত ইতালি ছিল খণ্ডিত, বিভক্ত একটি দেশ। ইতালির বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে তাই প্রয়োজন ছিল এমনই এক দর্শনের যা প্রাধান্য দেয় ঐক্য ও সামগ্রিকতাকে, আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবের দ্বন্দ্বকে নিরসন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যে উপাদান সেই চেতনা ও বিষয়ীবাদিতাকে। এই প্রেক্ষাপটেই ইতালিতে হেগেলচর্চার তাৎপর্য অনুভূত হতে শুরু করে। হেগেলীয় দর্শনে বাস্তবতার সীমানার নেতিকরণ ঘটাবার ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূ চেতনার ক্ষমতার ও তার তাৎপর্যকে ইতালিতে এই সময়ে প্রথম যথার্থভাবে অনুধাবন করেছিলেন বেরত্রানদো স্পাভেন্তা। স্পাভেন্তাই ছিলেন ইতালির প্রথম উল্লেখযোগ্য দার্শনিক যিনি হেগেলের চেতনাকেন্দ্রিক ও বিষয়ীবাদী দর্শনকে অনুসরণ করে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন জনগণকে ক্যাথলিক চার্চের প্রবল আধিপত্যের আওতা থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার কাজে। স্পাভেন্তার এই চিন্তার পাশাপাশি রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে হেগেলকে বিচার করার একটি প্রবণতাও এই

সময় লক্ষ্য করা যায়, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আউগুসতো ভেরা। তাঁর চিন্তানুযায়ী ইতালির কেন্দ্রীয় সমস্যা ছিল রাজনৈতিক স্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর মতে, এই স্থায়িত্ব গড়ে তোলা সম্ভব ছিল চার্চের প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেবার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, স্পাভেন্তা ও ভেরা হেগেলকে ব্যাখ্যা করেছিলেন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে। স্পাভেন্তার কাছে হেগেলীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল দ্বন্দ্বতত্ত্বকে আশ্রয় করে পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে, গতিশীলতাকে, স্থিতির নেতিকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া। ভেরার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল হেগেলীয় দর্শনের রক্ষণশীল চরিত্রটি, যার প্রতিফলন ঘটেছিল হেগেলের রাষ্ট্রীয় স্থিতি, সামগ্রিকতার ধারণা সম্পর্কে তাঁর বিমূর্ত ভাববাদী চিন্তা এবং সর্বোপরি বস্তুকে স্বয়ম্ভূ চেতনার অভিব্যক্তি হিসেবে দেখার মধ্যে। ভেরার মতে ইতালিতে হেগেলীয় দর্শনের প্রয়োজন ছিল সে দেশের সার্বিক ঐক্য, সংহতি ও স্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করার তাত্ত্বিক স্বার্থে; কিন্তু হেগেলীয় দ্বন্দুতত্ত্ব যে গতিশীলতার জন্ম দেয়, ভেরার কাছে তা ছিল উপেক্ষণীয়, কারণ চলিষ্ণু দর্শন যে বিপ্লবমনস্কতাকে প্রশ্রয় দেয়, ভেরার কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। ইতালির বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে ঐক্যের অর্থ ছিল জাতীয় ঐক্য, শ্রেণী-ঐক্য নয়, এবং সে কারণে 'রিসর্জিমেনতো' পর্বে এই শ্রেণীর ইপ্সিত লক্ষ্য ছিল ঐক্য ও স্থিতি। হেগেলীয় দর্শনের রক্ষণশীল ব্যাখ্যা এই প্রয়োজনকে যথার্থভাবেই মিটিয়েছিল।

হেগেলের চিন্তায় দ্বন্দুতত্ত্ব ও আত্মগামিতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে স্পাভেন্তা যে সম্পূর্ণ এক ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, তাকে আশ্রয় করে ইতালিতে মার্কসবাদী দর্শনের সূচনা করেন আনতোনিও লাব্রিয়োলা এবং লাব্রিয়োলাকে অনুসরণ করে গ্রামশি গড়ে তোলেন তাঁর বিষয়ীমুখী মার্কসবাদের ধারণা। একদিকে দৃষ্টবাদ ও অপরদিকে হেগেলীয় দর্শনের রক্ষণশীল ব্যাখ্যা, -এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে লাব্রিয়োলাই প্রথম প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে মার্কসবাদ কোনো যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতা বা বাস্তবতার নামে কোনো আপাতস্থিতিকে প্রশ্রয় দেয় না; বস্তুজগৎ সম্পর্কে সঠিক ও সচেতন জ্ঞান ও তার উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে

মার্কসবাদী দর্শনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য। স্পাভেন্তা হেগেলের যে ভিন্ন ধরনের, প্রগতিশীল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেটিকেই সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে লাব্রিওলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দৃষ্টবাদবিরোধী এক চলিষ্ণু মার্কসবাদী বীক্ষা, যার চরিত্র ছিল অনেকাংশেই হেগেলীয়; কারণ মার্কসবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও লাব্রিয়োলার ছিল না কোনো যথার্থ ইতিহাসচেতনা এবং সে কারণেই তাঁর চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল আধুনিক ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে কোনো প্রত্যয় বা আস্থা। লাব্রিয়োলার ইতিহাসবোধে এই শ্রেণীবোধের অভাব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকে করে তুলেছিল সংশয়াচ্ছন্ন, নৈরাশ্যবাদী ও দ্বিধাগ্রস্ত। গভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও লাব্রিয়োলা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তাই হয়ে পড়েছিলেন অনেকটা একাকী ও বিচ্ছিন্ন।

গ্রামশির তথাকথিত আত্মগামী দর্শনকে বুঝতে হলে তাঁর প্রতিপক্ষ দার্শনিক চিন্তা এবং তাঁর নিজস্ব দার্শনিক অবস্থানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। দর্শনের জগতে গ্রামশিকে তাঁর মার্কসীয় বীক্ষা প্রতিষ্ঠার মোকাবিলা করতে হয়েছিল যুগপৎ দৃষ্টবাদ ও ক্রোচীয় ভাববাদের চ্যালেঞ্জকে। তাঁকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল মার্কসবাদের এক গভীর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। একদিকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককৃত মার্কসবাদের যান্ত্রিক, দৃষ্টবাদী ও নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা, যা মার্কসবাদকে পরিণত করেছিল কার্যত অর্থনৈতিক নিয়তিবাদে এবং অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনোত্তর পর্বে গণতন্ত্র ও সৃষ্টিশীল চিন্তার ক্রমাবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীলতার বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্তি মার্কসীয় চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে সূচিত করেছিল এক গভীর সংকট। সোভিয়েত বিপ্লবের পর ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও বিপ্লব অনিবার্য বা পুঁজিবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল– এমন ধরনের বৈপ্লবিক ভাবনার পাশাপাশি রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল, অর্থাৎ, পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ

বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনো দেশে বিপ্লব সম্ভব নয়– এই দুই ধরনের অতিসরলীকৃত চিন্তার বিরুদ্ধেই গ্রামশিকে সরব হতে হয়েছিল।
একদিকে যান্ত্রিকতা, নিয়তিবাদ, ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণার বিরুদ্ধে গ্রামশিকে যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল চেতনা, অভীপ্সা, বিষয়ীগামিতা ইত্যাদি বিকল্প ধারণাকে, তেমনই আবার ক্রোচে ইতিহাসের যে ভাববাদী, বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিত ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন, তার মোকাবিলা করতে গিয়ে গ্রামশিকে চিহ্নিত করতে হয়েছিল তাঁর বিষয়ীগামিতা, অভীপ্সা ও চেতনার বস্তুগত, শ্রেণীগত ভিত্তিকে। গ্রামশির চিন্তায় একই সঙ্গে আপাতবিপরীত দুটি ধারণার দ্বান্দ্বিক মেলবন্ধন ঘটেছিল: এক, একটি সমাজব্যবস্থার আর্থ–সামাজিক সংস্কৃতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বিমূর্তভাবে কোনো বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সম্ভব নয় এবং সেই অর্থে প্রতিটি ব্যবস্থাই ইতিহাসগতভাবে নির্ধারিত; দুই, এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামশির দর্শনে বিষয় ও বিষয়ী, চেতনা ও বাস্তবতা দ্বান্দ্বিকভাবে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও তাকে অতিক্রম করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে যে সচেতন, সংগ্রামী মানুষ, গ্রামশির তথাকথিত বিষয়ীমুখী দর্শন প্রাধান্য দিয়েছিল তাকেই। গ্রামশির দর্শনে তাঁর বিষয়ীমুখী দৃষ্টিমুখ তাই ভাববাদী বা ক্রোচীয় নয়– একান্তভাবেই তা বস্তুবাদী ও শ্রেণীধর্মী এবং সেই কারণে তাঁর চিন্তা অনেকাংশে লাব্রিয়োলার চেতনাধর্মী মার্কসবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও লাব্রিয়োলার বিমূর্ত শ্রেণীনিরপেক্ষ ইতিহাসবোধকে তা অতিক্রম করে যায়। জ্ঞানের ঐতিহাসিকভাবে প্রদত্ত সীমানাকে মেনে নিয়ে সেই সীমাকেই ভেঙে দেবার যে দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা গ্রামশি দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে এ কথাই বলতে হয় যে গ্রামশির চিন্তায় রাজনীতি হয়ে ওঠে দর্শন আর দর্শন পরিগ্রহ করে এক যথার্থ রাজনৈতিক চরিত্র।

5. মার্কসবাদ: বর্তমান সময় ও গ্রামশির প্রাসঙ্গিকতা

মার্কসবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে লেনিনোত্তর পর্বে গ্রামশির অবদান নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত বিষয়। গ্রামশির চিন্তাভাবনা মার্কসবাদের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? গ্রামশির তাত্ত্বিক ভাবনা কতটা সংশোধনবাদী, কতটা মার্কসীয়? সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের বর্তমান সংকটের সময়ে গ্রামশির প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু? গ্রামশির জন্মের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হবার পর এইসব প্রশ্নকে কিছুটা খুঁটিয়ে বিচার করার সময় এখন এসেছে সম্ভবত এই কারণে যে, ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর অনেক দেশেই, এমন কি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নেও, গ্রামশি কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সাধারণভাব উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। ইয়োরোপে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন কিছুটা পরিমাণে গ্রেট ব্রিটেনকে বাদ দিলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাংগঠনিকভাবে গ্রামশির চিন্তাভাবনার কোনো সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত হয়নি। অবশ্য কিছু কিছু ব্যক্তি ও সংগঠন, যাঁরা মার্কসবাদের সৃজনশীলতায় আস্থা পোষণ করেন, বিচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে গ্রামশির চিন্তার গুরুত্বকে চিহ্নিত করার যে চেষ্টা করেছেন, তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।
গ্রামশি সম্পর্কে এই অনীহাকে বুঝতে হলে দুটি মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ, চিরাচরিত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পার্থক্যটি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পি সি আই-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আলেসান্দ্রো নাত্তা সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে সঠিকভাবেই বলেছেন যে গ্রামশি কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও মৌলিক চিন্তাধারার পথপ্রদর্শক হিসেবে আখ্যাত হবেন [30]। গ্রামশির চিন্তার এই মৌলিকত্বকে বিচার করতে হলে প্রথমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থাকার প্রশ্নে প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যাটি লক্ষ্য করা দরকার। ইতিহাসগত কারণেই প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সফলভাবে আঘাত আনার অঙ্গ ও পরিণতি হিসেবে স্বীকৃত; আর তারই সূত্র ধরে কার্যত

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্বকে স্থানচ্যুত করে প্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব কায়েম করাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতায় আসীন থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি এভাবেই সমার্থক হয়ে যায় প্রভুত্ব বা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের সঙ্গে এবং এই তাত্ত্বিক অবস্থান থেকেই সদ্য করতলগত রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ব্যবহার করে একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতা/শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাস্তব কারণেই যেহেতু বুর্জোয়া প্রভুত্বকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক প্রভুত্ব কায়েম করার প্রশ্নে অগ্রণী ভূমিকা নেয় কমিউনিস্ট পার্টি, সে কারণেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্ষমতা বা প্রভুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় পার্টি এবং স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই ধরে নেওয়া হয় সে পার্টির নীতি চূড়ান্ত, সার্বভৌম ও অভ্রান্ত। এভাবেই পার্টিতান্ত্রিকতা ঐশ্বরিক মহিমার সমতুল্য হয়ে স্থান পায় জনগণের ঊর্ধ্বে এবং তা থেকেই উৎসারিত হয় পার্টির সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা, যা শেষ পর্যন্ত এক চরম আকার ধারণ করে বিপন্ন করে তোলে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বকে।সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়েছে এভাবেই।

রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভুত্ব বা পশুবলের সূচক, এমন একটি ধারণাকে ভিত্তি করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মার্কসীয় ব্যাখ্যাটি গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ বুর্জোয়া প্রভুত্বের বদলে এক বিকল্প প্রভুত্বকে কায়েম করাই হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য।'কারারচনা'য় গ্রামশি রাষ্ট্র সম্পর্কে এই প্রচলিত ব্যাখ্যাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং উপস্থিত করেছেন এক নতুন, এক অর্থে অভিনব, কিন্তু এক আশ্চর্য রকমের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা। গ্রামশির বিচারে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি শুধুমাত্র প্রভুত্ব বা পশুশক্তি নয়; তাঁর মতে, রাষ্ট্র = আধিপত্য + প্রভুত্ব, অর্থাৎ পুরসমাজ + রাজনৈতিক সমাজ, অর্থাৎ, সম্মতি ও পশুশক্তির এক জটিল সমাহার। গ্রামশির এই বক্তব্যের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর বা উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অনুন্নত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পার্থক্যটি, যাকে গ্রামশি চিহ্নিত করেছিলেন 'পশ্চিম' ও 'পূর্বের' পার্থক্য হিসেবে। তাঁর মতে, 'পশ্চিমে' পুঁজিবাদী যথোপযুক্ত বিকাশের ফলে ইতিহাসগত কারণেই গড়ে উঠেছে

একটি উন্নত পুরসমাজ, যেটি হল কার্যত রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে ধনতন্ত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র, অর্থাৎ, এই পুরসমাজের অঙ্গ অসংখ্য অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমেই (যেমন, চার্চ, বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) ধনতন্ত্র তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, নিজেকে টিকিয়ে রাখে। এই পুরসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়েই ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, শ্রমিকস্বার্থবিরোধী, নিজস্ব শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিজাত মতাদর্শকে। পুঁজিবাদের গভীর সংকটের সময় পুরসমাজের এই প্রতিরক্ষাব্যূহকে, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রটি থেকে উৎসারিত মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে ধনতন্ত্র নিজের চারপাশে গড়ে তোলে এক প্রতিরক্ষাবলয় যাকে এক বিকল্প মতাদর্শ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে অতিক্রম না করা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা দুঃসাধ্য। আরো স্পষ্ট করে বললে, গ্রামশির মতে, ‘পশ্চিমে’ ধনতন্ত্র টিকে রয়েছে শুধুমাত্র একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে বা পশুশক্তিকে অবলম্বন করে নয়; ধনতন্ত্র মূলত এতকাল বজায় থেকেছে পুরসমাজের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে মানুষের চিন্তা, বুদ্ধি ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে চার্চ ও অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থা, বুর্জোয়া আদর্শে প্রভাবিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রচারক বিভিন্ন সংস্থা প্রভৃতি। এ ভাবেই ধনতন্ত্র অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে আদায় করে নেয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকূলে জনসাধারণের তথাকথিত সম্মতি, আর একেই গ্রামশি বলেছেন আধিপত্য। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে, গ্রামশির মতে, তাই প্রাধান্য পায় বুর্জোয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিকল্প এক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং এই অত্যন্ত কঠিন ও জটিল সংগ্রামের পরিণতিই বহুলাংশে স্থির করে দেয় রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটি।

‘পশ্চিমের’ তুলনায়, গ্রামশির ভাষ্য অনুসারে, ‘পূর্বের’ দেশগুলিতে ইতিহাসগত কারণেই পুরসমাজ সেভাবে গড়ে ওঠেনি এবং সে কারণে এ সব দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি গৌণ। ফলে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই কার্যত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতের লড়াইয়ে

পর্যবসিত হয়। রাশিয়াতে, গ্রামশির মতে, অক্টোবর বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এই পথে, যেখানে পুরসমাজের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। এভাবেই গ্রামশি ‘পূর্ব–পশ্চিমের’ পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করেছেন দুই ভিন্ন রণকৌশলকে। ‘পশ্চিমের’ ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই–ই প্রধান, কিন্তু তা হবে দীর্ঘস্থায়ী, যাকে গ্রামশি বলেছেন ‘অবস্থায়ী যুদ্ধ’, অপরদিকে ‘পূর্বের’ দেশগুলিতে এই লড়াই রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রূপ নেয়, কারণ সেখানে পুরসমাজের প্রতিরক্ষাবলয় রাষ্ট্রশক্তিকে আড়াল করে রাখে না; গ্রামশি একে বলেছেন ‘চলিষ্ণু সংগ্রাম’।

‘পূর্ব–পশ্চিমের’ পরিস্থিতিগত ও রণকৌশলগত এই পার্থক্য প্রসঙ্গে গ্রামশির ভাষ্যকে কেন্দ্র করে সাধারণভাবে দুটি বিতর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক, সোশ্যাল ডেমোক্রাসি ও ইয়োরোকমিউনিজমের প্রবক্তারা গ্রামশির এই তত্ত্বকে পরোক্ষভাবে সংস্কারবাদী আখ্যা দিয়ে এ কথাই বলে থাকেন যে গ্রামশি কার্যত ‘পশ্চিমের’ দেশগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে হিংসা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি চিরাচরিত মার্কসীয় উপাদানগুলির গুরুত্বকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে শান্তিপূর্ণ বা সংসদীয় পথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাতেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রায় একই সুরে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পেরী অ্যান্ডারসনের মতো বুদ্ধিজীবী গ্রামশির তাত্বিক চিন্তার মৌলিকতা স্বীকার করে নিয়েও অভিযোগ করেছেন যে ‘পশ্চিমে’ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বর্তমানে আর সম্পূর্ণ হিংসানিরপেক্ষ নয়। যখনই দেখা গেছে যে, বুর্জোয়া আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী কোনো গোষ্ঠী বিকল্প আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পুরসমাজে একচ্ছত্র বুর্জোয়া আধিপত্যকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হয়েছে, তখনই তাকে শিকার হতে হয়েছে রাষ্ট্রীয় দমননীতির।

গুরুত্বপূর্ণ, জটিল ও বিতর্কিত এই বিষয়টির মীমাংসা করতে হলে সম্ভবত তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত প্রশ্নকে এখানে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক: আধিপত্যের ধারণা গ্রামশির চিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকলেও গ্রামশি কি প্রকৃত অর্থে হিংসা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি ধারণার

প্রয়োজনীয়তাকে পশ্চিমের দেশগুলিতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন? ‘কারারচনা’ খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে, এই ধারণা বা ব্যাখ্যা বহুলাংশেই সঠিক নয়। এখানে খেয়াল রাখা দরকার যে আধিপত্যের প্রশ্নকে এতটা গুরুত্ব দেবার একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ ছিল। বরদিগার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে গ্রামশি অত্যন্ত সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল শুধুমাত্র পেশীশক্তি, বলপ্রয়োগ ও হিংসাকে আশ্রয় করে নয়। ইতালির আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ, তার অনগ্রসরতা, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাশিবাদ ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল বহুল পরিমাণে জনগণের সম্মতি আদায় করে, এই সীমিত অর্থে আধিপত্যকামী শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে পি সি আই-এর পক্ষে তাই সম্ভব হয়নি সরাসরি আঘাত হেনে ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করা। পরবর্তীকালে জর্মনিতে নাৎসিদের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ এভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল তার নিজস্ব ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি ও দর্শনকে জনগণের এক বিপুল অংশের মধ্যে অত্যন্ত সুকৌশলে সঞ্জীবিত করে, বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়। কিন্তু পুরসমাজ, আধিপত্য ইত্যাদি ধারণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও এ কথা কি বলা চলে যে গ্রামশি হিংসা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি উপাদানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন? ‘কারারচনা’য় অন্তত দুটি বক্তব্য থেকে কিন্তু এর বিপরীত ধারণাতেই উপনীত হতে হয়। প্রথমত, গ্রামশি রাষ্ট্র = দমনমূলক, বল-প্রয়োগকারী এক শক্তি, এই চিরাচরিত মার্কসীয় ব্যাখ্যার পরিমার্জন ও পরিবর্তন ঘটিয়ে তার চৌহদ্দিকে প্রসারিত করে যখন বলেন রাষ্ট্র =পুরসমাজ + রাজনৈতিক সমাজ, অর্থাৎ আধিপত্য + প্রভুত্ব, বা সম্মতি + পশুশক্তি, তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই শেষ কথা নয়, কারণ দমননীতি, হিংসা, বলপ্রয়োগ এ সবই রাষ্ট্রশক্তির অঙ্গীভূত। এই প্রসঙ্গেই তিনি মাকিয়াভেল্লির নৃসিংহের ধারণাটি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রশক্তি হল অর্ধ মানুষ ও অর্ধ পশু, অর্থাৎ,

সম্মতি ও পশুবলের এক বিচিত্র সমাহার। দ্বিতীয়ত, ‘কারারচনা’য় গ্রামশি এ কথা বিভিন্ন স্থানে নানা ভাবে বলেছেন যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং শেষ বিচারে ‘সামরিক উপাদানটিই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে’, অর্থাৎ, সরাসরি সংঘর্ষ বা চলিষ্ণু সংগ্রামের মাধ্যমেই জয়-পরাজয়ের প্রশ্নটির নিরসন হবে।

দুই: চিরায়ত মার্কসবাদের ঐতিহ্যে আধিপত্য সংক্রান্ত ধারণাটির উদগাতা ছিলেন স্বয়ং লেনিন। গ্রামশি তাঁর ‘কারারচনা’তে এ রকম ইঙ্গিত স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন যে, এই বিষয়টির আলোচনার ক্ষেত্রে বহুলাংশে তিনি লেনিনের কাছেই দায়বদ্ধ। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরবর্তী স্তরে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েও লেনিন বারে বারেই একটি কেন্দ্রীয় সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে বলেছেন সেটি হল: বলশেভিক আদর্শকে, সমাজতন্ত্রের ধারণাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে প্রত্যয়সিদ্ধভাবে, সচেতনভাবে সঞ্জীবিত করতে পারার ক্ষমতার ওপরেই বহুলাংশে নির্ভর করবে সোভিয়েত বিপ্লবের ভবিষ্যৎ। তবে পরিস্থিতিগত কারণেই লেনিন আধিপত্যের এই ধারণাকে প্রধানত ব্যবহার করেছিলেন কিছুটা সীমিত অর্থে, মূলত রাজনৈতিক অর্থে। বলশেভিকবাদকে রাজনৈতিকভাবে সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন ছিল আধিপত্যের স্তরে সংস্কারবাদ ও রক্ষণশীলতাকে প্রতিহত করে সঠিক ও সার্থক বিপ্লবী ভাবনায় জনগণকে দীক্ষিত করা। গ্রামশি মৌলিকভাবে লেনিনের এই ধারণাটিরই বিকাশ ও প্রসার ঘটান। গ্রামশি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে এক বিকল্প মনন ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে শুধু যে আধিপত্যের ধারণাটির বিকাশ ঘটিয়েছেন, তা নয়; রাজনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদ সাধারণভাবে যে অতিসরলীকৃত কতকগুলো ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়, অর্থাৎ রাজনীতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সঙ্গেই সম্পর্কিত, অথবা রাষ্ট্র বলতে বোঝায় কেবলমাত্র প্রভুত্বকামী, দমনমূলক এক শক্তিকে, তাকেও তিনি বদলে দিয়েছেন। গ্রামশির এই অবদান আপাতদৃষ্টিতে

সনাতনী মার্কসবাদের চিন্তার সঙ্গে সুসমঞ্জস না হলেও প্রকৃত অর্থে তিনি মার্কসবাদেরই বিকাশ ঘটিয়েছেন এক মৌলিক সৃজনশীল পথে।

তিন: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর এ কথা মোটামুটিভাবে সব বামপন্থী ও মার্কসবাদীরাই স্বীকার করেন যে লেনিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল, বহুলাংশেই, বিশেষত যুদ্ধোত্তর পর্বের আধুনিক সোভিয়েত দেশে, সেটি ব্যর্থ হয়েছিল বৃহত্তর জনসমাজে, অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের আদর্শ, সংস্কৃতি, মনন ও দর্শন সম্পর্কে কোনো প্রত্যয়সিদ্ধ ধারণা গড়ে তুলতে। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে গ্রামশির আধিপত্য ও প্রভুত্বের ধারণাগত পার্থক্যের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। লেনিন সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, প্রভুত্বকামী শক্তি হিসেবে নয়, আধিপত্যকামী রাজনীতি ও মতাদর্শ হিসেবে এবং সে কারণেই তাঁর জীবদ্দশায় অহেতুক দমনপীড়ন বলপ্রয়োগের নীতিকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। লেনিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের যে মডেলটি গড়ে উঠেছিল, মূলত সেটি ছিল আধিপত্য নয়, বুর্জোয়া প্রভুত্বের অবসানের পর এক বিকল্প প্রভুত্বের সূচকমাত্র, যার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল পার্টিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রশক্তি। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্রমেই বেড়ে উঠেছিল পার্টি-রাষ্ট্রের ওপরে নির্ভরতা। আরো সহজ করে বললে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটি যদি হয় পুরসমাজ, যার মাধ্যমেই ব্যক্তি সচেতন হয় তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে, সেই পুরসমাজকে গড়ে তোলার কোনো অবকাশ লেনিনোত্তর পর্বের সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল না। সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি জনগণের সম্মতি বা আনুগত্য আদায়ের প্রশ্নে যদি নেতৃত্ব দেয় এক প্রবল প্রতাপশালী রাষ্ট্রশক্তি, অর্থাৎ, প্রভুত্বের মাধ্যমে যদি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়, তার পরিণতিতে সেই ব্যবস্থার বিপর্যয় ইতিহাসগত ও তত্ত্বগত, উভয় কারণেই অনিবার্য। সমাজতন্ত্রের প্রভুত্বকামী মডেল অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপাতসাফল্য এনে দিয়েছিল, অন্তত সামাজিক-

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিরিশের দশকে; এবং হয়ত সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কিছুটা পরিমাণে দমননীতি ও শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনও সমাজতন্ত্রের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল প্রতিবিপ্লবী, সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করতে; কিন্তু সেই মডেলটি যখন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েও প্রায় সাত দশক জুড়ে চরিত্রগতভাবে স্থায়ী ও অটুট থেকে যায়, তখন সৃষ্ট হয় জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা; সাধারণ মানুষ তখন সমাজতন্ত্রকেই করে অভিযুক্ত। আধিপত্যের প্রশ্নটিকে যথার্থভাবে বিবেচনা না করার ফলে জনমানসে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এই প্রভুত্বকামী পার্টি-রাষ্ট্র যে ধারণার জন্ম দেয়, তা পরিণত হয় এক অর্থহীন, কেতাবি যান্ত্রিকতায়।

আধুনিক যুগে মার্কসবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রামশি আজ কতটা পরিমাণে প্রাসঙ্গিক, তার উত্তর খুঁজতে হলে একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সাধারণভাবে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তার স্থিতির সামগ্রিক ইতিহাস পর্যালোচনা করার সময় লেনিন ও লেনিন-পরবর্তী অধ্যায়ের মধ্যে এক ধরনের প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ছিল এ কথা স্বীকার করে নেয়, স্তালিনপর্বের ত্রুটিবিচ্যুতি মেনে নিয়েও। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর স্তালিনবাদের সমালোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এ কথা এখন সবারই জানা। কিন্তু যে প্রশ্নটি অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লবের ইতিহাসচর্চায় প্রায় উপেক্ষিত রয়ে গেছে, সেটি হল লেনিনবাদের সঙ্গে স্তালিনবাদের সম্পর্কের বিষয়টি। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রভুত্বকামী রাষ্ট্রব্যবস্থার যে মডেলটি গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে লেনিনের চিন্তা ও দর্শনের যে আদৌ কোনো মিল ছিল না, সম্ভবত এখন আর তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু এই প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে রুশ বিপ্লব ও সে দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে ব্যাখ্যা সাধারণভাবে এতকাল ধরে দেওয়া হয়েছে এবং যা প্রায় সব কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই ছিল সর্বগ্রাহ্য, সেটি

প্রকৃতপক্ষে জন্ম দিয়েছে এক বিকৃত ইতিহাসবোধের এবং যার পরিণতিতে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কসবাদের তত্বগত চিন্তার ধারাটি। এই ভ্রান্ত ইতিহাসবোধ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে দুটি ভ্রান্ত ধারণা: এক, সোভিয়েত ইউনিয়নে যে প্রভুত্বকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেটি ছিল লেনিনবাদেরই বাস্তব রূপায়ণ, যদিও এই প্রচেষ্টায় স্তালিনপর্বে বেশ কিছু গুরুতর ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে গিয়েছিল; এই যুক্তিতে স্তালিনীয় মডেলটি হয়ে দাঁড়ায় লেনিনবাদের সার্থক পরিণতি এবং প্রতিষ্ঠিত হয় লেনিন–স্তালিন ধারাবাহিকতার তত্ব। দুই, এই যুক্তিতেই হারিয়ে যায় সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও তার স্থিতি সম্পর্কে লেনিনের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল বলশেভিকদের প্রভুত্ব নয়, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটির ওপরে; তারই সূত্র ধরে গ্রামশি হারিয়ে যান মার্কসবাদের মূল স্রোতধারা থেকে, কারণ গ্রামশি ছিলেন এই উপেক্ষিত, অনাবিষ্কৃত, অনুল্লেখিত, ভিন্ন লেনিনেরই সার্থক উত্তরসূরি। পি সি আই–এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নাপোলিতানো এরিখ হবসব্যমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে[31] গ্রামশির চিন্তাকে যুদ্ধোত্তর ইতালির কমিউনিস্ট আন্দোলনে অঙ্গীভূত করার ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ধরনেরই এক পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর মতে, দীর্ঘকাল ধরে ইতালির কমিউনিস্টদের কাছে মার্কসবাদের দুটি ভিন্নধর্মী ধারার অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল। একটির স্রষ্টা ছিলেন গ্রামশি, যিনি মার্কসবাদ ইতালিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার নিজস্ব জমিতে, তার নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এবং সে কারণেই ‘কারারচনা’–র স্রষ্টা গ্রামশির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারণাকে বৃহত্তর, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে তাদের আনুগত্যকে সুনিশ্চিত করা। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসমাজের সম্মতি আদায়ের সঙ্গে জড়িত গণতন্ত্রের বিষয়টি, এভাবেই প্রাধান্য পেয়েছিল গ্রামশির চিন্তায়। অপর ধারাটি যুক্ত ছিল সমাজতন্ত্র ও লেনিনবাদ সম্পর্কে স্তালিনকৃত ভাষ্যের সঙ্গে, যেটির প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিল স্তালিনের ‘সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি

(বলশেভিক)–এর ইতিহাস'। এই সাক্ষাৎকারটি থেকেই জানা যায় যে 1956 সালের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের সময় পর্যন্ত ইতালির কমিউনিস্টদের মধ্যে এই দুই ধারার বিরোধ ও বৈপরীত্য সম্পর্কে কার্যত কোনো সচেতনতা ছিল না।1956 সালের পরেই প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গণতন্ত্রের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচিত হতে শুরু করে এবং এভাবেই গ্রামশি চিহ্নিত হন মার্কসবাদের বিকাশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারার স্রষ্টা হিসেবে।

অপর একটি বিষয়, যেটিকে কেন্দ্র করে গ্রামশির বক্তব্য সাধারণভাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে সংশয় ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে, সেটি হল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিতর্কিত প্রশ্নটিকে বিচার করতে হলে গ্রামশির চিন্তাকে দুটি স্তরে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এক: গ্রামশির মতে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে সমাজে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে হলে তাকে হতে হবে সমগ্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনন ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক; কারণ একমাত্র সেক্ষেত্রেই পার্টির নেতৃত্ব হবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন এবং এভাবেই পার্টি সমাজে স্থান করে নেবে আধিপত্যকামী এক শক্তিরূপে। মাকিয়াভেল্লি পঞ্চাশ-ষোড়শ শতকের ইতালিতে যেমন কল্পনা করেছিলেন এক কাল্পনিক 'রাজকুমারের', গ্রামশি তেমনভাবেই অতীতের এই অসাধারণ চিন্তাবিদকে অনুসরণ করে তাঁর 'কারারচনায়' পার্টিকে আখ্যায়িত করেছেন 'আধুনিক রাজকুমার' হিসেবে। মাকিয়াভেল্লি তাঁর 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ের সর্বশেষ অণুচ্ছেদে যেমন কল্পনা করেছিলেন ভবিষ্যতের সেই রাজকুমারের আবির্ভাবকে, যার মাধ্যমে সূচিত হবে ইতালির নবজন্ম এবং যাঁর নেতৃত্ব ও উপস্থিতিতে খণ্ডিত, দুর্বল ইতালির মানুষ স্বাগত জানিয়ে তাঁকে বরণ করবে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ও প্রবল উৎসাহে, তেমনভাবেই গ্রামশি মাকিয়াভেল্লির এই বক্তব্যকে স্মরণ করে আধুনিক ইতালিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিকে, যেখানে পার্টি হবে জনগণের সার্বিক স্বার্থের যোগ্যতম প্রতিনিধি। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গ্রামশি তাঁর এই অভিনব তাত্ত্বিক চিন্তার মাধ্যমে এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন

যে, পার্টিকে নেতৃত্বের এই পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করাটাই যথেষ্ট নয়; প্রলেতারিয়তের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থের সীমানাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিতে হবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে, অর্থাৎ, পার্টি জন্ম দেবে এক নতুন চেতনা ও বিশ্ববীক্ষার, যা অতিক্রম করে যাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকেন্দ্রিক আন্দোলনের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতাকে।
দুই: পার্টি সংগঠনের প্রশ্নেও গ্রামশির চিন্তা ছিল অভিনব। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি কমিউনিস্ট পার্টিতে যে কার্যত আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হয়, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তাই 1926 সালে লিও কংগ্রেসের সময় থেকে ‘কারারচনা’ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই তাঁর নজর ছিল পার্টিকে একটি সচল সংগঠনে পরিণত করা, যেখানে যথার্থ মেলবন্ধন ঘটবে গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার। গ্রামশি এক দিকে যেমন প্রবল গুরুত্ব দিয়েছেন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিচক্ষণতার বিষয়টিকে, অপরদিকে তিনি বারেবারেই আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন পার্টির নিচের তলায় কর্মী ও মধ্যস্তরের ক্যাডারদের প্রতি। গ্রামশির মতে, কমিউনিস্ট পার্টি সচল সংগঠন হিসেবে তখনই কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে যদি গুরুত্ব দেওয়া হয় সাধারণ কর্মীদের মতামতকে, আঞ্চলিক স্তরে কর্মরত পার্টিকর্মীদের মধ্য থেকে উঠে আসা গণউদ্যোগকে। এভাবেই চলমান থাকতে পারে নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীদের যোগসূত্রটি। ‘কারারচনায়’ গ্রামশি আরো বলেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামরত সেনানায়ককে যেমন খেয়াল রাখতে হয় যে তাঁর অবর্তমানে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সাধারণ সৈনিকদের মধ্য থেকেই উঠে আসা আগামী দিনের কোনো সেনাপতিকে, তেমনভাবেই পার্টিনেতৃত্বকে প্রস্তুত রাখতে হবে আগামী প্রজন্মের নেতৃত্বকে, যার ভিত্তি হবে মধ্যস্তরের ক্যাডার এবং যে ক্যাডাররা উঠে আসবে নিচের তলার কর্মীদের মধ্য থেকে। এভাবেই গতিশীল রাখতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি জৈবিক সংগঠন হিসেবে, যেখানে তৃণমূল স্তরে গণউদ্যোগের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সংমিশ্রণ হবে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পার্টি সম্পর্কে গ্রামশির এই অত্যাধুনিক চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য ঘটানো যথেষ্ট কঠিন কাজ। মার্কসবাদের চিরাচরিত ভাষ্য ও প্রয়োগ সাধারণভাবে এ ধারণাই সৃষ্টি করে যে কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির মূল কথাটি হল কেন্দ্রিকতা এবং পার্টি শৃঙ্খলার নামে পার্টির অভ্যন্তরে গণ উদ্যোগ, গণতন্ত্র বা ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারকে প্রয়োজনমতো চূড়ান্তভাবে খর্ব করার অধিকার পার্টি নেতৃত্বের একচ্ছত্রভাবেই রয়েছে। পি সি আই প্রতিষ্ঠিত হবার পর বরদিগার সঙ্গে গ্রামশির মতবিরোধের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল এটিই; পরবর্তীকালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এই কেন্দ্রিকতার নীতিকে অনুসরণ করেই অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং পৃথিবীর সব কমিউনিস্ট পার্টিই মোটামুটিভাবে এতকাল এই ধাঁচেই পরিচালিত হয়ে এসেছে। কেন্দ্রিকতা ও নেতৃত্বসর্বস্ব কমিউনিস্ট পার্টির এই মডেলই প্রতিষ্ঠিত করে তার সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং পার্টির অভ্যন্তরে জন্ম দেয় ক্ষমতালিপ্সা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও স্থবিরত্বকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লেনিনের জীবদ্দশাতেই তাঁর একাধিক সতর্কবাণী সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি মূলত এই পথেই সংগঠিত হয়েছিল এবং কেন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ও গণতন্ত্রকে নিরুৎসাহিত করার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই। স্তালিনপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টিকেন্দ্রিকতা চরম আকার ধারণ করেছিল এবং তার সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে লেনিনকে উদ্ধৃত করেই।1902 সালে লেনিনের 'হোয়াট ইজ টু বি ডান?' রচনায় লেনিন অবশ্যই আত্মগোপনকারী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে বিপ্লব, সংগঠন ও শ্রেণীস্বার্থে কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতেই গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন: আবার 1921 সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে লেনিনের উদ্যোগেই পার্টির অভ্যন্তরে উপদলীয় গোষ্ঠী ও মত প্রচারের স্বাধীনতাকে খর্ব করে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই সেটিকে অনুকরণীয় মনে করে। কিন্তু এ সবেরই ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল। 1902 সালে লেনিন যে ধাঁচে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে

তোলার কথা ভেবেছিলেন, সেটি ছিল জারশাসিত রাশিয়ার অস্বাভাবিক অগণতান্ত্রিক, শ্বাসরোধকারী পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষত 1905 সালে ব্যর্থ রুশ বিপ্লব এবং তার সঙ্গে জড়িত একাধিক অভূতপূর্ব গণআন্দোলনের পর লেনিন এই কেন্দ্রিকতার বিষয়টিকে শুধুমাত্র আঁকড়ে থাকেন নি। 1917 সালের রুশ বিপ্লবের সময় পর্যন্ত লেনিন বারেবারেই গুরুত্ব দিয়েছেন সোভিয়েত, অর্থাৎ তৃণমূল স্তরে জনগণের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার প্রশ্নটির ওপরে, এবং যার অস্তিত্ব হবে পার্টি নিরপেক্ষ। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে লেনিনের শ্লোগান ছিল, সব ক্ষমতা দিতে হবে সোভিয়েতকে। আবার 1921 সালে লেনিন যে প্রস্তাব এনেছিলেন, তারও প্রেক্ষাপট ছিল বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, যেখানে তাঁর মনে হয়েছিল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে বলশেভিক পার্টির অস্তিত্বকেই অনেকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। কিন্তু লেনিন এই প্রস্তাব এনেছিলেন একটি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে, পাকাপাকিভাবে পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রোধ করে দেবার জন্য নয়।

লেনিন প্রসঙ্গে প্রায়শই যখন বলা হয়ে থাকে তিনি ছিলেন কেন্দ্রিকতার সমর্থক, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্তায় গণতান্ত্রিক উপাদানের গভীর অস্তিত্বকেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এ কথা খেয়াল রাখা হয় না যে লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে ও পরবর্তী পর্যায়ে কোনো সময়েই জনগণের ঊর্ধ্বে এক সর্বগ্রাসী পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন নি। জীবনের শেষ পর্যায়ে লেনিন বারেবারেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন বলশেভিকদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তৃণমূল গণতন্ত্রকে, সোভিয়েতগুলিকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় করে দেবার মারাত্মক প্রবণতা সম্পর্কে। স্তালিনপর্বে ও স্তালিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুদিন পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিল এই আগ্রাসী, সর্বময় পার্টিকেন্দ্রিকতা ও তার সঙ্গে জড়িত পার্টি আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লেনিনের একগুচ্ছ প্রস্তাব।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে লেনিন বারেবারেই এর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন যে এই

কেন্দ্রিকতাকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সোভিয়েতগুলিকে তাদের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে দেওয়া, পার্টির কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য শ্রমিকদের দিয়ে একটি তদারকি সংস্থা গড়ে তোলা যার কাছে প্রয়োজনে পার্টি নেতৃত্বকে জবাবদিহি করতে হবে, পার্টির সদস্য নয় এমন মানুষদের সঙ্গে পার্টির গণসংযোগ গড়ে তোলা, কেন্দ্রীয় কমিটির আয়তন বৃদ্ধি করা, যাতে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে পার্টিনেতৃত্ব সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে, পার্টির অভ্যন্তরে মত বিনিময় এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশকে গড়ে তোলার জন্য বুলেটিন প্রকাশ করা প্রভৃতি। কিন্তু লেনিনের অবর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত দশকগুলিতে লেনিনের এই সৃষ্টিশীল, গণতান্ত্রিক ভাবনাকে কার্যত উপেক্ষা করাই হয়েছিল এবং তার পরিণতিতে লেনিনকে চিত্রিত করা হয়েছিল কেন্দ্রিকতার পৃষ্ঠপোষক ও প্রবক্তা হিসেবে।

লেনিনের রাজনৈতিক চিন্তায় গণতান্ত্রিক উপাদানের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করার পরিণতি হিসেবেই গ্রামশি ও রোজা লুকসেমবুর্গের মতো সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কার্যত ব্রাত্য রয়ে গেছেন। পার্টি নয়, জনগণ ও তাদের নিজস্ব সংগঠন সোভিয়েতকেই সমাজতন্ত্রের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করার আহ্বানের মাধ্যমে লেনিন যে 'দ্য সিভিল ওয়্যার ইন ফ্রান্স'-এর রচয়িতা কার্ল মার্কসের মতোই কার্যত এক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার তাৎপর্যটি অনুধাবন করে 'লোর্দিনে নুওভো'-পর্বের, তুরিনের ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক গ্রামশি অন্বিত হয়ে যান 'দ্য স্টেট অ্যান্ড রেভোল্যুশনে'র রচয়িতা লেনিনের সঙ্গে একই সূত্রে, একই ধারাবাহিকতায়।

সমাজতন্ত্রের বর্তমান সংকটের দিনে, ভারতবর্ষের মতো দেশে বামপন্থীদের কোনো কার্যকরী ও হস্তক্ষেপকারী ভূমিকা পালনের ব্যর্থতার পরিবেশে গ্রামশির প্রাসঙ্গিকতা আজ কতটুকু, সে প্রশ্নের মীমাংসা করে দেন এই অজানা, অনাবিষ্কৃত, ভিন্ন এক লেনিন, যিনি অবসর সময়ে 'পরামর্শ করতেন মার্কসের সঙ্গে'। ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের একটি

দেশেও একের পর এক সংকটের মোকাবিলা করে বুর্জোয়া শ্রেণী বলপ্রয়োগ ও সীমিত অর্থে এক ধরনের আধিপত্যের (গ্রামশির ভাষায় 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব') যথোপযুক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তার নিজস্ব শাসন কায়েম রেখেছে কীভাবে, তার উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে গ্রামশির 'কারারচনাতে', যেখানে এই 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের' ধারণাটি ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে 'রিসর্জিমেনতো' পর্বে প্রকৃত বৈপ্লবিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের সুযোগ নিয়ে ইতালির বুর্জোয়াশ্রেণী কেমন করে সক্ষম হয়েছিল নেতৃত্বকে হাতছাড়া না করে এবং জনগণকে ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব শ্রেণীলক্ষ্য চরিতার্থ করতে। এ দেশেও জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম, আঞ্চলিকতার মতো উপাদানকে ব্যবহার করে বামপন্থা ও বামপন্থীদের যখন কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছে, যখন সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে তাদের বোধ ও চেতনাকে আচ্ছন্ন ও কার্যত ভোঁতা করে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মতাদর্শগত কৌশল অবলম্বন করে, তখন এক বিকল্প বৈপ্লবিক ভাবনা ও রণকৌশলের সন্ধান দেন গ্রামশি; আগামী দিনে গ্রামশির দৈহিক অনুপস্থিতি এভাবেই সম্ভবত জানান দেবে তাঁর তাত্ত্বিক উপস্থিতিকে, সুনিশ্চিত করবে তাঁর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতাকে।

সূত্রনির্দেশ:

1. এ বি ডেভিডসন, 'দ্য ভ্যারিইং সিজনজ অফ্ গ্রামশিয়ান স্টাডিজ', 'পলিটিক্যাল স্টাডিজ' সংখ্যা 20, 4 ডিসেম্বর 1972।

2. নীল ম্যাক্কিনেস্, 'আনতোনিও গ্রামশি', 'সারভে' সংখ্যা 53, অক্টোবর 1968।

3. সি মুফে অ্যান্ড এ. এস, স্যাসুন, 'গ্রামশি ইন ফ্রান্স অ্যান্ড ইটালি– এ রিভিউ অফ দ্য লিটারেচার', 'ইকনমি অ্যান্ড সোসাইটি', 6, সংখ্যা 1, 1977 ।

4. জি এলে, 'রিডিং গ্রামশি ইন্ ইংলিশ অবজারভেশনস্ অন দ্য রিসেপশন অফ্ আনতোনিও গ্রামশি ইন্ দ্য ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্লড,

1957–82 ', 'ইয়োরোপিয়ান হিস্ট্রি কোয়ারটারলি', সংখ্যা 14, অক্টোবর 1984।
5. ডেভিড ফরগাক্স, 'গ্রামশি অ্যান্ড মার্কসিজম্ ইন ব্রিটেন', 'নিউ লেফ্ট রিভিউ', সংখ্যা 176, জুলাই–আগস্ট 1989 ।
6. ঐ
7. ডোনাল্ড স্যাসুন (সম্পাদিত), 'অন গ্রামশি অ্যান্ড আদার রাইটিংস, বাই পামিরো তোইলিয়াত্তি', লন্ডন, 1979।
8. ডেভিডসন, 'দ্য ভ্যারিইং সিজনজ'।
9. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মার্ক পোস্টার, 'একজিসটেনশিয়াল মার্কসিজম ইন্ পোসট্ওয়ার ফ্রান্স: ফ্রম সাত্র টু আলতুসে' (প্রিন্সটন, 1979)।
10. জি ফিওরি, 'আনতোনিও গ্রামশি লাইফ অফ্ এ রেভোলুশনারি', লন্ডন, 1979।
11. জি. এ উইলিয়ামস্, 'গ্রামশিজ কনসেপ্ট অফ এগেমোনিয়া', 'জার্নাল অফ দ্য হিস্ট্রি অফ আইডিয়াজ', সংখ্যা 21 , ডিসেম্বর 1979।
12. জে এম ক্যামেট, 'আনতোনিও গ্রামশি অ্যান্ড দি অরিজিনস্ অফ্ ইট্যালিয়ান কমিউনিজম', স্ট্যানফোর্ড, 1967।
13. জন মেরিংটন, 'থিওরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস্ ইন্ গ্রামশিজ মার্কসিজম', 'সোস্যালিস্ট রেজিস্টার', লন্ডন, 1968 ।
14. লুই আলতুসে, 'মার্কসিজম ইজ নট্ হিসটরিসিজম', ইন্ লুই আলতুসে অ্যান্ড ই বালিবার, 'রিডিং ক্যাপিটাল', লন্ডন,1971 ।
15. লুই আলতুসে, 'অন্ আইডিঅলজি অ্যান্ড আইডিঅলজিক্যাল স্টেট্ অ্যাপার‍্যাটাসেস', 'লেনিন অ্যান্ড ফিলসফি অ্যান্ড আদার এসেজ', লন্ডন, 1971, পৃ.136, পাদটীকা 7 ।
16. সি বুচি–গ্লুক্সম্যান, 'গ্রামশি অ্যান্ড দ্য স্টেট' লন্ডন, 1980 ।
17. কিউ হোর–অ্যান্ড জি এন স্মিথ (সম্পাদিত), 'সিলেকশন্স ফ্রম্ দ্য প্রিজন নোটবুক্স অফ অনতোনিও গ্রামশি', লন্ডন, 1971 ।
18. এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সি মুফে (সম্পাদিত), 'গ্রামশি অ্যান্ড মার্কসিস্ট থিওরি', লন্ডন, 1979।

19. পাওলো স্প্রিয়ানো, 'আনতোনিও গ্রামশি অ্যান্ড্রু দ্য পার্টি: দ্য প্রিজন ইয়ারস্' লন্ডন, 1979 ।
20. স্যাসুন (সম্পাদিত), 'অন গ্রামশি অ্যান্ড আদার রাইটিংস'।
21. এই দলিলটির পূর্ণাঙ্গ পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য কিউ হোর (সম্পাদিত), আনতোনিও গ্রামশি, 'সিলেকশনস্ ফ্রম্ পলিটিক্যাল রাইটিংস্', (1921-1926), লন্ডন, 1978, পৃ. 340-375 ।
22. পি তোইলিয়াত্তি, 'লেকচার্স অন ফ্যাসিজম্', নিউ ইয়র্ক, 1976 ।
23. পি তোইলিয়াত্তি, 'দ্য ফরমেশন অফ দ্য লীডিং গ্রুপ অফ দ্য ইট্যালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি ইন 1923-1924' , স্যাসুন (সম্পাদিত), 'অন্ গ্রামশি অ্যান্ড আদার রাইটিংস'।
24. 'দি ইটালিয়ান রোড টু সোশ্যালিজম অ্যান্ড ইন্টারভিউ বাই এরিখ হব্সবম্ উইথ জি ন্যাপোলিতানো', লন্ডন, 1977, পৃ. 46-47 ।
25. এই চিঠির পূর্ণাঙ্গ পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য হোর (সম্পাদিত), 'গ্রামশি সিলেকশন্স (1921-1926)', পৃ. 426-432 ।
26. ঐ, পৃ. 432-440
27. ফ্রাংকো আন্দ্রেউচ্চি অ্যান্ড মাল্কম সিলভারস্, 'দি ইট্যালিয়ান কমিউনিস্টস্ রাইট দেয়ার হিস্ট্রি', 'সায়েন্স এ্যান্ড সোসাইটি', 60, সংখ্যা 1, স্প্রিং, 1976 ।
28. স্প্রিয়ানো, 'দ্য প্রিজন ইয়ারস্' পৃ. 43-44 পাদটীকা৪ ।
29. এই পত্রাবলির পূর্ণাঙ্গ পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য স্প্রিয়ানো, 'দ্য প্রিজন ইয়ারস্', পৃ. 181-186 ।
30. আলেসান্দ্রো নাত্তা, 'রিকলেকশন অন গ্রামশিজ হিস্টরিক্যাল লিগেসি', 'দি ইট্যালিয়ান কমিউনিস্টস্' সংখ্যা 1, জানুয়ারি-মার্চ,1987 ।
31. 'দি ইট্যালিয়ান রোড টু সোশিয়ালিজম', পৃ. 5-6 ।

অজিত রায় প্রণীত ‘আন্তোনিও গ্রামসি: জীবন ও তত্ত্ব’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় 1960 সালের নভেম্বর মাসে। প্রকাশক, পার্ল পাবলিশার্স। অজিত রায় যখন গ্রামসির জীবন ও তত্ত্ব নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করছেন সে সময় উভয় বাঙলায়, এশিয়ায়, এমন কি পৃথিবীপৃষ্ঠে উপস্থিত অপরাপর মহাদেশগুলিতেও , এমনকি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলেও, আন্তোনিও গ্রামসি বহুচর্চিত ছিলেন না। যদিও, সাম্প্রতিক পৃথিবীতে আন্তোনিও গ্রামসির রচনাগুলি সুলভ এবং গ্রামসির জীবন ও তত্ত্বকে কেন্দ্র করে কয়েক সহস্র গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে এবং সেই সূত্রে গ্রামসির ভাবনাগুলির বিষয়ে কয়েক শত পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা ও আখ্যান রচিত হয়েছে ।

এরই ভিতর অজিত রায় এই বইটিতে গ্রামসির জীবন ও তত্ত্ব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বয়ান উপস্থিত করেছেন। অজিত রায়

(1920-2011) নিজে ছিলেন একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সংগঠক। গ্রামসির জীবন ও তত্ত্ব নিয়ে অজিত রায়ের এই বইটি ভারতে গ্রামসি চর্চার একটি মাইল ফলক।
বইটির কিছু অংশ আমরা এখানে সংকলিত করেছি, তার মানে এই নয় যে, বইটির বাকি অংশগুলি নিতান্তই কম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। বইটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা এই বইটির দিকে মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। মূল বইটি আর্কাইভডটওআরজি (archive.org) ইলেকট্রনিক গ্রন্থাগারে, পড়ার জন্যে এবং ডাউনলোড করার জন্যে, সহজভাবে লভ্য। (link: https://archive.org/details/ in.ernet.dli.2015.298810)। মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই মূল গ্রন্থটি পাঠ করবেন।

আন্তোনিও গ্রামসি: জীবন কথা । অজিত রায়
পর্ব দুই

(আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব, অজিত রায়, প্রথম ভাগ, জীবন কথা, দুই, পার্ল পাবলিশার্স, নভেম্বর, 1960। জীবন কথা, দ্বিতীয় পর্ব-এর সম্পূর্ণ, পৃষ্ঠা 14 থেকে 21, এখানে পুনর্মুদ্রিত হল)

1916 সনের গোড়ার দিকেই গ্রামসি এসে বাসা বাঁধলেন তুরিনের এক প্রধান শ্রমিক কেন্দ্রে-বাড়িটিতে ছিল জেনারেল ওয়াকার্স এসোসিয়েশন, রেল-শ্রমিক সমবায় এবং আরও কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস। তা'ছাড়াও ছিল 'ইল গ্রিদো দেল পোপোলো' নামে সাময়িক পত্র এবং মিলান থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দৈনিক 'অবন্তি'র স্থানীয় অফিস; এবং সর্বোপরি ছিল সোশ্যালিস্ট পার্টির স্থানীয় কেন্দ্র। দু'জন সহকর্মী নিয়ে গ্রামসি 'অবন্তি'র কাজকর্ম চালাতেন, সঙ্গে সঙ্গে 'ইল গ্রিদো'তেও

লিখতেন। এই সময়ে অবশ্য অধিকাংশ লেখা তাঁর স্বনামে প্রকাশিত হত না-বড়জোর, কখনো কখনো এ.জি. এই দুটি আদ্যাক্ষর জুড়ে দিতেন।

যদিও গ্রামসির সঙ্গে একই সময়ে তাঁর তিন বন্ধু, এঞ্জেলো তাস্কা, উমবার্তো তেরাসিনি ও পালমিরো তোগলিয়াত্তিও সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দ্বিয়েছিলেন, তবুও তুরিনে এই প্রথম যুগে তাঁদের সাহচর্য পাবার সুযোগ গ্রামসির ছিল না। দৈহিক প্রতিবন্ধকতার জন্যে গ্রামসি অবশ্য সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুদের সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল।

'ইল গ্রিদো' ও 'অবন্তি'-এই দুটি পত্রিকায় গ্রামসি অবশ্য অনেক লেখাই লিখেছেন-তাঁর নিজের হিসেবে, এই সব লেখা ছাপা হলে তা 10 থেকে 20 খন্ড 400 পৃষ্ঠার বই হত। তবে তাঁর নিজের মতে এই সব তাৎক্ষণিক রচনার বিশেষ কোন স্থায়ী মূল্য ছিল না। তবে এই সময়ের রচনাতেও তাঁর একটি মৌলিক প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বৈপ্লবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে যোগসূত্রের গুরুত্ব। 1916 সনের একটি নিবন্ধে দেখা যায় তিনি লিখেছেন: 'প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্ববর্তী হচ্ছে সমাজ সমালোচনায় ঐকান্তিক অভিনিবেশ, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও বিস্তার' ।এই প্রসঙ্গে তিনি ফরাসি বিপ্লবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন- প্রবুদ্ধি (এনলাইটেনমেন্ট) যার পথ প্রশস্ত করেছিল।

'ইল গ্রিদো'র এমন আর্থিক সামর্থ্য ছিল না যে এখান থেকে গ্রামসির কাজের জন্যে তাঁকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া যায়। দু একজন ছাত্র পড়ানো ছাড়া তাঁর জীবিকার একমাত্র সম্বল ছিল 'অবন্তি' থেকে পাওয়া মাসিক 50 লিরা, যা কিনা একজনের বাঁচার জন্যে মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। সুতরাং গ্রামসির জীবনে এতদকালের সঙ্গী, অর্থাৎ দারিদ্র্য, এখনও তাঁর অনুবর্তী।

1917 সনের ফেব্রুয়ারিতে এক বন্ধুর উদ্যোগে চার-পৃষ্ঠা এক ইস্তাহার প্রকাশিত হয় 'ভবিষ্যতের নগরী', এই শিরোনাম নিয়ে। ইস্তাহারটি পুরোপুরি গ্রামসির লেখনী প্রসূত। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভাববাদী চিন্তাধারার ছাপ সত্ত্বেও গ্রামসির তাত্ত্বিক উত্তরণের ইতিহাসে এই রচনাটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশক।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় সরকারি বিবাচকের (সেন্সরের) কলমের খোঁচায় জর্জরিত এই সংক্ষিপ্ত রচনায় বিপ্লবী প্রেরণা এবং তার সার্থক উপলব্ধির অপরিহার্য কিছু পূর্বশর্ত-দুইই উপস্থিত।
বিপ্লব ও স্থিতাবস্থার পারস্পরিক সংঘাত সম্পর্কে এতে লেখা হয়-

> ''শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা-রাজনৈতিক বিতন্ডায় এই কথা দুটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। শৃঙ্খলা-অনুবর্তী দল, শৃঙ্খলা-কামী ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা। 'শৃঙ্খলা' কথাটিরই যেন রহস্যময়ী ক্ষমতা আছে-রাজনৈতিক সংস্থাগুলি এই ক্ষমতার জোরেই প্রধানত চালু থাকে। বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে উপস্থিত করা হয়-সুস্থিত, সুসঙ্গতভাবে সমন্বিত একটি অখণ্ড ব্যবস্থা হিসেবে, এবং ব্যাপক জনসাধারণ (এর ফলে) দ্বিধাগ্রস্ত এবং হতাশাগ্রস্ত হয়। যখনই কোন আমূল পরিবর্তনের ফলাফল নিয়ে তাদের কোন চিন্তা জাগে তারা শুধু বর্তমান ব্যবস্থা চূর্ণ করার কথা চিন্তা করতে পারে, কিন্তু ভাবতে পারে না এমন কোন নতুন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যা কিনা পূর্বতন ব্যবস্থার তুলনায় আরও সুসংগঠিত ও সজীব হতে পারে তারা শুধু বলপূর্বক ধ্বংসসাধনটাই দেখতে পায়, এবং ভীরু প্রাণ নিয়ে ঐ সম্ভাবনা থেকে পালিয়ে আসে, যেটুকু আছে, তা'ও হারাবার ভয়ে, সংপ্লব (কেওস) ও অনিবার্য বিশৃঙ্খলার ভয়ে''

এই নিবন্ধের শেষাংশে গ্রামসি বলেন:

> ''সমাজবাদীর কর্তব্য-নিছক একটি সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তে আরেকটি সমাজ বিন্যাস প্রতিষ্ঠা নয়। তাঁদের কর্তব্য শৃঙ্খলা, অর্থাৎ সঠিক শৃঙ্খলাটিই প্রতিষ্ঠা করা। আইনগত যে নীতিটি

> প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তা হচ্ছে: সব নাগরিকের অধিকার হিসেবে সামগ্রিক মানবিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিপূরণের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। এই নীতি বাস্তবায়িত হলে অতীতের সবরকম সঙ্কীর্ণ অধিকার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে। এটা নিয়ে আসবে সর্বনিম্ন নিরোধনের পাশাপাশি সর্বোচ্চ স্বাধীনতা।"

(গুরুত্ব আরোপণ-গ্রামসির।)

এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়-অর্থনীতিবাদী গণ্ডি পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ চেতনার দিকে গ্রামসির অভিযাত্রা। পরবর্তীকালে তাস্কা, তেরাসিনি, তোগলিয়াত্তির সঙ্গে একযোগে পরিচালিত 'লোর্দি'নে নোভো'র মূল অভিঘাতের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এই সময়ের দুটি ঘটনা গ্রামসি, তথা ইতালীয় শ্রমিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে স্থায়ী ছাপ ফেলে প্রথমত, রুশদেশে জার বিরোধী ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, দ্বিতীয়ত, আগস্ট মাসে তুরিণের শ্রমিক বিদ্রোহ।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর থেকেই ইতালির সংগ্রামী সমাজবাদীরা লেনিনের পক্ষাবলম্বী হয়ে দাঁড়ান। গ্রামসিদের মুখপত্র 'ইল গ্রিদো'তে লেখা হয়:

> লেনিন বিপ্লবী জনগণের 'যে শক্তি জাগ্রত করেছেন, তার মৃত্যু নেই। তাঁর এবং তাঁর বলশেভিক সহকর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজবাদ এখনই, যে কোন মুহূর্তে বাস্তবায়িত হতে পারে'।

23 আগস্ট (1917) তুরিণের রাজপথে ব্যারিকেড দেখা গেল। এই অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল-বাজার থেকে রুটির অন্তর্ধান। কিন্তু এই সংঘাতে যে ব্যাপক ও গভীর বিপ্লবী দৃঢ়তা প্রকাশ পেল, তার শিকড় ছিল আরও গভীরে। এই সময়ে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ব্যাপকতা লাভ করে। রুশী দৃষ্টান্তংইতালীয় শ্রমিকদের সরাসরি অনুপ্রাণিত করে। ফলে কোন নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়।

23 আগস্ট সকালে গুলিগোলা চলে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও জনতা গাছের গুঁড়ি, ট্রামগাড়ি ও রেলগাড়ি টেনে এনে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলে অবরোধ গড়ে তোলে। বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে সোশ্যালিস্ট পার্টি'র কোন বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। ফলে বিশৃঙ্খল জনতা কিছু লুটপাটও চালিয়ে যায়। অন্যদিকে মিলিটারি বিদ্রোহীদের উপরে ব্যাপক ভাবে গুলি চালায়। 50 জনেরও বেশি লোক নিহত হয়, দুই শতাধিক লোক হয় আহত। সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাপক ধরপাকড়। সোশ্যালিস্ট পার্টি'র প্রায় সব নেতাই গ্রেপ্তার হন। ফলে পার্টির কাজ চালাবার জন্যে 12 জনের অ্যাড হক এক কমিটি গঠিত হয়, যার একজন ছিলেন গ্রামসি।
এর কিছুকাল পরেই এল নভেম্বরের ঐতিহাসিক বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবকে অভিনন্দিত করে সোশ্যালিস্ট সংবাদপত্র ‘অবন্তি’তে গ্রামসি লিখলেন তাঁর সারগর্ভ নিবন্ধ: বলশেভিকরা আর্থনীতিক নিরিখে পশ্চাৎপদ রুশদেশে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লব করে মার্ক্সের রচিত ‘ক্যাপিটালের’ আক্ষরিক বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকলেও তাঁর মূল বক্তব্যেরই অনুসরণ করেছেন।

এই সময়ে ‘ইল গ্রিদো’র সম্পাদিকা মারিয়া জুদিসে গ্রেপ্তার হন। ফলে গ্রামসিকেই সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।1918 সনের 19 অক্টোবর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিসরে গ্রামসির পরিচালনায় ‘ইল গ্রিদো’ খৃষ্টীয় ‘সুসমাচার’ প্রচারের ধরণ থেকে বিপ্লবী সমাজবাদের তত্ব ও সংগ্রাম-কৌশলের অনুবর্তী সমাজবাদী সংস্কৃতির পর্যালোচনার পর্যায়ে উন্নত হয়।

1918 সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে গ্রামসি শুধু ‘অবন্তি’র কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় থেকে ঐ পত্রিকার একটি সংস্করণ তুরিন থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে; যুদ্ধকালীন দমনমূলক আইনকানুন কিছু কিছু তুলে নেওয়া হয়েছে।

কারারুদ্ধ নেতারা ফিরে আসায় এবং স্থানীয় সোশ্যালিস্ট পার্টি নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হওয়ায় গ্রামসি কিছুকালের জন্যে নেতৃত্ব থেকে বাদ যান।

গ্রামসির ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক তিন বন্ধু, তাস্কা, তেরাসিনি এবং তোগলিয়াত্তিও যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন। তিনবন্ধুতে রাজনৈতিক-তত্ত্বগত মত বিনিময় চলে এবং মোটামুটি একই ধারায় এসে মিলিত হন-গ্রামসির ভাষায় 'অস্বচ্ছ এক প্রলেতারীয় সংস্কৃতির জন্যে অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা'। তিন বন্ধু মিলে পরিকল্পনা হল একটি সাময়িক পত্র প্রকাশের। বন্ধু তাস্কা কী রকমে যেন টাকা জোগাড় করলেন-6000 লিরা। 1919 সনের মেতে প্রথম প্রকাশিত হল- 'লোদি'নে নোভো' (নব বিধান)।

এই পত্রিকার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে গ্রামসি নিজে লিখেছেন: প্রথম দিকে এটি ছিল 'বিমূর্ত সংস্কৃতি এবং বিমূর্ত তথ্যের বাহন'। পরে তিনি ও তোগলিয়াত্তি উদ্যোগ নিলেন যাতে এর চরিত্র বদল হয়ে এটি নিয়োজিত হয় 'ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাসের মধ্যে সোভিয়েতের ঐতিহ্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়, ইতালীয় বিপ্লবী মননের সূত্র আবিষ্কারে'। ফলত, ''ফ্যাক্টরি কমিটি বিকাশের সমস্যা হয়ে উঠল 'লোদি'নে নোভো'র কেন্দ্রীয় সমস্যা, (মূল) চেতনা''।

শুধু পত্রিকাতেই নয়, সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেও এই বক্তব্য শ্রমিকদের মধ্যে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় রত হলেন তাঁরা। গ্রামসি লিখেছেন:

> ''তোগলিয়াতি, তেরাসিনি ও আমি নিমন্ত্রিত হতাম (শ্রমিকদের) পাঠ-চক্রে এবং বড় বড় ফ্যাক্টরি সভায় বলবার জন্যে; শপ স্টুয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে। আমরা এগিয়ে চললুম। ফ্যাক্টরি কমিটি গঠনের সমস্যা হয়ে উঠল কেন্দ্রীয় সমস্যা, 'লোদি'নে নোভো'র মূল বাণী। এটি প্রতিভাত হয়ে উঠল শ্রমিক বিপ্লবের মূল সমস্যা হিসাবে, শ্রমিকদের 'মুক্তি' অর্জনের সমস্যা হিসেবে। আমাদের কাছে এবং

> আমাদের যাঁরা অনুবর্তী তাঁদের কাছে ‘লোদিনে নোভো’ হয়ে দাঁড়াল ‘ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের মুখপত্র’ ’’

শিগগিরই অর্থাৎ 1919 সনের মে মাসে গ্রামসি আবার সোশ্যালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন, এর কিছুকাল পরেই 20 জুলাই, কিছুদিনের জন্যে তাঁকে কারারুদ্ধ হ’তে হয়।

এই সময়েই অথাৎ 1919 সনের জুলাই থেকে 1920 সনের সেপ্টেম্বর অবধি তুরিন অঞ্চল শ্রমিক বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে–ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট দিয়ে এই পর্যায় শুরু হয়, শেষ হয় দেশব্যাপী তিন সপ্তাহ স্থায়ী ফ্যাক্টরি দখল দিয়ে। ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলন ও গ্রামসির ব্যক্তিগত বিকাশে পরম গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বুঝতে হলে আমাদের ঐতিহাসিক-সামাজিক পৃষ্ঠপটের দিকে একটু নজর দিতে হবে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে ইতালির উত্তরাঞ্চলে মিলান-তুরিন-জেনোয়া-এই ত্রিভুজের মধ্যে অত্যাধুনিক শিল্পবিস্তার ঘটে দ্রুততালে-প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বিকাশ অব্যাহত থাকে। তুরিনে 1899 সনে মোটরগাড়ি নির্মাতা ফিয়েট কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। 1914 সনে 44টি শাখা এবং 6 কোটি 70 লক্ষ লিরা মূলধন নিয়ে এই কোম্পানি ইউরোপে মোটর শিল্পের শীর্ষে পৌছে যায়। যুদ্ধের মধ্যে-ট্রাক, সাবমেরিন, বিমান, রেলগাড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে ব্যাপক অগ্রগতি হওয়ায় তুরিন শিল্পোৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধির হদিশ পাওয়া যায় বিজলি উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে, 1900 সনে 10 কোটি কিলো-ওয়াট-ঘন্টা থেকে যুদ্ধচলাকালে 500 কোটি কিলো-ওয়াট-ঘন্টায়।

এর পাশাপাশি বিকশিত হয় সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলন: সোশ্যালিস্ট-পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সি-জি-এলের (কনফেডারেশন অব জেনারেল লেবার) সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় 20 লক্ষ। সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য প্রায় দু’লক্ষ। এই পার্টির পরিচালনাধীন প্রায় 2800 স্থানীয় ‘কমিউন’, পার্লামেন্টে এদের 156 জন ডেপুটি।

1919 সনের বসন্তকালে সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়, যার মধ্য দিয়ে দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবি স্বীকৃত হয়। ঐ বছর জুন জুলাইতে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ে। অনেক জায়গায় সরকারি ক্ষমতা কার্যত বিলুপ্ত হয় এবং সি-জি-এলকেই বিকল্প শক্তি হিসেবে কাজ চালাতে হয়। 1919-এর নভেম্বরে পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনে 18 লক্ষাধিক ভোট পেয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির 156 জন ডেপুটি নির্বাচিত হন। এর ফলে বুর্জোয়া সরকার কার্যত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এই পৃষ্ঠপটে ফিয়েট কোম্পানির এক কারখানার ওয়ার্কস কমিটির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ হয়। দিনপঞ্জীর তারিখ পরিবর্তন ইতালিতে প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী সূর্যাস্ত থেকে সূচিত হবে, না, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মত মধ্যরাত থেকে হবে- এই নিয়ে। কর্তৃপক্ষ ওয়ার্কস কমিটির সব সদস্যকেই বরখাস্ত করেন। এর প্রতিবাদে ঐ কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটের সমর্থনে তুরিনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা একযোগে সব ফ্যাক্টরি দখল করে বসেন। মালিকরাও সঙ্গে সঙ্গে লকআউট ঘোষণা করেন। 29 মার্চ (1920) মালিকদের ডাকে সামরিক বাহিনী এসে কারখানায় হাজির হয়। এই যে সংকট শুরু হল, কমে ক্রমে তা সারা দেশে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বিরোধের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিক-শক্তির নতুন কেন্দ্রবিন্দু-ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের স্বীকৃতি।
1920 সনের 1 সেটেম্বর থেকে 4 সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ ধাতবশিল্পের শ্রমিক সারাদেশে কারখানা দখল করে বসেন। এর সঙ্গে ধাতব-শিল্পের বাইরেও কোন কোন কারখানা শ্রমিকদের দখলে চলে আসে, এদের সংখ্যা ধরলে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক এই আন্দোলনে সামিল হন।

এই পারস্থিতির মধ্য দিয়েই 'লোদি'নে নোভো'র বিশেষ ভূমিকাটি বিকশিত ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তেমনি গভীরতা অর্জন করে গ্রামসির

বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনটি একদিকে ‘লোদি’নে নোভো’র প্রচার ও অনুপ্রেরণার ফসল, অন্যদিকে ‘লোদি’নে নোভো’ তথা গ্রামসির বক্তব্যে এই আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন হচ্ছে। এই বিষষটি পরে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে তোলা থাকলেও সংক্ষেপে এক্ষেত্রে এইটুকু বলা চলে যে রুশদেশে সোভিয়েত সাংগঠনিক রূপের সঙ্গে তুলনা করে গ্রামসি ফ্যাক্টরি কাউন্সিলকে ইতালির নির্দিষ্ট পরিবেশে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী শাসন, তথা ডিক্টেটরশিপের পরিকাঠামো বলে চিহ্নিত করেন।
তুরিনের স্থানীয় ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি, বরং এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে, গ্রামসি সঙ্কটাপন্ন ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় নেতৃত্বের স্তরেও হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সাম্প্রতিক পার্লামেন্টারি নির্বাচনে শক্তিবৃদ্ধি কিন্তু ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিকভাবে বলশালী করার পরিবর্তে দুর্বল করে ফেলেছিল। এর কারণ, পার্টির নেতৃত্বের সঙ্কট। এই সংকট প্রকাশ পায় তিনটি সমান্তরাল ধারায়: প্রথমত, জনসমর্থন বৃদ্ধি থেকে একাংশের মনে ধারণা হয় যে নেতৃত্বের ভূমিকার ত্রুটি বিচ্যুতি যাই থাক না কেন, স্বতঃস্ফূর্ত ‘গণসমর্থনের জোয়ারেই পার্টি’ তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতৃত্বের স্তরে সমাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে তাত্বিক স্বচ্ছতা তথা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা–দুইই সমভাবে অনুপস্থিত থাকায়, যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনে তাঁদের অসাফল্য। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা কেউ বা অতি বাম, কেউ বা দক্ষিণী ঝোঁক নিয়ে পার্টির মধ্যে প্রভাবহীন সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি। ফলে, বাস্তব রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি যখন ঐতিহাসিক দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে হাজির হ’ল, সোশ্যালিস্ট পার্টি তখন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য, দোদুল্যমানতায় দোলায়িত।
এই সময়ে গ্রামসি ‘‘সোশ্যালিস্ট পার্টি'র নবীকরণের অভিমুখে” শীর্ষক একটি দলিল রচনা করেন। দলিলটি জাতীয় স্তরে আলোচনার জন্যে তুরিন শাখা দ্বারা অনুমোদিত হয়। দলিলে বলা হয়:

> ‘‘সোশ্যালিস্ট পার্টি ঘটনাপ্রবাহের দিকে দর্শকের মত তাকিয়ে আছে, ঘটনার ধারা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ, জনগণের বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য নীতির প্রস্তাব, মার্ক্সবাদ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বৈপ্লবিক ভাবধারার ফলপ্রসূ ব্যবহার, বৈপ্লবিক কর্মকান্ডকে ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে একটি সর্বাত্মক নীতি (লাইন) সংস্থাপন–এর কোনটিই পার্টি করছে না। রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ হিসেবে এর (পার্টি'র) কর্তব্য হল এমন সাধারণ কর্মসূচীর বিকাশ, যা কিনা বিপ্লবের স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারে’’।

পার্টির বর্তমান ‘পেটি বুর্জোয়া চরিত্র’ পরিহার করে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হবার জন্যে ডাক দিয়ে গ্রামসি যে সম্ভাব্য পরিণতির কথা বলেন, পরবর্তী' ঘটনাবলী তার সারবত্তা আক্ষরিক অর্থেই প্রমাণ করে।

গ্রামসি বলেছিলেন:

> ‘‘ইতালীতে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান অধ্যায়টি এমনই যা কিনা হয় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাদখলের নয় তো, সম্পত্তিশালী শ্রেণী ও শাসক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সংঘটিত নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার পূর্বপর্যায়। শিল্প ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত সর্বহারা শ্রেণীকে অবদমনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগই বাদ দেওয়া হবে না; ওরা শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের বাহনটি (সোশ্যালিস্ট পার্টি) চিরকালের জন্য চূর্ণ করার এবং শ্রমিকদের আর্থনীতিক শক্তির যন্ত্র (ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায়) বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করার চেষ্টা চালাবে’’।

গ্রামসির এই লেখায় উল্লিখিত ফ্যাসিস্ত রাজত্বের পূর্বাভাস শুধু যে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল তাই নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিকাঠামোর অঙ্গীভূত করার সম্ভাবনাও

বাস্তবায়িত হল। ফ্যাক্টরি দখলের আন্দোলন তার বৈপ্লবিক পরিণতি লাভ করে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন কায়েম করতে পারল না। ফলে 1920 সনের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে ইতালির তদানীন্তন লিবারেল সরকারের উদ্যোগে ধাতবশিল্পের শ্রমিক সংগঠন ও শিল্প মালিকদের সংগঠনের মধ্যে এক আপস রফার চুক্তি হল এবং এই চুক্তির শর্তানুযায়ী শ্রমিকদের গণ ভোটে তা সমর্থিত হল। এই চুক্তিতে আপাত দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লাভই হল–কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিক সংগঠনের কিছু কিছু অধিকার স্বীকৃত ও কার্যকর হল। কিন্তু এর গভীরতর তাৎপর্য হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক সংগঠনকে নতুন করে সামিল করে নেওয়া–যার পরিণত রূপ হল পরবর্তী কালে ফ্যাসিস্ত–‘কর্পোরেট’ সংগঠন।

‘লোদি’নে নোভো’ প্রকাশের ও ফ্যাক্টরি দখল আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রামসির আশু লক্ষ্য সফল হল না বটে, কিন্তু এই দুটি বিষয়েই গ্রামসির মতামত, বিশেষ করে সোশ্যালিস্ট পার্টি'র নবীকরণ সম্বন্ধে তাঁর রচনা শুধু ইতালিতেই নয়, মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সর্বোচ্চস্তরেও উল্লেখযোগ্য রেখাপাত করতে সমর্থ হল। লেনিন স্বয়ং এই ব্যাপারে গ্রামসির মতামত সমর্থন করলেন।

এদিকে, রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনে ব্যর্থতার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে ‘লোদি’নে’ নোভোর জোটটি ভেঙে গেল। প্রথমে তাস্কা এবং তার কিছু পরে তোগলিয়াত্তি সরে দাঁড়ালেন। সুতরাং সাময়িক ভাবে গ্রামসি খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু তা খুবই স্বল্পকালের জন্য। শিগগীরই গ্রামসি ইতালির বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম সারির নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেন।

একটা প্রবল টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছিল ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি'। একদিকে সেরাতির নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী অংশের সঙ্গে আপস রফার পক্ষপাতী পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অন্যদিকে আমাদেও বোদিগার নেতৃত্বে কিছুটা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট বামপন্থী অংশ–এই দুই ভাগের টানাটানিতে

ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ভাবে কোন সঙ্কল্পবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে পারছিল না।

গ্রামসি এই দুই ঝোঁকের মাঝখানে নীতি-সমঞ্জস ভূমিকা নিয়েছিলেন। একদিকে, তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে দলের সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সমর্থক; অন্যদিকে আবার বোর্দিগার নেতৃত্বে বামপন্থীরা নির্বাচনী কর্মপন্থার পরিপন্থী যে কর্মসূচী সুপারিশ করছিলেন, তারও তিনি বিরোধী। লেনিন দূর থেকে তা লক্ষ্য করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থাপিত তাঁর থিসেস-এ লিখলেন:

> ‘‘ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে, 1920 সনের ৪ মে তারিখের ‘লোর্দি’নে নোভো’তে প্রকাশিত পার্টির সমালোচনা এবং কার্যক্রমের প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় কংগ্রেস একমত, কেন না এই বক্তব্য তৃতীয় আন্ত-জাতিকের মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ’’।

আন্তোনিও গ্রামসি: জীবন কথা । অজিত রায়

পর্ব পাঁচ

(আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব, অজিত রায়, প্রথম ভাগ, জীবন কথা, পাঁচ, পার্ল পাবলিশার্স, নভেম্বর, 1960। জীবন কথা, পঞ্চম পর্ব-এর সম্পূর্ণ, পৃষ্ঠা 33 থেকে 40, এখানে পুনর্মুদ্রিত হল)

এদিকে রাজনৈতিক গগনে কালো মেঘ ক্রমশ ঘন হতে থাকে। আভেন-তাইন-এর পাল্টা সংসদ থেকে কমিউনিস্টদের অনুসরণ করে পপুলার পার্টির ডেপুটিরা যেদিন সরকারি পার্লামেন্ট ভবনে ফিরে এলেন, সেদিন তাঁদের লক্ষ্য করে শুধু মুসোলিনির তর্জন গর্জন বর্ষিত হল, তাই নয়, ফ্যাসিস্ত ডেপুটিরা তাঁদের মারধোরও করল।

এই সময় মাতিওতি হত্যার অভিযোগে ধৃত ফ্যাসিগুদের বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠিত হল। পূর্বপরিকল্পিত খুনের দায় থেকে আগে-ভাগেই অব্যাহতি দিয়ে শুধু নরহত্যার অভিযোগে বিচার হল। বিচারে যদিও তিনজনের পাঁচ বছর করে কারাদন্ডের আদেশ হল, তাদের দুজনকে কিন্তু

আগের বছরের জেল-খালাসের শর্তানুযায়ী চার বছরের কারাদণ্ড মকুব করে দেওয়া হল।
এর স্বল্পকাল পরেই বৃটিশ নাগরিক 60 বছরের এক অপ্রকৃতিস্থ বৃদ্ধা মুসোলিনির জীবন-নাশের জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আবার এক দফা ব্যাপক মারদাঙ্গা শুরু করে দেয় ফ্যাসিস্তরা। ফলে ফ্যাসিস্তবিরোধী রাজনীতিকদের কাজকর্ম চালানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে এই সময়ে দু'দিনের জন্যে হলেও গ্রামসির জীবনে একটু সুখশান্তির ছোঁয়া লাগে- জুলিয়া ও পুত্র দেলিওর সঙ্গ-সাহচর্যে সময় পেলেই গ্রামসি ছুটে যেতেন জুলিয়ার ফন্যাটে-দেলিওর সঙ্গে খেলা করতে। কিন্তু, নানা কারণে এই অধ্যায় সাঙ্গ করতে হল-আসন্ন রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যে গ্রামসির স্ত্রী পুত্রের ইতালিতে বাস করার সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হল জুলিয়ার দ্বিতীয়বার সন্তান সম্ভাবনা। ফলে ওদের মস্কো ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত হল। জুলিয়া 1925 সনের 7 আগস্ট ইতালির সীমান্ত অতিক্রম করে চলে যান।এর 23 দিন পরে ওদের দ্বিতীয় পুত্র জুলিয়ানোর জন্ম হয়। সেপ্টেম্বরে জুলিয়ার ছোট বোন ইউজেনির সঙ্গে দেলিও মস্কো ফিরে যায়। এরপর গ্রামসির সঙ্গে জুলিয়া বা দেলিওর দেখা হয় নি। ছোট ছেলে জুলিয়ানোর সঙ্গে গ্রামসির মোটেই দেখা হয়নি। এর কিছুকাল পরেই (1926 সনের) 8 নভেম্বর রাত সাড়ে দশটার সময়ে গ্রামসি তাঁর নিজের বাসায় গ্রেপ্তার হন।
গ্রেপ্তারের আগে গ্রামসি তাঁর জীবনের দুটি রাজনৈতিক পথ নির্দেশিকার সাক্ষ্য রেখে যান। একটি হল ইতালির ‘দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যা’ তথা শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সমস্যা; দ্বিতীয়টি হল-স্তালিন-ট্রটস্কির রাজনৈতিক-ব্যক্তিগত কলহ সম্পর্কে গ্রামসির নীতিভিত্তিক অবস্থিতির ঘোষণা।

‘দক্ষিণী সমস্যা’ নিয়ে লেখাটিতে গ্রামসি বিগত তিন দশকের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখান যে এই যুগের রাজনৈতিক

ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তরাঞ্চলে শিল্পপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে এক অলিখিত আপস–যা' কি না শেষবিচারে প্রতিষ্ঠিত ছিল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থার উপরে। এর ফলে দক্ষিণী কৃষকরা রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত বিচারে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাবাধীন হয়ে ছিল। এর প্রতিকারের জন্যে প্রয়োজন–আশু ও সীমিত আর্থনীতিক স্বার্থের চৌহদ্দি থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বার হয়ে আসা এবং দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের দলে টানা। এই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য' অঙ্গ হল–গ্রামাঞ্চলের বিত্তবান ও মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং অনুগত সাবেকি বুদ্ধিজীবী থেকে স্বতন্ত্র এবং বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নতুন এক বুদ্ধিজীবীর উদ্ভবে সাহায্য করা যাঁরা শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের প্রতিভূ হবেন।
এই লেখাটি গ্রামসি পুরোপুরি শেষ করতে পারেন নি; তবুও এর মধ্য দিয়ে ইতালি, তথা অন্যান্য যেসব দেশে ধনতন্ত্রের সীমিত বিকাশের ফলে শিল্পশ্রমিকরা জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন নি, সেই সব দেশের শ্রমিক বিপ্লবের মূল সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন।
সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র স্তালিন–ট্রটস্কি সংঘাতের ব্যাপারে গ্রামসি সোভিয়েত পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা এক পত্রে মূলত এই বক্তব্য রাখেন:

1) নীতিগতভাবে তিনি ট্রটস্কির নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব তথা 'পার্মানেন্ট রেভল্যুশন'–এর তত্ত্বের বিরোধিতা করেন।

2) তিনি মোটের উপরে ট্রটস্কি–জিনোভিয়েভ–কামেনেভ–এর আপাত–দৃষ্টিতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ওকালতির নীতিও সমর্থন করেন না। তিনি এই নীতির মধ্যে ইতালিতে শ্রমিকশ্রেণীর সীমিত আর্থনীতিক স্বার্থে সুদূর–প্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার নীতির প্রতিফলন দেখতে পান। তিনি মনে করেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণী হয়েও, অথবা শাসকশ্রেণী বলেই, শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের সীমিত স্বার্থ খানিকটা ত্যাগ করতে হবে– শ্রম–জীবী জনতার অন্যান্য অংশকে স্বপক্ষে টানার উদ্দেশ্যে।

৩) কিন্তু দু পক্ষ যেভাবে কলহে লিপ্ত হয়ে পার্টি' তথা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকে ক্ষুণ্ন করছে, তাতে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যের ক্ষতি হচ্ছে।

গ্রামসি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, অর্থাৎ স্তালিন ও তাঁর অনুগামীদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্যধিক উগ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁদের জয়ের অপব্যবহার না করেন।

গ্রেপ্তারের পরে জুলিয়াকে লেখা এক পত্রে গ্রামসি বলেন:

‘‘তুমি আগে বলতে যে আমাদের দু'জনেরই যা বয়স, তাতে আমরা দুজনেই আমাদের সন্তানদের বড় হওয়া একত্রে দেখে যেতে পারব। এখন এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে হবে তোমাকে এবং তুমি যখনই আমার কথা, অথবা আমার ও ছেলেদের কথা ভাববে, তখনই এই কথাটিও তোমাকে ভাবতে হবে। আমি নিশ্চিত যে আগের মতই তুমি শক্ত ও সাহসী হবে। (আসলে) তোমাকে আগের চাইতেও বেশি শক্ত ও সাহসী হতে হবে, যাতে ছেলেরা ঠিক মত মানুষ হয় এবং সর্বতোভাবে তোমার যোগ্য হয়’’।

গ্রামসি তাঁর মাকেও এক পত্রে লেখেন:

‘‘গত কয়েকদিনে আমি তোমার কথা অনেক ভেবেছি। তোমাকে আমি যে কৃষ্ট দিতে যাচ্ছি, সেকথা এবং তোমার বয়সের কথা এবং অদ্যাবধি তুমি যা' দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ, সে সব কথাও আমার মনে হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও তোমাকে শক্ত হতে হবে, আমার চাইতে বেশি শক্ত হতে হবে। তোমার মহত্ব ও ভালবাসার সর্ববিধ মমতা নিয়ে আমাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে। তুমি তোমার ধৈর্য ও শক্তি নিয়ে তোমার দুঃখকষ্ট সহ্য করে যাচ্ছো, এই কথাটা জেনে আমি আরও শক্তি পাব। প্রিয় মা, আমার প্রিয়জনেরা, আমার যখনই মনে পড়ে তোমাদের

> সকলের প্রতি সবসময় আমি সদ্ব্যবহার করি নি বা স্নেহভাবাপন্ন হই নি, যেমনটি আমার হওয়া উচিত ছিল এবং যা তোমাদেরও প্রাপ্য ছিল, তখনই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও, যদি পারো, আমাকে ভালবেসো, এবং আমাকে মনে রেখো''।

গ্রেপ্তারের পরে গ্রামসিকে কিছুদিনের জন্যে উস্তিকা দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হয়। 1600 অধিবাসীর এই ছোট দ্বীপটিতে তখন পাঁচ-ছশো অরাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে গ্রামসি ও অন্য পাঁচজন রাজনৈতিক বন্দীকে রাখা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ভূতপূর্ব সোশ্যালিস্ট ডেপুটি, আর তিনজন কমিউনিস্ট-যার মধ্যে একজন হচ্ছেন ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির বাম প্রবণতার অগ্রণী নেতা-আমাদেও বোর্দিগা। রাজনৈতিক বিরোধিতা যত তীব্রই হোক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে গ্রামসি বোর্দিগাকে শ্রদ্ধা করতেন।

সুতরাং পুলিশ প্রহরায় দুই কমরেডের একত্রবাস অ-সুখের হয় নি! গ্রেপ্তারের পরই গ্রামসি তাঁর বন্ধু পিয়েরো স্রাফার সহায়তায় পড়াশোনার জন্যে বইপত্রের সংস্থান করলেন। ছাত্রজীবন থেকে গ্রামসির বন্ধু স্রাফা এই সময়ে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি গ্রামসির প্রয়োজনমত বইপত্র পাঠাবার জন্যে মিলানের এক বইয়ের দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিলেন। উস্তিকাতে সহবন্দীদের নিয়ে যে শিক্ষার কার্যক্রম হল, তাতে গ্রামসি কোন কোন বিষয়ে শিক্ষকতা এবং কোন কোন বিষয়ে ছাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করলেন।44 দিন উস্তিকায় কাটাবার পরে গ্রামসিকে মিলানের জেলে নিয়ে যাবার আয়োজন হল। পথে একটার পর একটা জেলে স্বল্পকাল করে আটক থেকে 19 দিনের যাত্রাশেষে গ্রামসি মিলানের সান ভিতার জেলে পৌঁছে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

গ্রামসি মিলানে পৌঁছবার মাস তিনেক পরে তাতিয়ানাও মিলানে চলে এলেন-কাছাকাছি থেকে যতটা সম্ভব গ্রামসির তত্ত্বাবধানের জন্যে। এই সময় থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে গ্রামসির একমাত্র যোগসূত্র হয়ে দাঁড়ালেন তাতিয়ানা। মা-বাবা ও বোনেরা সুদূর সাদিনিয়া দ্বীপে, এক

ভাইও সেখানে। বড়ভাই গেনারো কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মী ছিলেন, কিন্তু ফ্যাসিস্ত-দের হাতে লাঞ্ছিত হবার পরে তিনি পার্টির কাজ থেকে দূরে সরে যান। আরেক ভাই মারিও আগের মত সক্রিয় না হলেও ফ্যাসিস্ত-ভাবাপন্ন। তার সঙ্গে গ্রামসির অন্তরের যোগ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।
সব থেকে বড় কথা, গ্রেপ্তারের পরে মস্কোবাসী জুলিয়ার সঙ্গে গ্রামসির যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন হয়ে পড়ল। জুলিয়া পত্র লেখা প্রায় বন্ধ করে দিলেন; আর লিখলেও দু-এক ছত্র মামুলি কথাবার্তা।
মিলান জেলে গ্রামসিকে আটক রেখে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের পরে গ্রামসিকে আবার রোমে পাঠানো হল স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্যে। গ্রামসি মিলানে আসেন 1927 সনের 7 ফেব্রুয়ারি; 15 মাস ধরে তদন্ত চালাবার পরে তাকে 1928 সনের মে মাসে বিচারের জন্যে রোমে আনা হয়।
28 মে থেকে 4 জুন অবধি শুনানি চলল। গ্রামসির সঙ্গে অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন আরও 21 জন। মামলা চলা কালে এজলাসে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা 'তাস'-এর প্রতিনিধি, গ্রামসি ও তাঁর দু'জন সহ-বন্দীর ভাইরা, এবং 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' ও 'পেতিত পারি-সিয়েন' পত্রিকার প্রতিনিধিরা। 22 জন কমিউনিস্ট বন্দী একই রকম জবানবন্দী দেওয়া স্থির করলেন। তাঁরা যে কমিউনিস্ট তা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু অন্য কোন অপরাধ নয়।
গ্রামসিকেই প্রথমে জেরা করা হয় 30 মে তারিখে। গ্রামসি বলেন:

> ''পুলিসের কাছে আমি যে জবানবন্দী দিয়েছি, তা'ই আমি সাবুদ করছি। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কর্তব্যরত অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি কমিউনিস্ট, আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সুবিদিত, এ সম্পর্কে পার্লামেন্ট-সদস্য হিসেবে এবং 'লুনিতা'র লেখক হিসেবে আমি প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করেছি। আমি কোনরকম গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত হই নি, এবং সে রকম কোন ইচ্ছে থাকলেও তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। বেশ কয়েক বছর ধরে ছয় জন পুলিস চর সর্বত্র আমাকে অনুসরণ

> করেছে; আমার স্বগৃহেই হোক, আর বাইরেই হোক, সর্বত্র নজরবন্দী রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। ফলে, আমি কখনও ছাড়া পাই নি। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা করার ওজরে আমার উপরে সদা সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হ'ত, এই নজরদারিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাফাই জবাব। আমি দাবি করছি আমার এই বক্তব্য সাবুদ করার জন্যে তুরিনের পুলিসপ্রধান ও প্রিফেক্টকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হোক। এ ছাড়া কমিউনিস্ট হওয়ার যে সব দায়দায়িত্ব থাকতে পারে, সে সব দায়দায়িত্ব আমি নির্বিশেষে গ্রহণ করছি''।

এর পরে সামরিক ট্রাইব্যুনালের সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে গ্রামসি বলেন:

> ''যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সামরিক ধরনের সব রকম ডিক্টেটরির উচ্ছেদে আমি বিশ্বাসী। তা যখনই ঘটবে, তখন যে প্রলেতারিয়েত বর্তমান শাসকশ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হবে, ক্ষমতার লাগাম ধরবে এবং জাতিকে আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করবে তা আমার কাছে সুস্পষ্ট"।

কমিউনিস্ট বন্দীদের এই বিচারের প্রহসন কী রকম হাস্যকরভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিউনিস্টরা কী রকম তেজস্বিতার সঙ্গে আচরণ করেন, তার দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

অন্যতম আসামি ফেরারির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে তিনি 1913 সনে ধর্মঘটে অংশ নেবার জন্যে সাজা পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ফেরারি বলে ওঠেন যে

> ''ঐ উপলক্ষে আমার আচরণ 'অবন্তি' পত্রিকার সম্পাদকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিল এবং ঐ ভদ্রমহোদয়ই (অর্থাৎ মুসোলিনি) এখন রাষ্ট্র প্রধান''।

আরেকজন আসামি, আইনজীবী রিবোল্তি বলেন,

> ‘‘আমি আদালতে তিন শতাধিক কমিউনিস্টের পক্ষ সমর্থন করেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই নির্দোষ বিবেচিত হয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তা' হলে, তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে আমি আজ দোষী সাব্যস্ত হব কেন?’’

2 জুন সরকারি উকিল তার সওয়ালে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিষোদ্গার করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সময়ে গ্রামসিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন:

> ‘‘বিশ বছরের জন্যে এই মগজকে অকেজো করে রাখতে হবে।’’

অন্যতম আসামী, কমিউনিস্ট নেতা তেরাচিনিও ছিলেন শিক্ষায় আইনজীবী। তিনি আসামীদের পক্ষে সওয়াল জবাবে বলেন:

> ‘‘ট্রাইব্যুনালের রায় কী হবে, সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও এটাও জানা যে আমাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে, তবুও আমি এক ধরনের খুশির-ভাব গোপন করতে পারছি না।...’’
>
> ‘‘সরকারি উকিলের যা কিছু সিদ্ধান্ত, তার রাজনৈতিক অর্থ কী? এই অর্থ হচ্ছে নিছক এই কথা যে, কমিউনিস্ট পার্টি'র অস্তিত্বই এই সরকারের পক্ষে গভীর ও আশু বিপদ-স্বরূপ। আমাদের এই পরাক্রমশালী, সুরক্ষিত, সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সর্বগ্রাসী এই রাষ্ট্র তার সুদৃঢ় শক্তি নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র, অবজ্ঞার পাত্র, নির্যাতিত এক পার্টি', যার শ্রেষ্ঠ কর্মীরা হয় নিহত, নয় কারারুদ্ধ, নয় তো শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্যে অস্তিত্ব গোপন রাখতে বাধ্য (কেন না এই শ্রমজীবী জনগণের জন্যেই এই পার্টি'র জীবন ও সংগ্রাম) এমন একটি পার্টির দ্বারা বিপন্ন। এটা কি বিস্ময়কর যে আমি সরকারি উকিলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বান্তকরণে একমত?’’

তেরাচিনি তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলেন:

> ‘‘আমি একটি রাজনৈতিক পূর্বাভাস করে যেতে চাই: শ্রেণীবিদ্বেষ জাগানো এবং গৃহযুদ্ধের উস্কানি দেবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডাজ্ঞা পেতে চলেছি আমরা। কিন্তু আগামীকালে যাঁরা এই আসন্ন হিংস্র দন্ডাজ্ঞা তালিকা পাঠ করবেন, তাঁরা কেউই কিন্তু এই মামলাটিকে গৃহযুদ্ধের একটি অধ্যায় এবং সামাজিক শ্রেণী-সমূহের মধ্যে বিশ্বেষ জাগাবার প্রচন্ড এক প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুই ভাববেন না’’

তেরাচিনির ভবিষ্যদ্বাণী সত্য পেলেন-প্রায় 23 বছর কারাদণ্ড। বেশি। অন্যান্যদের ঐ রকমই। প্রমাণিত হল। তিনিই সর্বোচ্চ সাজা গ্রামসির সাজা হল বিশ বছরের কিছু

সাজা হবার মাসখানেক পরই গ্রামসিকে রোম থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দক্ষিণ ইতালির আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলবর্তী বারি থেকে 30 কিমি দূরবর্তী তুরি জেলে। 12 দিন ধরে কষ্টকর যাত্রার পরে গ্রামসি 1928 সনের 19 জুলাই তুরি এসে পৌঁছেন। পথে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ কষ্টভোগ করেন। তুরিতে পৌঁছাবার পরে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে

আরেকজন বন্দীর বর্ণনা:

> ‘‘মুত্রাশয়ের গোলযোগের জন্যে তিনি চর্মরোগে ভুগছিলেন, তাঁর পাকস্থলী পুরোপুরি বিকল, তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, আর কারও কাঁধে ভর না দিয়ে তিনি এক পা’র বেশি চলতে পারছিলেন না’’।

তুরি জেলের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার গ্রামসির মুখের উপরে সরাসরি বলে দেয়-খাঁটি ফ্যাসিস্ত হিসেবে গ্রামসির মৃত্যুই তার কাম্য। জেলের অন্য কর্মকর্তারা অবশ্য এর চাইতে ভালো ছিল। তা ছাড়া, গ্রামসির কারাকক্ষ প্রহরীদের ঘরের একেবারে পাশে হওয়ায় গন্ডগোলের দরুণ গ্রামসির ঘুমের খুব ব্যাঘাত হত।

দু'বছর চার মাস কারাবাসের পরে, 1929 সনের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে গ্রামসি তার ‘সেলে’ বসে লেখাপড়ার অনুমতি পেলেন। গ্রেপ্তারের

স্বল্পকাল পরেই তিনি স্থির করেছিলেন-কোন কোন বিষয় নিয়ে 'পূর্ব-নির্ধারিত' পরিকল্পনা অনুযায়ী 'চিরস্থায়ী' কিছু কাজ করবেন, যা তাঁকে পুরোপুরি ব্যাপৃত রাখবে এবং তাঁর 'অন্তর্নিহিত জীবনের ফোকাস এবং দিঙনির্ণয়ের' কাজ করবে।

1929 সনের 25 মার্চ তাতিয়ানাকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেনঃ ''আমি তিনটি প্রধান বিষয় সম্পর্কে নোট নেব এবং মনোনিবেশ করব বলে স্থির করেছি- (1) ইতালির বুদ্ধিজীবীদের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, বিশেষ করে (বিভিন্ন) বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশ, (2) ইতিহাস ও ইতিহাস-রচনার তত্ত্ব; (3) মার্কিনিবাদ (আমেরিকানিজম) ও ফোর্ডবাদ।"

কারাবাসের পরিবেশ কোনদিক থেকেই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রচনার অনুকূল ছিল না। প্রয়োজনীয় বইপত্রের অভাব তো ছিলই, তার উপরে ছিল স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি, সবার উপরে জুলিয়ার নীরবতার দরুণ গ্রামসির মানসিক বিষাদ।

এসব সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন অন্তত দু'ঘন্টা করে নিয়মিত লিখতেন। কারাবাসের সময়ে তিনি মোট 2848 পৃষ্ঠা অর্থাৎ কোয়ার্টো সাইজের (9"x12") প্রায় 4,000 টাইপ করা পৃষ্ঠার সমপরিমাণ লেখা শেষ করেছেন।

লেখার ধরণধারণে অনেক বৈষম্য রয়েছে। অনেক কিছুই টুকিটাকি লেখা, অসমাপ্ত। খুব অল্প রচনাই, ঘষামাজা করে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব রচনার সামগ্রিকতা মিলিয়ে একটা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন আত্মপ্রকাশ করে। প্রশ্নটি হচ্ছে-কী করে শ্রমিক শ্রেণী জনগণের অন্যান্য অংশকে-বিশেষ করে কৃষকশ্রেণীকে- স্বপক্ষে টেনে এনে সমাজের রূপান্তর ঘটাবে।

গ্রামসির লেখা চলতে থাকল-যদিও তাঁর শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে চলল।1930 সনের অক্টোবর মাসে, গ্রামসি লিখেছেন,

> ''আমি ঘন্টা পাঁচেক করে ঘুমিয়েছি মাত্র দু'রাত। 9 দিন রাতে এক বিন্দু ঘুমোতে পারি নি। বাকি দিনগুলিতে রাত্রিবেলা পাঁচ

> ঘন্টার কম সময় ঘুমিয়েছি। অর্থাৎ, মাসটাতে গড়পড়তা দৈনিক আড়াই ঘন্টা করে।”

এর পরে তাঁর তীব্র মাথার যন্ত্রণা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস, ফলে চিন্তাশক্তির খুবই হানি হয়।1931 সনের 3 আগস্ট তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এরপরে একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। দাঁত সবগুলো পড়ে গেল। ক্ষয় রোগে মেরুদন্ডের হাড় ক্ষয়ে যেতে শুরু করল, পিঠের মাংসপেশীতে ফোঁড়া হতে লাগল একটার পর একটা।

1933 সনের 7 নভেম্বর ভোরবেলা শয্যাত্যাগের কিছু পরেই গ্রামসি ঘরের মেঝেতে পড়ে যান এবং তার পরে আর কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। কারাগারে সহ–বন্দী দু'জন কমরেড পালা করে তাঁর দেখাশোনা করতে লাগলেন। গ্রামসি তখন প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। কয়েকদিন, ধরে এই রকম গুরুতর অবস্থা চলল।

এর কিছুকাল আগে থেকেই তাতিয়ানা গ্রামসির স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি লক্ষ্য করে জেলখানার বাইরে চিকিৎসক মারফৎ তাঁকে পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্যে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছিলেন। এর পরিণতিতে 1933 সনের 20 মার্চ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক উবার্তা আর্কে’নজেলি তাঁকে দেখতে জেলখানায় আসেন। উনি গ্রামসিকে পরীক্ষা করে তার বিভিন্ন রোগের বিশদ বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করেন

> ‘‘বর্তমান অবস্থায় গ্রামসি বেশি দিন বাঁচবেন না। হয় তাঁকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হোক, নয় তো তাঁকে কোন হাসপাতালে বা ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা আমি অপরিহার্য মনে করি’’।

মুক্তি বা হাসপাতালে স্থানান্তরণ তো দূরের কথা, জেলখানার মধ্যেও গ্রামসির জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হল না। তাঁকে শুধু এক সেল থেকে অন্য সেলে পাঠানো হল। নতুন সেলটি আধাআধি মাটির নীচে এবং জেলখানার শাস্তিদানের ব্লকের পাশে; সুবিধের মধ্যে এখানে হট্টগোল কিছু কম।

ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গ্রামসির মুক্তি ও সুচিকিৎসার জন্যে দাবি উঠতে থাকে। অবশেষে, 1933 সনের অক্টোবরে সরকারি নির্দেশ এল–

রোম থেকে নেপলস্ যাবার পথে মাঝামাঝি জায়গায় ফোর্মিয়া শহরের এক বেসরকারি ক্লিনিকে তাঁকে আনা যায় যদি কেউ তার জন্যে দৈনিক 120 লিরা ফি এবং তাঁর পাহারা ইত্যাদির জন্যে ব্যয়বরাদ্দের অর্থ জোগান দিতে পারেন। গ্রামসির ছোটভাই কার্লো গিয়ে ক্লিনিকের সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে এলেন। 19 নভেম্বর ভোর ছ'টায় অন্ধকারের মধ্যে গ্রামসি তুরি জেলখানা ত্যাগ করে ক্লিনিকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাত্রার প্রাকমুহূর্তে আরেকজন বন্দী-কমরেড প্রহরীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামসির রচনাভর্তি খাতাপত্র তাঁর ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের সমস্যা
অজিত রায়

(আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব, অজিত রায়, পার্ল পাবলিশার্স, নভেম্বর, 1960। দ্বিতীয় ভাগ, গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তা,প্রথম অধ্যায়, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের সমস্যা ।প্রথম অধ্যায়ের সম্পূর্ণ,পৃষ্ঠা 47 থেকে 53, এখানে পুনর্মুদ্রিত হল)

সমাজবাদী বিপ্লবের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অপরিহার্যতা বুনিয়াদি মার্ক্সবাদের মর্মকথা। মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিন এই সমস্যাটিকে তাঁদের সামগ্রিক রচনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে এই সমস্যার দু'টি অঙ্গাঙ্গীরূপ দেখতে পাওয়া যাবে: প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর পরিশীলিত তাত্ত্বিক চিন্তা এবং, দ্বিতীয়ত, সেই চিন্তার ফসলকে অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থিত করতে পারা।
প্রথমদিক সম্বন্ধে, একেবারে মার্ক্সীয় চিন্তার শুরুতেই মার্ক্স বলেছিলেন:

> 'সমালোচনার অস্ত্র অবশ্যই অস্ত্রের সমালোচনার স্থান অধিকার করতে পারে না, স্থূলশক্তিকে স্থূলশক্তি দিয়েই অপসারিত করতে হবে; কিন্তু কোন তত্ত্ব যদি জনগণকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে, তা' হলে তা' অবিলম্বে স্থূলশক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে'[1]।

এর অর্থ হচ্ছে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে চিন্তার জগতে জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারার মত কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে।
এরই পাশাপাশি 1848 –50 সনের বিপ্লবের পর্যালোচনায় ফরাসি শ্রমিকদের মার্ক্স ভৎসনা করেছেন, এই বলে যে স্বশ্রেণীর সীমিত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছিল, সমগ্র সমাজের নয়। তাই তারা সফল হতে পারে নি।

'তারা স্বশ্রেণীর স্বার্থকে সমগ্র সমাজের বিপ্লবী স্বার্থ হিসেবে বলবৎ করতে পারেনি'[2]।

'যতক্ষণ না বিপ্লবী গতিধারা জাতির ব্যাপক অংশকে জাগাতে পারছে, শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যবর্তী কৃষক ও পাতি বুর্জোয়া জনগণকে, এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীকেই তাদের মুখপাত্র বলে ধার্য করে তাঁর সঙ্গে গ্রন্থিত হচ্ছে, ততক্ষণ ফরাসি শ্রমিকরা একধাপও এগোতে পারছে না, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারছে না' [3]।

লেনিন সারাজীবন শুধু শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তাই নয়, তিনি বিপ্লবের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর 'নৈতিক আধিপত্য' অর্জন এবং এই নৈতিক আধিপত্যকে স্থূল শক্তিতে পরিণত করতে পারার উপরে জোর দিয়েছেন[4]। গ্রামসির ঐতিহাসিক ভূমিকা হচ্ছে এই যে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের এই সমস্যাটিই বিচার করেছেন। তত্বগত, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে এই সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমাজবাদী বিপ্লবের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যার যোগাযোগ খুঁজে বার করেছেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ডায়ালেকটিক পদ্ধতি ধরে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে তত্বগত, রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক দিকগুলির একদিক থেকে অন্যদিকে উত্তরণের পথনির্দেশ করে দিয়েছেন। প্রধানত ইতালীয় ইতিহাস সামাজিক-রাজনৈতিক পৃষ্ঠপটে এবং বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির বিপ্লবের সমস্যার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত হলেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের সমস্যা নিয়ে গ্রামসির চিন্তা-ভাবনার বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসির আলোচনার প্রথম সোপান বলা চলে শ্রেণীনেতৃত্ব তথা শ্রেণীশাসনের ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত দুটি দিকের পৃথকীকরণ। দিক দুটি হচ্ছে আধিপত্য বা প্রভাব (হেগিমনি) এবং প্রভুত্ব (ডোমিনেশন)।

দিকদুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে গ্রামসি দেখান যে কোনও সমাজ বা রাষ্ট্রেই শাসকশ্রেণী নিছক স্থূলশক্তি প্রয়োগ করে তার শাসন বিস্তার করতে বা বজায় রাখতে পারে না। শেষ ভরসা বলপ্রয়োগ হলেও, বলপ্রয়োগের সাংগঠনিক-প্রশাসনিক উদ্যোগ-আয়োজনের সর্ববিধ ব্যবস্থার পাশাপাশি শাসকশ্রেণী অন্তত অংশত শাসিত শ্রেণীর স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণের উপরে নির্ভর করে থাকে। রাষ্ট্রকে কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে সমাজে বিদ্যমান আর্থনীতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে জনগণের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্যে দমনমূলক যন্ত্র হিসেবে দেখার প্রচলিত মার্ক্সীয় প্রবণতার সংস্কার সাধন করেন গ্রামসি। তাঁর মতে রাষ্ট্র আসলে পরস্পরবিরোধী দুটি কর্মধারার সমন্বিত রূপ : একদিকে বলপ্রয়োগ বা দমনমূলক কার্যকলাপ, আরেকদিকে নিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা-আচরণ প্রসারিত করে জনগণের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করা। এই দ্বিবিধ কর্মধারার প্রতিফলন হিসেবে গ্রামসি সমাজের দ্বিবিধ ভাগের উল্লেখ করেন- রাজনৈতিক সমাজ এবং জনসমাজ বা আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক সমাজ (সিভিল সোসাইটি)। এই দুই ভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রামসির লেখায় কিছু অস্পষ্টতা দেখা যায়। কোনক্ষেত্রে তিনি শুধু রাজনৈতিক সমাজকেই রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন, আবার কোন সময়ে রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের ভারসাম্যের প্রকাশ হিসেবে রাষ্ট্রকে দেখেছেন।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামসি সমাজের আর্থনীতিক কাঠামোকে জনসমাজ বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য অনুযায়ী:

> ‘‘আর্থনীতিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী হল জনসমাজ, যাকে স্থূলভাবে (concretely) পুরোপুরি রূপান্তরিত করতে হবে এবং তা শুধু আইনের দলিলে বা বিজ্ঞান পুস্তকে করলেই চলবে না। রাষ্ট্র হচ্ছে জনসমাজকে আর্থনীতিক কাঠামোর উপযোগী বানাবার যন্ত্রবিশেষ, কিন্তু (তা করতে হলে) এই কাজ করার জন্য রাষ্ট্রকে (সত্যিই) সঙ্কল্পবদ্ধ হ'তে হবে এবং তার জন্যে রাষ্ট্রটির উপরে যার আধিপত্য, সেই আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে

> যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, রাষ্ট্রকেও সেই সব পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে'' [5]।

রাষ্ট্র যে শ্রেণী-আধিপত্যের হাতিয়ার, এই বুনিয়াদি মার্ক্সীয় তত্বকে ভিত্তি করেই গ্রামসি তাঁর 'হেগিমনি' বা আধিপত্যের তত্বটি উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে:

> ''এ কথা সত্য যে রাষ্ট্রকে দেখা হয় কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর যন্ত্র হিসেবে, সেই গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ বিস্তারের পক্ষে উপযোগী অবস্থা সৃষ্টিই যার কর্তব্য। কিন্তু এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিকাশ ও বিস্তারকেই বিবেচনা করা হয় এবং উপস্থিত করা হয় সর্বজনীন বিকাশের, সমগ্র 'জাতীয়' শক্তি বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে[6]।"

অর্থাৎ, সমাজের অগ্রণী তথা নেতৃস্থানীয় শ্রেণী মূলত স্বীয় সঙ্কীর্ণ তথা শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক হলেও এই স্বার্থকেই সমাজের সর্বজনীন স্বার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন করে-অনেক সময়ে সরল বিশ্বাস নিয়েই।

এই বিশ্বাস যতদিন অক্ষুন্ন রাখা যায় ততদিন শুধু যে শাসক শ্রেণীর সহযোগী শ্রেণী বা গোষ্ঠী সমূহ অনুগত থাকবে, তাই নয়, বিপক্ষশ্রেণীর মধ্যেও বিভ্রান্তি, অস্বচ্ছতা এবং আন্তরিক আনুগত্য জাগানো যেতে পারে। এবং এই কাজ যতখানি সম্ভব, ততখানিই সম্ভব হবে রাষ্ট্র শক্তির বলপ্রয়োগের কাজকে স্থগিত রাখা বা হ্রাস করা।

বিপরীত দিক থেকে, অর্থাৎ, শোষিত বা শাসিত শ্রেণীর দিক থেকে দেখলে, সমাজবিপ্লবের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে, সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে শাসক-শ্রেণীর স্বার্থকে সর্বজনীন স্বার্থ হিসেবে দেখার ভ্রান্তি দূর করা, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য বর্জন করা।

শোষিত ও শাসিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরণের মোহ বা বিশ্বাস সৃষ্টির একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বুর্জোয়া সমাজে এই ভিত্তি ততদিনই বিদ্যমান থাকে, যতদিন ঐ সমাজের অর্থনীতি প্রসারিত হতে থাকে এবং, কম হোক, বেশি হোক, কিছু পরিমাণে নতুন জনগোষ্ঠীকে বুর্জোয়াশ্রেণী তার নিজস্ব বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে।

কিন্তু একটা সময় আসে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর মত কোন শাসক শ্রেণীর বিস্তার ও বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়, তার পক্ষে নতুন কোন জনগোষ্ঠীকে অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব হয় না। তখনই এই শাসকশ্রেণীর স্বীয় স্বার্থকে সর্বজনীন স্বার্থ হিসেব জাহির করা বা বিশ্বাসযোগ্য করা আর সম্ভবপর হয় না। কাজেই কেবল শোষিত বা শাসিত শ্রেণীই নয় এমন কি সহযোগী শ্রেণীর কাছ থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য পাওয়া আর সম্ভব হয় না। তখনই ক্রমশ বেশি বেশি করে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। আধিপত্যের বদলে প্রভুত্বের ভূমিকা ক্রমশ মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই গ্রামসি বলেছেন:

> ‘‘রাষ্ট্র–রাজনৈতিক সমাজ জনসমাজ, ভাষান্তরে দমনপীড়নের বর্মাচ্ছাদিত আধিপত্য’’।

আরও গভীরে প্রবেশ করে গ্রামসি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে আধিপত্য এবং দমনপীড়ন দুটি বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী প্রক্রিয়াও নয়, দুটিই পাশাপাশি মিলেমিশে চলতে পারে।

রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে এই ধারণার ভিত্তিতে গ্রামসি সমাজবাদী বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর তাত্বিক ধারণার বিকাশসাধন করেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেমন স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য এবং বলপ্রয়োগ তথা দমন পীড়ন মারফৎ স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থানুযায়ী সমাজকে চালিত করে, এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে, শ্রমিকশ্রেণীকেও তেমনই দ্বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে প্রথমত, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণী তথা অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যকে নির্মূল করতে হবে এবং তার পরিবর্তে এইসব শ্রেণীর উপরে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীকে জনগণের অন্যান্য অংশের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করতে হবে। এই পূর্বশর্ত পালিত হলেই, অর্থাৎ, জনগণের ব্যাপক অংশের উপরে শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা ও আদর্শগত প্রভাব, অন্তত কিছু পরিমাণে, প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই বলপ্রয়োগ দ্বারা শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে এবং, ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর এই চিন্তা ও আদর্শগত প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে

থাকলেই, ক্ষমতা অধিকারের পরে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ অপেক্ষাকৃত কম বাধায় সুস্থিরভাবে এগোতে পারে। জনৈক ভাষ্যকারের মতে:

> ‘‘প্রতিটি শ্রেণীই শুধু সরকারি সংস্থাদিতে নয়, ব্যাপক সমাজের স্বীকৃত অভিমত, মূল্যবোধ এবং মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিতে চায়। যখন যে শ্রেণীসমূহ বিশেষ অধিকারভোগী, তখন সেই শ্রেণীগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেও আধিপত্যের আসনটি দখল করে রাখে। এইভাবে ঐ শ্রেণীগুলি অন্যদের অবনত করে রাখে; এবং বুদ্ধিবৃত্তিগত (অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে–লেখক) আধিপত্য রাজনৈতিক আধিপত্যের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। আধুনিক কালে শ্রমিকদের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের ও গির্জার কালচার থেকে চিন্তার জগতে নিজেদের মুক্ত করা এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে তা’ উৎপীড়িত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীস্তরসমূহকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারে। সাংস্কৃতিক আধিপত্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মৌলিক এবং পূর্ব শর্ত। যে সব শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হতে পারে, সেই সব শ্রেণীর উপরে আগেভাগে নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টি এবং মূল্যবোধ আরোপ করতে পারলেই শ্রমিকশ্রেণী (রাজনৈতিক ক্ষমতা) জয় করতে পারবে এই পথেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজের চিন্তাজগতের নেতৃত্ব অর্জন করতে পারবে, ঠিক যেমনটি পেয়েছিল বুর্জোয়ারা, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অর্জনের আগে’’ [৪]।

গ্রামসির নিজের ভাষায়,

> ‘‘সামাজিক গোষ্ঠীবিশেষ যে সব বিরোধী গোষ্ঠীকে বিলুপ্ত করতে চায় বা এমন কি সশস্ত্র শক্তি দিয়ে দমন করতে চায়, সেই সব গোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রভুত্বের সম্পর্ক; সহযোগী বা সহগামী গোষ্ঠীকে দেয় নেতৃত্ব। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের আগেই সামাজিক গোষ্ঠীটি তার ‘নেতৃত্ব’ প্রয়োগ করতে পারে, এবং এই

> নেতৃত্ব তাকে প্রয়োগ করতে পারতেই হবে (এই ধরণের ক্ষমতা অর্জনের জন্যে এই নেতৃত্ব প্রয়োগ সত্যি সত্যিই প্রধান একটি পূর্বশর্ত); পরবর্তীকালে এই শ্রেণী যখন (রাজনৈতিক) ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন এই শ্রেণী প্রভুত্বের আসনের অধিকারী হয়; কিন্তু (রাজনৈতিক) ক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতের মুঠোয় সুরক্ষিত থাকার সময়েও এই শ্রেণীকে 'নেতৃত্ব'ও দিয়ে যেতে হবে'' ৭।

অনেক তত্ত্ববিদ গ্রামসির এই বক্তব্য থেকে তিনটি ভুল সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমত এই যে, গ্রামসি মার্ক্সীয় ভাষায় 'অস্ত্রের সমালোচনা' সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধুমাত্র, 'সমালোচনার অস্ত্রের' উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করার কথা বলেছেন। এই মতের পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের এই বক্তব্য থেকে আরেকটা সিদ্ধান্ত করেন যে গ্রামসি বিচারপদ্ধতির দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর শরিক হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, গ্রামসির এই বক্তব্য মার্ক্সবাদের বুনিয়াদি তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, অন্তত পৃথক।তৃতীয়ত, গ্রামসির এই পথ নির্দিষ্ট ভাবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। এর কোন ব্যাপকতর তাৎপর্য নেই।

প্রথম বক্তব্য, অর্থাৎ, গ্রামসির মতকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহার বলে মনে করার প্রবণতা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সর্বাগ্রে স্মরণীয় যে এই প্রসঙ্গটাই আলোচিত হয়েছে-বিপ্লবের সাফল্যের প্রেক্ষিত হিসেবে, বিপ্লবের প্রতিকল্প হিসেবে নয়।'সাংস্কৃতিক সংস্কার' বলতে গ্রামসি যে শ্রেণীশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 'ক্রমোন্নতি' বোঝাননি, তা তাঁর রচনা থেকেই পরিস্ফুট। তিনি লিখেছেন,

''পূর্বাহ্নে আর্থনীতিক সংস্কার এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমাজের অবদমিত শ্রেণীস্তরসমূহের অবস্থিতির পরিবর্তন ব্যতিরেকে কি তাদের সাংস্কৃতিক সংস্কার হতে পারে এবং তাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কি হতে পারে? বুদ্ধিবৃত্তিগত এবং নৈতিক সংস্কারকে আর্থনীতিক সংস্কারের কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে-প্রকৃতপক্ষে স্থূলবিচারে আর্থনীতিক

সংস্কারের কর্মপন্থার রূপ নিয়েই বুদ্ধিবৃত্তিগত এবং নৈতিক সংস্কারের আত্মপ্রকাশ ঘটে'' [10]।

> [গ্রামসির মতে এই প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি'র যথোপযুক্ত বিকাশের উপরে[11]। সুতরাং গ্রামসির প্রস্তাবিত শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিগত ও নৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের অভিযান নিছক প্রচার ও বক্তৃতার কর্মপন্থা নয়, এই কর্মপন্থা আসলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম মারফৎ ব্যাপক জনগণের জীবনে বাস্তব ও চিন্তাগত পরিবর্তনের কর্মসূচী। সুতরাং একে একতরফা মননমুখী, ভাববাদী প্রেক্ষিত বলে গণ্য করা সম্পূর্ণ ভুল।]

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও জনসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় একটি প্রসঙ্গে গ্রামসি নিজেই লেনিন ও ট্রটস্কির উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি পেশ করেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ বিশ্ব কংগ্রেসে ট্রটস্কির বক্তব্য ছিল, রুশদেশে রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে প্রথম পর্বে এবং খুব সহজে, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়, অর্থাৎ ব্যাপক সমাজ-জীবনে বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের কাজ, ঐ দেশে খুব দুরূহ এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রূপ নেয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে, দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াই আগেভাগে করতে হবে। 'প্রশ্ন তাহলে দাঁড়ায়', গ্রামসির নিজের ভাষায়, 'জনসমাজের (সিভিল সোসাইটির) প্রতিরোধ ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টার আগে হবে না পরে হবে' [12]? এই প্রসঙ্গে গ্রামসি লেনিনের বক্তব্যও উল্লেখ করে বলেন:

> ''রুশদেশে রাষ্ট্রই ছিল সবকিছু, জনসমাজ ছিল আদিম, দানা বাঁধতে অক্ষম, পাশ্চাত্যে (অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে) রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক ছিল; রাষ্ট্র যখন কাঁপতে শুরু করল, তখন সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের সুদৃঢ় কাঠামো

> আত্মপ্রকাশ করল। রাষ্ট্র ছিল শুধু বহিঃসীমার পরিখা,যার পেছনে ছিল শক্তিশালী দুর্গের ও মাটির প্রাচীরের বিন্যাস...[13]''

আসলে, গ্রামসি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। ভাষায় কিছু তফাৎ হলেও রাষ্ট্র ও জনসমাজের এই তুলনামূলক পার্থক্যের উল্লেখ করেই ১৯১৮ সনে লেনিন বলেছিলেন:

> রুশদেশে ''বিপ্লব যেভাবে শুরু হয়েছিল, উন্নত দেশগুলিতে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত সহজে শুরু হতে পারে না। রুশদেশের মত দেশে বিপ্লব শুরু করা একটা পালক তোলার মতই সহজ কাজ''।
>
> ''কিন্তু যে দেশে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছে এবং যে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংগঠন প্রসারিত হয়েছে সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ পর্যন্ত, সে দেশে বিনা প্রস্তুতিতে বিপ্লব শুরু করা হবে ভুল, উদ্ভট[14]" ।

পরে তিনি এই প্রসঙ্গে উন্নত দেশে শ্রমজীবী জনগণের উপরে শাসক ও শোষক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক তথা চিন্তাবৃত্তির আধিপত্যের উল্লেখ করে বলেন:

> যে তারা ''মানব-মনোজগতের সবরকম সাফল্যকে শ্রমজীবী মানুষের ইচ্ছা দমন করার এক হাতিয়ারে পরিণত করেছে[15]।"

উপরের এই বক্তৃতার কয়েক সপ্তাহ পরেই লেনিন আবার বলেন:

> ''আমাদের পক্ষে বিপ্লব শরু করা খুব সহজ হয়েছে, আর তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বেশ কঠিন; আর পশ্চিমে শুরু করা হবে বেশি কঠিন এবং চালিয়ে যাওয়া অনেক সোজা[16]"।

শেষ কথা, সমাজবাদী বিপ্লবের সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনের দাবি বুনিয়াদি মার্ক্সীয় তত্বের বিরোধী তো নয়ই, এই দাবি একান্তভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় বিপ্লবের অনন্য কোন বৈশিষ্ট্যও নয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে মার্ক্স ও লেনিনের যে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এই দাবি সমাজবাদী বিপ্লবের সাধারণ দাবি-সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উচ্ছেদ এবং নৈতিক–আত্মিক নেতৃত্ব অর্জন–এই দুই সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের মধ্যে শুধু পরিমাণগত তারতম্য হতে পারে। অর্থাৎ, কোন দেশে নৈতিক–আত্মিক নেতৃত্ব অর্জনের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে। কিন্তু, কিছু, কম হলেও এই নেতৃত্ব অর্জন ছাড়া বিপ্লব সফল হতেই পারে না। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে, গ্রামসির ভাষায়, "প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট দেশে সরেজমিনে নির্ভুল পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন[17]''।বিশ্বস্ত মার্ক্সবাদী গ্রামসি কোনক্ষেত্রেই সার্থক চিন্তাভাবনাকে বিমূর্ত ভাববিলাস হিসেবে গণ্য করেন নি; তার নিজের মার্ক্সবাদী বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় লিখেছিলেন যে, মার্ক্সের মতে,

> ''ইতিহাস ধ্যানধারণার ক্ষেত্র, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত মানুষের সচেতন ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্র। কিন্তু ধ্যানধারণা, মননশীলতা তার খেয়ালিপনা পরিত্যাগ করে বাস্তবতা লাভ করে, এই ধ্যানধারণা গালগল্প, ধর্মীয় বা সমাজতাত্ত্বিক বিমূর্তন নয়..কোন দেশ, সমাজ বা গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক লক্ষ্য কী তা জানতে হলে এদের মর্মমূল নিহিত আছে অর্থনীতিতে, ব্যবহারিক ক্রিয়াকাণ্ডে, উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের মধ্যে কোন দেশের বা সমাজের ঐতিহাসিক লক্ষ্য কী, তা সঠিক ভাবে জানতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে ঐ দেশে, ঐ সমাজে উৎপাদনের ও বিনিময়ের ব্যবস্থা ও সম্পর্ক কী ধরণের[18]''।

1918 সনে লেখা এই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য থেকেই এ কথা পরিষ্কার যে গ্রামসি ধ্যানধারণা, মননশীলতার চর্চার প্রসারতা চাইতে গিয়ে মার্ক্সবাদের বস্তুবাদী ভিত্তিকে দুর্বল করতে চান নি।

জৈবিক বুদ্ধিজীবী–রাজনৈতিক দল

অজিত রায়

(আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব, অজিত রায়, পার্ল পাবলিশার্স, নভেম্বর, 1960। দ্বিতীয় ভাগ, গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তা। দ্বিতীয় অধ্যায়, জৈবিক বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক দল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ,পৃষ্ঠা **55** থেকে **59** এখানে পুনর্মুদ্রিত হল)

যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্যে, তেমনই এই ক্ষমতা অর্জনের জন্যে শ্রেণীগত কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বুদ্ধিগত (intellectual) আধিপত্য বা নেতৃত্বের ক্ষমতা–এই অভিমতকে প্রসারিত করে গ্রামসি

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব বিস্তার করেছেন। এক বিশিষ্ট ভাষ্যকারের মতে, গ্রামসি মনে করেন যে:

> ‘‘শ্রেণী নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সামাজিক বর্গ (category) হিসেবে ‘বুদ্ধিজীবী’ সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে অতিকথা পর্যায়ের। 'বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং প্রয়োগকারী এই অর্থে সব মানুষই সম্ভাব্য বুদ্ধিজীবী, কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের দিক থেকে সকলে বুদ্ধিজীবী নয়। ক্রিয়াকাণ্ডগত অর্থে বুদ্ধিজীবীরা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত রয়েছেন সনাতন পেশাগত বুদ্ধিজীবী–সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ইত্যাদি, সামাজিক ফাঁকফোকরে অবস্থিতির জন্যে আন্ত–শ্রেণী একটা সৌরভ থাকলেও শেষ বিচারে যাঁদের উদ্ভব অতীত এবং বর্তমান শ্রেণী সম্পর্ক থেকে এবং যাঁরা নানাবিধ ঐতিহাসিক শ্রেণী–গঠনের প্রতি তাঁদের আত্মীয়তা প্রচ্ছন্ন রাখেন। দ্বিতীয়ত, রয়েছেন ‘জৈবিক’ বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা হচ্ছেন কোনও একটি নির্দিষ্ট মৌলিক সামাজিক শ্রেণীর চিন্তাশীল এবং সংগঠক উপাদান। এই জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা যে–শ্রেণীর সঙ্গে জৈব বন্ধনে আবদ্ধ, সেই শ্রেণীর ভাবধারা ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন মারফৎ যতটা সুপরিচিত, তাঁদের পেশাগত পরিচয় দিয়ে ততটা নয়–পেশাটি অবশ্য তাঁদের শ্রেণীর চরিত্রানুগ যে কোন বৃত্তি হ'তে পারে[1]।”

গ্রামসির নিজের ভাষায়,

> ‘‘আর্থনীতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রের কোন অপরিহার্য ভূমিকা পালনের মৌলিক ক্ষেত্রে জন্ম নেবার সময়ে প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী একই সময়ে জৈবিক পদ্ধতিতে জন্ম দেয় বুদ্ধিজীবীদের এক বা একাধিক শ্রেণীস্তর–এই বুদ্ধিজীবীরাই শুধু আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের জন্মদাতা শ্রেণীকে সমসত্তা উপহার দেন[2]’’।

অর্থাৎ, উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মারফৎ যখন নতুন কোনও শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তখন প্রথমাবস্থায় সেই শ্রেণীর আত্মসচেতনতা খুব অপরিণত অবস্থায় থাকে। তা' ছাড়া, সমাজের অতীত ও বর্তমান অন্যান্য শ্রেণী বা শ্রেণীস্তরের সঙ্গে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠতার জন্যে নবজাত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন চেতনা ও আবেগের বশবর্তী হতে পারে। এই অবস্থা থেকে অগ্রসর হয়ে নতুন শ্রেণীকে যদি তার স্বীয় স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও ভবিষ্যতের অঙ্গীকার সম্পর্কে' সমমাত্রিক কর্ম প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে হয়-এবং এই রকম উদ্যোগী হওয়া সব শ্রেণীরই আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে'র পক্ষে অপরিহার্য'-তা' হলে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে প্রয়োজন সমগ্র শ্রেণীকে সমমাত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা। এই সমমাত্রিক ভাবধারার উন্মেষ ও বিস্তারের জন্যে সবিশেষ প্রবণতা ও দক্ষতাসম্পন্ন যে শ্রেণীস্তরের প্রয়োজন, সেই শ্রেণীস্তরই হচ্ছে ঐ মৌলিক শ্রেণীর জৈবিক বুদ্ধিজীবী।

প্রসঙ্গটির আরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। গ্রামসির মতে মানুষ মাত্রেই বুদ্ধিজীবী-কেন না সব মানুষেরই বুদ্ধি আছে এবং সবাই কমবেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সব মানুষই বুদ্ধিজীবীর বৃত্তি অনুসরণ করে না। যদিও বুদ্ধি বা মস্তিষ্কভিত্তিক কার্যকলাপ এবং পেশি-স্নায়বিক কার্যকলাপ কখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, কিন্তু এই দু' ধরণের কার্যকলাপের পারস্পরিক গুরুত্বের তারতম্য হতে পারে।

ক্ষমতাভিলাষী শ্রেণীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল-সনাতন বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও আনুগত্য অর্জন করা। জৈবিক বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ মৌলিক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় মননশীল অংশকে সনাতন, অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেতে হবে। এই কাজ করা ততটই সহজ হবে যে পরিমাণে এই শ্রেণীর জৈবিক বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভকরবে। অর্থাৎ, প্রচলিত সমাজের প্রতিপালিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে তীর সংগ্রাম চালিয়ে আত্মিক, রাজনৈতিক এবং, এমন কি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রেণীকে তার নিজস্ব জৈবিক বুদ্ধিজীবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এই

কাজে এগোতে পারলেই সমাজের সনাতন বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে দলে টানা যাবে।
এই প্রসঙ্গে গ্রামসি শহর ও গ্রামাঞ্চলের সনাতন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার কিছু তারতম্য আলোচনা করেছেন। যদিও মূলত ইতালির সামাজিক-রাজনৈতিক পৃষ্ঠপটে আলোচিত এই প্রসঙ্গের খুটিনাটি অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য, তবুও এর মূল সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
গ্রামসির মতে, শহরে সনাতন বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত শিল্পের সঙ্গে জড়িত- অর্থাৎ কলকারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, ম্যানেজার, সুপারভাইজার ইত্যাদি। গ্রামীণ সনাতন বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত নিম্নস্তরের সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, সৈনিক, পাদ্রী-পুরোহিত, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি।

শহরাঞ্চলে সনাতন বুদ্ধিজীবীরা তাদের আওতায় সাধারণ মানুষের উপরে ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে সে রকম কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং, আধুনিক যুগে, অর্থাৎ শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারের ফলে শ্রমিকরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শহরের সনাতন বুদ্ধিজীবীদের উপরে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।
গ্রামাঞ্চলের ছবি কিন্তু অন্যরকম।এক্ষেত্রে সনাতন বুদ্ধিজীবীরা আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে এবং সাধারণ গ্রামবাসীর চোখে অনুকরণীয় আদর্শস্বরূপ। ফলে, গ্রামাঞ্চলে সনাতন বুদ্ধিজীবীর একটা স্বভাবজ নেতৃত্বের ভূমিকা থাকে। কাজেই, এক্ষেত্রে জৈবিক বুদ্ধিজীবীর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে সনাতন বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও আনুগত্য অর্জনের দিকে। এই কাজে সফল হলে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনগণের সমর্থন ও আনুগত্য লাভ সহজতর হবে।
এইভাবে বিকশিত জৈবিক বুদ্ধিজীবীরাই হচ্ছে মৌল শ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক দল। শুধু উৎপাদন-ক্ষেত্রেই সীমিত না থেকে, এই জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা সরাসরি রাজনৈতিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের অবস্থিতিকে সুদৃঢ় করে।

গ্রামসির মতে রাজনৈতিক দল মাত্রেই রাষ্ট্রশক্তির একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে গোটা দেশের ক্ষেত্রে এবং সমগ্র জনগণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, পার্টি বা রাজনৈতিক দল সেই ভূমিকাই অপেক্ষাকৃত সীমিতক্ষেত্রে পালন করে থাকে।

অর্থাৎ, রাজনৈতিক দলের কাজ হল প্রথমত সনাতন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে জৈবিক বুদ্ধিজীবীর যোগসূত্রকে দৃঢ়তর করে, নিজস্ব বুদ্ধিজীবী বা জৈবিক বুদ্ধিজীবীর চেতনা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং সামগ্রিকভাবে স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থ, ভূমিকা ও লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ গঠনের কাজকর্মকে এগিয়ে নেবার জন্যে প্রচেষ্টা।

সমাজের উচ্চমনন-ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক দলে যোগদান হল জৈব-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার সামিল।

এক অর্থে রাজনৈতিক দলের সদস্য মাত্রেই বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবার যোগ্য-কেন না তার কাজই হল সমগ্র শ্রেণী তথা শ্রেণীর সহযোগী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অস্তিত্ব ও বিকাশের সমস্যার মোকাবিলা করা।

গ্রামসি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জৈবিক বুদ্ধিজীবীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিকাশের কথা এবং জার্মানিতে যুঙ্কারদের মধ্য দিয়ে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের জৈবিক বুদ্ধিজীবীর উদ্ভবের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের ভূমিকা আলোচনাযোগ্য। প্রাচীন, 'মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রথম দিক পর্যন্ত কি ব্রাহ্মণদের ভূমিকা মূলত একই রকমের ছিল, না, তার কিছু, উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটেছে? এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন অঞ্চলে ইংরেজিনবিশ যে নতুন শিক্ষিত সমাজের আবির্ভাব ঘটল, তারই বা বিশিষ্ট চরিত্র কী ছিল-এ সব প্রশ্ন নিয়ে গ্রামসীয়, তথা মার্ক্সীয়, পদ্ধতিতে গভীর আলোচনার নিশ্চয়ই সুযোগ এবং প্রয়োজন আছে।

গ্রামসি বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার উল্লেখ করেন: কোন প্রগতিশীল শ্রেণী যখন তার নিজস্ব বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়, তখন এই নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবীদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তাদের আকর্ষণ করে নিজস্ব

বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর ফলে, আপাত দৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অন্তত, বুদ্ধিজীবীদের কোনও কোনও অংশ তাই মনে করে–বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্ম–সচেতনতায় তাদের প্রভাবিত করতে দেখা যেতে পারে। কিন্তু, গ্রামসির সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এই আপাত অনুভূত স্বাতন্ত্র্যবোধ বুদ্ধিজীবীদের মোহ বা মরীচিকা মাত্র। বুদ্ধিজীবীদের কোন স্বতন্ত্র বা স্বাধীন শ্রেণী হিসেবে কখনই গণ্য করা যায় না।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের মনোভাবের তারতম্য হতে দেখা যায়–অন্তত ইতালির ইতিহাসে গণতান্ত্রিক রূপান্তরণের পর্যায়ে তা দেখা গিয়েছে।

তখনকার বুদ্ধিজীবীরা ব্যাপক কৃষককুল সম্পর্কে মুরুব্বীর মত মনোভাব দেখিয়েছিল; ফলে তারা ব্যাপক কৃষককুলকে তাদের প্রভাবের মধ্যে আনতে পারে নি। কিন্তু অন্য রকমের মনোভাব নেবার ফলে ফরাসি বিপ্লবের নায়করা কিন্তু ঐ দেশের কৃষকদের কাছে টানতে পেয়েছিলেন।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক নজিরকে বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের নজিরকে সামনে রেখে গ্রামসি যে মৌল লক্ষ্য সাধনের নির্দেশ করেন তা হচ্ছে শক্তিশালী একটি ‘জেকোবিন’ মোর্চা গঠন করার। অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষককুলকে সমাবেশ করা, ব্যাপক কৃষক জনতা যাতে একযোগে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। শহরের শ্রমিক–শ্রেণীকে যদি এই লক্ষ্য সাধন করতে হয়, তা হলে তাকে দুটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে: প্রথমত, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ অগ্রগতি সাধন করতে অর্থাৎ, একদিকে আধুনিক শিল্প তথা উৎপাদন ব্যবস্থার খানিকটা অগ্রগতি, অন্যদিকে সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর কিছুটা বিস্তার লাভ প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ‘ঐতিহাসিক–সাংস্কৃতিক’ স্তরের খানিকটা পরিপক্কতা। অর্থাৎ পূর্বতন শাসকশ্রেণীর মতাদর্শগত প্রভাবকে খন্ডন করে নিজশ্রেণীর মতাদর্শ গঠনের কাজে অগ্রগতি। যেহেতু এই স্বতন্ত্র মতাদর্শ গঠন নিছক ধ্যানধারণার ব্যাপার নয়–বাস্তব জীবনে সংগ্রামের পথেই, অর্থাৎ তত্ত্ব ও

কর্মের সমন্বয় মারফৎই একমাত্র ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পরিপক্কতা অর্জন সম্ভবপর, তাই বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি প্রয়োজন।

সত্যিকারের বিপ্লবী একটি পার্টির জন্ম দৈনন্দিন কোন ঘটনা হতে পারে না। এর জন্মের জন্যে ঐতিহাসিক তাগিদ প্রয়োজন। যখন পুরাতন রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এবং তার ফলে নতুন রাষ্ট্রগঠনের উপাদানও সমাজের গর্ভে বিকাশমান, একমাত্র তখনই বিপ্লবী পার্টির জন্ম সম্ভবপর। নির্দিষ্টভাবে এর জন্যে প্রয়োজন ত্রিবিধ উপাদান।

প্রথমত, ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ নরনারী, যারা আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে প্রস্তুত। এরা মোটের উপরে তত্ত্ব বা সাংগঠনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে চমকপ্রদ উপাদান না হলেও চলবে।

দ্বিতীয়ত, স্বল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি যাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় ব্যাপক সংখ্যক সুশৃঙ্খল অনুগামীকে নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে জাতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করতে পারবেন। অর্থাৎ, শ্রেণী সংগ্রামে যাঁরা জেনারেল-স্টাফ বা সেনাপতি-মন্ডলীর কাজ করবেন।

তৃতীয়ত, প্রথম ও দ্বিতীয় উপাদানের মধ্যে, অর্থাৎ ব্যাপক অনুগামী ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে, যাঁরা যোগসূত্রের কাজ করবেন, সেই রকম স্বল্পসংখ্যক মধ্যবর্তী কর্মী।

বিশের দশকের গোড়ায় তুরিনে ফ্যাক্টরি দখল আন্দোলনের সময়ে ‘লোর্দিনে নুওভো’ পত্রিকায় ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের বহুল প্রশংসিত ভূমিকা সম্পর্কে গ্রামসির লেখা থেকে কোনও কোনও ভাষ্যকার মনে করেন যে গ্রামসির মতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পার্টির ভূমিকা ছিল কিছুটা পরিমানে গৌণ; এমন কি, এই মত অনুযায়ী বিপ্লবের পূর্বাপর বিকাশের ধারণা সম্বলিত প্রেক্ষিত এবং এই প্রেক্ষিত কাজে পরিণত করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন গ্রামসি স্বীকার করেন নি। বলা হয়, তিনি প্রধানত মনে করতেন-শ্রমিকদের উৎপাদনী-কর্মক্ষেত্র, অর্থাৎ ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের স্বীয় উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্ত' সমাবেশ

থেকে উদ্ভুত ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করলেই বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রশ্নের সমাধান হবে।
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন পদ্ধতির গভীর পরিবর্তন যে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় গভীরতা সঞ্চারের জন্যে প্রয়োজন-একথা গ্রামসি অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে বার বার বলেছেন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ফ্যাক্টরি, শিল্প, অঞ্চল ইত্যাদি আত্মপরিচিতির আংশিক চিহ্ন নির্বিশেষ সামগ্রিক শ্রেণীর আত্ম-সচেতনার প্রতিফলন। সংস্থাগত রূপ, অর্থাৎ সামগ্রিক শ্রেণীচেতনা এবং পার্টি সংগঠনের ভূমিকাকে তিনি খাটো করে দেখেছেন, সে কথাও মোটেই সত্যি নয়।

তোগলিয়াত্তির মতে, গ্রামসির ‘‘সব ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে, তা’ হচ্ছে পার্টির তত্ত্ব, যে পার্টি সমষ্টিগত বুদ্ধিজীবী হিসেবে ক্ষমতা জয়ের সংগ্রাম পরিচালনা করে এবং (অর্জিত) ক্ষমতা নতুন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করে’’।

অবস্থায়ী ও চলিষ্ণু সংগ্রাম
অজিত রায়

(আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব, অজিত রায়, পার্ল পাবলিশার্স, নভেম্বর, 1960। দ্বিতীয় ভাগ, গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তা। পঞ্চম অধ্যায়, অবস্থায়ী ও চলিষ্ণু সংগ্রাম। পঞ্চম অধ্যায়ের সম্পূর্ণ, পৃষ্ঠা 78 থেকে 81, এখানে পুনর্মুদ্রিত হল)

নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে গ্রামসির বিশ্লেষণ। সাধারণ যুদ্ধবিগ্রহের তত্ত্বের সঙ্গেও রয়েছে এর সঙ্গতি। অন্যদিকে 'হেগিমনি', তথা আধিপত্য বা নেতৃত্বের যে তত্ত্ব গ্রামসীয় চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু, তা'ও এই প্রসঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সামগ্রিকভাবে গ্রামসির চিন্তাকে অনুধাবন করতে হলে অবস্থায়ী ও চলিষ্ণু সংগ্রামের এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার প্রয়োজন।

সাধারণ, অর্থাৎ, মিলিটারি, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে পর্যদস্তকরে তার এলাকা দখল করতে পারলেই, এমন কি দখল করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই, সেই যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামে ঠিক তা' হয় না। এই ক্ষেত্রে বিজয়ীপক্ষকে শত্রুপক্ষের জায়গা জমিন পাকাপোক্তভাবে দখল করে রাখতে হবে। পরাজিতপক্ষকে নিরস্ত্র ও ছত্রভঙ্গ করার পরেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে।

এই রাজনৈতিক লড়াই আবার ত্রিবিধ রূপ নিতে পারে চলিষ্ণু, অবস্থায়ী এবং গুপ্ত সংগ্রাম বা কম্যান্ডো লড়াই।

মিলিটারি যুদ্ধে যেরকম গোলন্দাজবাহিনী বড় বড় কামান দেগে শত্রুপক্ষের সুরক্ষা- ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেয়, অন্ততপক্ষে তার সুরক্ষাব্যূহের কোন কোন অংশ ভেঙে দিয়ে, তার মধ্য দিয়ে স্বপক্ষের বাহিনীর অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয় এবং কিছু সংখ্যক স্বপক্ষের সৈন্য ঢুকে পড়ে ঘাঁটি স্থাপন করে- যেখান থেকে আবার আক্রমণের পরের ধাপটি নেওয়া সম্ভব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চলিষ্ণু সংগ্রাম একই ধরণের পদ্ধতিতে, এগিয়ে চলে। সামাজিক-আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিধারার মধ্য দিয়েই জন্ম হয় সঙ্কটের, যে সঙ্কটের ধাক্কায় ব্যাপক জনগণের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়-শ্রমিকশ্রেণী ব্যাপক আকারে ধর্মঘট এবং অন্যান্য ধরনের জঙ্গী প্রতিরোধে ব্রতী হয়, যা কিনা সাধারণ যুদ্ধের গোলাবাজির সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য সাধারণ যুদ্ধের সঙ্গে এই রাজনৈতিক যুদ্ধের তফাৎও রয়েছে। রাজনৈতিক যুদ্ধে ধর্মঘটজাতীয়

গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে যখন শত্রুপক্ষের সুরক্ষাব্যবস্থা বিদীর্ণ হয় এবং শত্রুপক্ষ বিশৃঙ্খলার শিকার হয়, তখন এর পাশাপাশি আক্রমণকারী পক্ষ, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও তার অনুবর্তী জনগণ, চটপট নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের ট্রেনিং দিতে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে 'ক্যাডার' বা নেতৃত্বোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলে।

গ্রামসির মতে এই চিত্র আংশিকভাবে সত্য। এই ছকের পেছনে রয়েছে অর্থনীতিবাদী নিয়ন্ত্রণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী–অর্থাৎ এই বিশ্বাস, যে আর্থনীতিক (সঙ্কট) থেকে বৈপ্লবিক সঙ্কটে অগ্রগতি অবধারিত। আসলে কিন্তু তা' নয়; আর তা' নয় বলেই রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সময় বুঝে চলিষ্ণু যুদ্ধ থেকে অবস্থায়ী যুদ্ধে উত্তরণ প্রয়োজন।

অবস্থায়ী যুদ্ধের ভিত্তি হচ্ছে পরিখা বা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে নিজস্ব বাহিনীর আত্মরক্ষায় ব্যবস্থাকে দৃঢ় রেখে শত্রুপক্ষের শক্তি পরীক্ষা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যা মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে এই যে খুশিমাফিক চলিষ্ণু বা অবস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে কোনও একটিকে বাছাই করে নেওয়া যায় না। যদি শত্রুপক্ষের তুলনায় স্বপক্ষের শক্তি খুব ব্যাপকভাবে শ্রেষ্ঠতর হয়, তা' হলেই শুধু নিজের ইচ্ছে মত যুদ্ধের ধরণধারণ অনুসরণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, অবস্থায়ী যুদ্ধের হারজিত শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে পরিখা বা যুদ্ধ ফ্রন্টের পারস্পরিক শক্তি সাম্যের উপরে নির্ভর করে না–তা নির্ভর করে দু' পক্ষের সামগ্রিক শক্তির তুলনামূলক অবস্থিতির উপরে। অর্থাৎ, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থা, দ্রুত সৈন্য সমাবেশ করার ক্ষমতা, ইত্যাদি বহু ব্যাপারের উপরে।

গ্রামসি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে ইউরোপে যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ করে দেখান যে চলিষ্ণু যুদ্ধ কায়দায় কোন কোন পর্যায়ে শত্রুপক্ষকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারলেও অবস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনায় উপযুক্ত প্রস্তুতি বা যোগ্যতার অভাবে শেষ পর্যন্ত এই বিজয় ফলপ্রসূ হয়নি।

এই একই কারণে রাজনৈতিক সংগ্রামেও যদি অবস্থায়ী যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি না থাকে, তা' হলে চলিষ্ণু যুদ্ধে সাময়িক অগ্রগতি বা বিজয় ,

যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করবে না– অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত পরাজয়কে পরাহত করা যাবে না।
এই প্রসঙ্গে গ্রামসি আধুনিক ও প্রাগ্রসর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জনসমাজের (সিভিল সোসাইটির) বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সাধারণ (মিলিটারি) যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন শত্রুপক্ষের পরিসীমার সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে বাইরের পরিখা দখল করে নেবার পরেও দেখতে পাওয়া যেতে পারে যে শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষার ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, বরং পরিসীমার ভিতরে তার লড়াই চালিয়ে যাথার শক্তি তখনও অটুট আছে, তেমনই রাজনৈতিক সংগ্রামেও দেখা যেতে পারে যে আর্থনীতিক সঙ্কটের তাড়নায় ধর্মঘট ইত্যাদি সঙ্ঘর্ষে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলেও রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাস্ত করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের নানাবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নৈতিক ভাবাদর্শগত আধিপত্যের দরুণ তাদের রাজনৈতিক অবস্থিতিকে মোটামুটি সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। এমন কি, আথনীতিক সঙ্কট সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ব্যাপকাংশে শাসক শ্রেণীর নৈতিক ভাবাদর্শগত প্রভাবের বাইরে আসতে সমর্থ না হতে পারে।
এ সব কথা কল্পনা জল্পনা নয়। 1917 সনের রুশ বিপ্লব ও তার পরবর্তী ঘটনা বিন্যাস এবং সে সম্পর্কে' বলশেভিক পার্টির তদানীন্তন নেতাদের বিশ্লেষণ উল্লেখ করে গ্রামসি তাঁর এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।
লেনিনের মত উদ্ধৃত করে গ্রামসি বলেন যে, ‘সরেজমিনে টহলদারি করে দেখতে হবে (শত্রুপক্ষের) পরিখা এবং জনসমাজরূপী কেল্লা, ইত্যাদির অবস্থাটা কী? রুশদেশে রাষ্ট্রই ছিল যথাসর্বস্ব, জনসমাজ ছিল মান্ধাতা আমলের এবং শিথিল; পশ্চিমে (অথাৎ, পশ্চিম ইউরোপে) রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক ছিল; রাষ্ট্রযন্ত্র যখন (ঘা খেয়ে) কেঁপে ওঠে, তখন সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের দৃঢ় কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্র বহিঃসীমার পরিখা বইতো কিছু নয়, রাষ্ট্রের পেছনে রয়েছে কেল্লার পর কেল্লা, প্রতিরোধের দেয়াল। একথা বলা বাহুল্য যে এই সুরক্ষা

ব্যবস্থা কোন রাষ্ট্রে বেশি, কোনো রাষ্ট্রে কম–তার জন্যেই প্রয়োজন প্রত্যেক দেশে সঠিকভাবে সরজমিনে তদন্ত[1]।”

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি ভারতে গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন: ‘গান্ধীর নিষ্ক্রিয় (passive) প্রতিরোধ হচ্ছে অবস্থায়ী সংগ্রাম, যা কোনও কোনও সময়ে চলিষ্ণু সংগ্রামের রূপ নেয়, আবার অন্য সময়ে গুপ্ত সংগ্রামে পরিণত হয়। বয়কট হচ্ছে অবস্থায়ী সংগ্রাম, ধর্মঘটকে বলা যায় চলিষ্ণু সংগ্রাম, সমরোপকরণ ও সৈন্যবাহিনী সমাবেশের প্রস্তুতিপর্ব গুপ্ত সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত[2]।”

গান্ধীজীর পরিচালিত সংগ্রাম সম্পর্কে গ্রামসির বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক কিনা, তা নিয়ে গুরুতর মতভেদের অবকাশ আছে। প্রথমত, গ্রামসির এই আলোচনার মুখ্য প্রসঙ্গ হচ্ছে বৈপ্লবিক সংগ্রামের পর্যায়ক্রম বা বিভিন্ন রূপ, যে সংগ্রামের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণ উৎসাদিত করা। গান্ধীজী কোন সময়ে এই রকম লক্ষ্য নিয়ে সংগ্রামে নামেন নি তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য এবং অঘোষিত উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ছিল আপস রফা। সুতরাং বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপান্তরণের প্রত্যয়াদি দিয়ে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজী কখনও গুপ্ত সংগ্রাম বা গোপন প্রস্তুতির পথে পা দেননি। তাঁর পরিচালিত সংগ্রামের সব কিছুই সর্বদা জনসমক্ষে প্রকাশ্য।

তবে আপস রফার উদ্দেশ্যে হলেও গান্ধীজীর সংগ্রাম পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে অবস্থায়ী সংগ্রামের কিছু কিছু মৌল বা উপাদান ছিল। বয়কট, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইত্যাদি কর্মপদ্ধতি মারফৎ তিনি বিদেশী শাসকশক্তির নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলেন, কিছু পরিমাণে পেরেছিলেনও।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে গ্রামসি যে মন্তব্য করেছেন তা আধুনিক রাজনীতিতে পরীক্ষিত সত্য হিসেবে স্বীকৃত। কথাটি হচ্ছে এই যে,

> ‘‘মিলিটারি কলাকৌশলে তথা রাজনীতির কলাকৌশলে, উভয়ক্ষেত্রেই চলিষ্ণ যুদ্ধ উত্তরোত্তর অবস্থায়ী যুদ্ধে পর্যবসিত

> হচ্ছে, এবং একথা বলা যায় যে, যে-রাষ্ট্র শান্তির সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি চালিয়ে যাবে, সেই রাষ্ট্রই যুদ্ধে জয়লাভ করবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসমাজের সংগঠনাদি নিয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা সম্বলিত আধুনিক গণতন্ত্রের বিশাল কাঠামো-এগুলি যেন রাজনীতির ব্যবহারিকক্ষেত্রে 'পরিখার' মত এবং অবস্থায়ী যুদ্ধে যুদ্ধ-ফ্রন্টের পাকাপোক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার মত। আগেকার যুগে যে চলিষ্ণু যুদ্ধ ছিল যুদ্ধের প্রায় সবটা জুড়ে, তা যেন এর ফলে নিছক 'আংশিক' যুদ্ধে পরিণত হয়েছে''।

সাদামাটা কথায়, এর নির্যাস হচ্ছে বর্তমান যুগে জনসমাজের (সিভিল সোসাইটির) প্রসার ঘটার ফলে সরাসরি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভূমিকার গুরুত্ব আগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে-অর্থাৎ জনসমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে, অবস্থায়ী যুদ্ধ মারফৎ, শাসকশ্রেণীর নৈতিক-ভাবাদর্শগত প্রভাবকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করতে না পারলে, না পারা যাবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সংগঠন করা, না পারা যাবে সফল অভ্যুত্থান সত্ত্বেও চূড়ান্ত জয়কে সুনিশ্চিত করতে পারা

গ্রামসির তাত্ত্বিক বর্ণালী

অজিত রায়

(আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব, অজিত রায়, পার্ল পাবলিশার্স, নভেম্বর, 1960। দ্বিতীয় ভাগ, গ্রামসির তাত্ত্বিক চিন্তা।ষষ্ঠ অধ্যায়, গ্রামসির তাত্ত্বিক বর্ণালী।ষষ্ঠ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ,পৃষ্ঠা ৪2 থেকে ৪৪, এখানে পুনর্মুদ্রিত হল)

পরবর্তী, তথা শেষ, অধ্যায়ে আমরা গ্রামসির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করব। আগে তাঁর কয়েকটি বিশ্লেষণী প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে সুবিধে হবে বলে এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের অবতারণা। প্রথমত, সংযোজিত (conjunctural) ও জৈব (organic) গতিধারা। যে ঘটনা সমাবেশ ‘‘অনিয়মিত (occasional), তাৎক্ষণিক (immediate), ‘দৈব-প্রায়’,” তাকে গ্রামসি সংযোজিত আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে, যে গতিধারার উদ্ভব হচ্ছে সমাজ বিকাশের মৌলিক সংঘাত থেকে, যার ফলে সমাজের মৌলিক শ্রেণীগুলির অবস্থিতির সচলতা পরিস্ফুট হয় এবং উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সুগভীর বিরোধের যা প্রতিফলন, তাই হচ্ছে জৈব গতিধারা। অবশ্য সংযোজিত এবং জৈব-এই উভয়বিধ গতিধারাই পরস্পর সম্পর্কিত। তাৎক্ষণিক বা সংযোজিত গতিধারারও মূল ভিত্তি হচ্ছে জৈব গতিধারা। তবুও সংযোজিত গতিধারার বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নাও থাকতে পারে।

সংযোজিত সঙ্কটের সময় সমাজচেতনায় যা সমালোচনার বিষয়বস্তু, তা হচ্ছে উপর মহলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। জৈব সঙ্কটের পরিস্থিতিতে কিন্তু সন্ধানী আলোক প্রক্ষিপ্ত হয় সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রশ্নাদির উপরে; এই আলোক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের অতিক্রম করে প্রসারিত হয় ব্যাপকতর সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলির ভূমিকার উপরে। গ্রামসি আরও খোলসা করে বলেছেন:

> ‘‘সঙ্কটের আবির্ভাব হবার পরে তা কখনও কখনও কয়েক দশক ধরে অব্যাহত থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়কালের তাৎপর্য হচ্ছে দূরারোগ্য কাঠামোগত সঙ্কটের আত্মপ্রকাশ (এই সঙ্কটের পরিপক্কতা); এ সব সত্ত্বেও যে সকল রাজনৈতিক শক্তি বিদ্যমান কাঠামোকেই রক্ষা করতে চায়, তারা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে সংকট সমাধানের জন্যে এবং তা’ অতিক্রম করার জন্যে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই নিরবচ্ছিন্ন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প প্রচেষ্টাই হচ্ছে ‘সংযোজিত’ পর্বের ভূমি-স্বরূপ এবং এই ভূমির উপরেই বিরোধী শক্তিগুলির সংগঠন প্রচেষ্টা চলে। এই বিরোধী শক্তিসমূহে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান আছে (এই কাজ সমাধা করা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কেন না যে কোনও ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধানে অসামর্থ্য বিশৃঙ্খলাকে শুধু অপরিহার্য নয়, তীব্রতর করে তোলে এবং আরও গুরুতর বিপর্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে)...[1] ’।

গ্রামসি আরও ব্যাখ্যা করে দেখান যে অনেক সময়েই সংযোজিত ও জৈব গতিধারার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক' নির্ধারণে ভুল করা হয়।

> ‘‘এর ফলে যেসব হেতু বা কারণ পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে, সেগুলিকেই সেই সময়ের আশু কার্যকর কারণ হিসেবে উপস্থিত করা হয়, অথবা দাবি করা হয় যে একমাত্র আশু কারণগুলিই কার্যকর কারণ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কারণগুলিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত

> (voluntary) ও একক বা বিচ্ছিন্ন মৌলগুলিকে (individual elements)[2]" ।

এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গ্রামসি রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্যাকটিক্স বা রণনীতি এবং স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সাহায্য করেছেন। এরই সঙ্গে স্মরণীয় গ্রামসির আরেকটি সতর্কবাণী তা হচ্ছে এই যে, শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিগতভাবে কখনও কখনও ভুল করতে পারেন এবং করে থাকেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলে শাসকশ্রেণী এই ভুল সহজেই সংশোধন করতে পারে। সুতরাং শাসকশ্রেণীর প্রতিটি কাজ বা সিদ্ধান্তকেই কাঠামোগত বাধ্যবাধকতায় নির্ধারিত বলে গণ্য করা বা গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত। শাসক-শ্রেণী ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন কোন নেতার ব্যক্তিগত ভুলের জন্যে, অথবা হয়তো শাসকশ্রেণীর কোনও ক্ষুদ্র অংশ বা ভগ্নাংশ তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যাপক শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে আশু কোনও লক্ষ্য সাধনের জন্যে কোনও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে। এই আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রামসি ফরাসি ইতিহাসের 1789 সন থেকে 1870-71 সন অবধি বিপ্লবের অধ্যায়গুলির এক সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গভীরতাপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেন যে:

> "1870-71 সনেই, (প্যারিস) কমিউনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই 1789 সনের বীজসমূহ ঐতিহাসিক হিসেবে পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়। এই সময়েই নবোদ্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতার লড়াইতে শুধু চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকারে যারা গররাজি, সেই পুরাতন সমাজের প্রতিনিধিকেই সুস্পষ্টভাবে অতিক্রম করে ফেলল, তাই নয়; সেই সব নতুন গোষ্ঠীদেরও অতিক্রম করলে যাদের অভিমত হচ্ছে 1789 সনে উদ্ভুত নতুন কাঠামোও সেকেলে হয়ে পড়েছে; এই বিজয় মারফৎ বুর্জোয়াশ্রেণী পুরানো ও খুবই নতুন-উভয়ের তুলনায় নিজেদের জীবনীশক্তির পরিচয় দিল"।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন-গ্রামসির সব আলোচনার কেন্দ্র স্থলেই হচ্ছে সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রশ্ন-শ্রেণী-রাষ্ট্র থেকে 'নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে' অর্থাৎ শ্রেণীবিহীন সমাজবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরণের প্রশ্ন। ফ্যাসিস্ত কারাগারের কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলো দেবার জন্যে গ্রামসি যে সব ঈসপীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন, সমাজবাদী রাষ্ট্রকে 'নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র' বলা, তার মধ্যে একটি।

গ্রামসির বক্তব্যের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যে কথাটি, তা হচ্ছে এই যে সমাজ-বিকাশের মধ্য দিয়ে উদ্ভুত অগ্রগামী শ্রেণী যতক্ষণ অবধি না রাষ্ট্র-যন্ত্রের উপরে কর্তৃত্ব পাচ্ছে, বা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে পারছে, ততক্ষণ অবধি তার নেতৃত্ব পুরোপুরি কায়েম করতে পারবে না। এই প্রক্রিয়ার পেছনে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে, তা' হল এই যে রাষ্ট্রের মারফৎই ব্যাপক জনগণের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানকে উন্নীত করে শাসক-শ্রেণীর স্বীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনী শক্তির চাহিদা অনুযায়ী উষ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

আন্দোলন ও সংগ্রামের বিচারে গ্রামসি স্বয়ং-প্রবৃত্ত কর্মী এবং সামাজিক জন সমষ্টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ টেনেছেন। কোনও কোনও দেশে, কোনও কোনও সময়ে কিছু কর্মীকে স্বয়ং-প্রবৃত্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। সাধারণত, কোনও দেশে কোনও সময়ে ব্যাপক জনগণের মধ্যে যদি রাজনৈতিক অনীহা এবং নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়, তা' হলেই স্বয়ংপ্রবৃত্ত রাজনৈতিক কর্মীর উদ্ভব হয়ে থাকে। ইতালির সামাজিক ইতিহাসে গ্রামসি স্বয়ং-প্রবৃত্ত কর্মী উদ্ভবের পেছনে আরও যে দুটি বিশেষ কারণ লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে

(1) গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় মধ্য বা নিম্ন বুর্জোয়ার উদ্ভব হওয়ায় তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি; যারা ধ্বংসমূলক সর্বপ্রকার কাজকর্মে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে থাকে -তা বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী, যে চরিত্রেরই হোক না কেন; এবং (2) সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের 'লুম্পেন' জাতীয় শ্রেণীচ্যুত শ্রমজীবী অংশ। এই আলোচনায় গ্রামসি ইতালির ইতিহাসের গ্যারিবল্ডি পরিচালিত সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় উল্লেখ

করে দেখান যে স্বয়ং-প্রবৃত্ত কর্মীদেরও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়: একদল যারা নিজেদের ব্যাপক গণশক্তির বিকল্প মনে করে, অন্যদল যারা ব্যাপকতর জনজাগরণের প্রত্যাশা নিয়ে প্রাথমিক কর্মকান্ডে উদ্যোগী।

কোনও বিশেষ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও গ্রামসি আলোচনা করেছেন। গ্রামসির ভাষায়,

> "বাস্তবে, যে কোনও জাতির অভ্যন্তরীন সম্পর্ক এমন সব (শক্তি) সমাবেশের ফল যা কিনা মৌলিক (original) এবং (কিয়দংশে) অনন্য; কেউ যদি এই (অভ্যন্তরীন) সম্পর্ককে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে চায়, তা' হলে তাকে এই সম্পর্ককে বুঝতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে এর মৌলিকত্ব এবং অনন্যতাকে মনে রেখে। নিঃসন্দেহে, এর বিকাশের ধারা আন্তর্জাতিকতার দিকে, কিন্তু এর যাত্রা শুরু 'জাতীয়' বিন্দু থেকে এবং এই বিন্দু থেকেই উপলব্ধির প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। প্রেক্ষিত কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক শ্রেণীকে (প্রলেতারিয়েত) যে-জাতীয় শক্তির সমাবেশকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত এবং নির্দেশের (অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত ও বিকশিত করতে হবে, সেই শক্তি সমাবেশকে নির্ভুলভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। নেতৃস্থানীয় শ্রেণী তার যোগ্য ভূমিকা তখনই পালন করতে পারবে, যখন সেই শ্রেণী নিজেই যার অংশবিশেষ, সেই জাতীয় শক্তিসমাবেশকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের মধ্যে বিশেষ কোনও লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারবে[4]" ।

এই প্রসঙ্গে গ্রামসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন শ্রমিকশ্রেণী মূলত আন্তর্জাতিকতাবাদী হলেও তাকে বিশেষ এক অর্থে "জাতীয় হতে হবে-কেন না এই শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে হবে এমন

অনেক শ্রেণীকে যারা প্রায়শই সঙ্কীর্ণভাবে জাতীয় (বুদ্ধিজীবী), কোনও কোনও শ্রেণী 'জাতীয' স্তরেও পৌছায় নি, এমনই সঙ্কীর্ণ(কৃষক)''।

সমাজবাদের জন্যে সংগ্রামের 'জাতীয়' ও 'আন্তর্জাতিকতাবাদী' – এই দুই প্রান্তের পারস্পরিক, ডায়ালেকটিক, সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে যে যান্ত্রিক অর্থে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে রাখলে কোন দেশই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নামতে উদ্যোগ নেবে না, অপেক্ষা করে থাকবে কখন অনেক দেশ মিলে এক সঙ্গে সমাজবাদী বিপ্লবে নামবে। আবার এমনও হতে পারে যে, কেউ কেউ মনে করবেন নেপোলিয়ন যেমন ফরাসি বিপ্লবের মূল নীতি ও বাণীকে ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই রকমই সমাজবাদী বিপ্লবকেও দেশে দেশে গায়ের জোরে রপ্তানি করতে হবে।
আরেকটি বিষয় যা কিনা গ্রামসির সামগ্রিক বক্তব্য ও রচনারই কেন্দ্রবিন্দু, তাকে তিনি খুব অল্প কথায় প্রসঙ্গক্রম লিপিবদ্ধ করেছেন। তা' হচ্ছে পন্ডিতিপনা (scolasticism) সম্পর্কে হাঁশিয়ারি। পণ্ডিতিপনা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই প্রবৃত্তিকে যা কিনা কোনও রকম নির্দিষ্ট কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তত্বালোচনাকে মূল্যবান মনে করে। বিশুদ্ধ অর্থনীতির মত গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনও বিশেষ তাত্বিক সূত্র থেকে অন্যতর সূত্রে চলে যাবার প্রচেষ্টাকে তিনি ভ্রান্ত ও অমার্ক্সীয় গণ্য করেন। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, কোনও নির্দিষ্ট কর্মকান্ড থেকে উদ্ভুত কোনও তাত্বিক আবিষ্কারের সেই নির্দিষ্ট যুগোপযোগী কোনও বিশ্বজনীন তাৎপর্য থাকতে পারে না। গ্রামসির মতে এই বিশ্বজনীন তাৎপর্য যার মধ্যে নিহিত আছে, তা হচ্ছে এই যে, (1) যে বাস্তব পরিস্থিতিতে এই তত্বের আবিষ্কার হয়েছে, তা থেকে ভিন্নতর কোনও পরিস্থিতির বাস্তব তাৎপর্য বোঝার জন্যে এই তত্ব প্রেরণা দেবে; এবং (2) এই দ্বিতীয় বাস্তবতাকে এই তত্বের ভিত্তিস্বরূপ যে বাস্তবতা আগেই আয়ত্ব হয়েছে, তার সঙ্গে সমসূত্রে গ্রন্থনার সামর্থ্যের মধ্যে।গ্রামসির মতে

কোনও তত্ত্বের বিশ্বজনীনতা বিহিত থাকে এই সমসূত্রে গ্রন্থনার মধ্যে, নীতিশাস্ত্রগত সুসঙ্গতির মধ্যে নয়। এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করেন গ্রামসি এই বলে যে,

> ‘‘কোনও একটি ভাবনা থেকে আরেকটি ভাবনার জন্ম হয় না, যেমন কোনও দর্শনশাস্ত্র থেকে ভিন্নতর দর্শনশাস্ত্র উদ্ভূত হয় না; নতুন ভাবনা ও নতুন দর্শনশাস্ত্র উভয়ই বাস্তব ঐতিহাসিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্ন এবং নবীভূত প্রকাশ। ইতিহাসের যে (যাকে ভাববাদীরা বলেন) জীবাত্মা তা পূর্বধারণার মত কিছু না, তা হচ্ছে ক্রমবিকাশমান এক প্রক্রিয়া। কোনও নির্দিষ্ট বাস্তবের মধ্যে বিদ্যমান অভিন্নতাই চিন্তার অভিন্নতার উৎস, উল্টোটা নয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কোনও সত্য যদি বিশ্বজনীনও হয় এবং তাকে যদি তত্ত্ববিদদের স্বার্থে গণিতিক ধরণের বিমূর্ত এক সূত্রে প্রকাশ করাও যায়, তা’ হলেও তার কার্যকরিতা নির্ভর করবে কোনও সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী ভাষায় প্রকাশের উপরে। যদি তা’ সম্ভব না হয়, তা’ হলে এর তাৎপর্য শুধু বাইজেন্টীয় (Byzentian) এবং পন্ডিতী বিমূর্ত করণের দৃষ্টান্ত রূপে, যার একমাত্র মূল্য হচ্ছে বচনবাগীশের খেলনা হিসেবে[5]।”

বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বানী কি সম্ভবপর? ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং কার্যকর সামাজিক হস্তক্ষেপের পারস্পরিক সম্পর্ক কী? মার্ক্সবাদের ‘বৈজ্ঞানিক’ চরিত্রের আসল তাৎপর্য কী? গ্রামসির সামগ্রিক বক্তব্যই নানাভাবে এই সব প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হলেও তিনি সংক্ষেপে এবং সরাসরিও এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফয়ারবাখের উপরে মার্ক্সের 11 নং থিসিসটি উল্লেখ করে গ্রামসি বলেন যে,

> ‘‘বাস্তবে ‘বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে’ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে যা দেখা যায়, তা হচ্ছে শুধু সংগ্রাম: কিন্তু সংগ্রামের মূর্ত দিকগুলি কখনও আগে থাকতে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, কেন না বিরোধী শক্তি সমূহের বিরামহীন ওঠানামার পরিণতি ছাড়া সংগ্রাম তো আর

কিছু হতে পারে না, এবং যেহেতু (এই পরিবর্তনের মধ্যে) অনবরত পরিমানগত মাত্রা গুণগত চরিত্রে পরিণত হচ্ছে, তার ফলে বিরোধীশক্তিসমূহের পরিমানগত হিসেব কখনও অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। বাস্তবে, ততটাই 'পূর্বাহ্নে' দেখা যেতে পারে, যতটা নিজে সক্রিয় হওয়া যায়, যতখানি নিজের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা যায় এবং এর ফলে 'পূর্বদৃষ্ট' ফলাফল সৃষ্টিতে। নিজে মূর্ত রূপে যতটা অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ভবিষ্যদ্বানী আত্মপ্রকাশ করে জ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়া হিসেবে নয়, আত্মপ্রকাশ করে কৃত প্রচেষ্টার বিমূর্ত প্রতিফলন হিসেবে, যৌথ সঙ্কল্প সৃষ্টির কার্যকর পন্থা হিসেবে[6]''।

'বিজ্ঞানসম্মত' পদ্ধতি ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামসি দুটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশ রেখে গিয়েছেন, যে কোনো মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদ বা চিন্তাবিদের পক্ষে যার গুরুত্ব অসীম। প্রথমত তিনি বলেন:

''কোনও একজন বিজ্ঞোনীর নিজস্ব 'পারদর্শিতার' ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, তাঁর বিচারী চেতনার অন্তর্বস্তু হিসেবে কয়েকটি নির্বিশেষ মানদণ্ড আছে, এই সব মানদণ্ডকে কাজের ক্ষেত্রে সব সময়েই সামনে রাখতে হবে। যদি কেউ তাঁর নির্দিষ্ট মানদণ্ড সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাব প্রকাশ করেন, তিনি যে সব প্রত্যয় প্রয়োগ করছেন, সে সম্বন্ধে যদি তাঁর পূর্ণ উপলব্ধির অভাব থাকে, যে সমস্যা নিয়ে তিনি ব্যাপৃত, সেই সমস্যার অতীত অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর যদি জ্ঞান ও উপলব্ধির ঘাটতি থেকে থাকে, তিনি যদি তার বক্তব্য রাখার ব্যাপারে সতর্ক না হ'ন, তিনি যদি যুক্তিসম্মত ধারায় অগ্রসর না হয়ে খামখেয়ালী এবং বিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হ'ন, তিনি যদি অর্জিত জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, এই ত্রুটি ঢাকা দিতে চেষ্টা করেন, তিনি যে শুধু পুনর্বিবেচনা-সাপেক্ষ সাময়িকভাবে গ্রাহ্য মতামত নিয়ে ব্যস্ত আছেন, যে সব মতামত বার বার পুনর্বিবেচনা ও বিকশিত করতে হবে, এই পরিস্থিতিকে যদি তিনি

> কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে আড়াল করতে চান, তা হলে তিনি কোনও ক্রমেই বিজ্ঞানী পদবাচ্য নন[7] ''।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রামসির আরেকটি মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: বিতর্কে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য সম্পর্কে সম্ভ্রম ও সততার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। এই পুস্তিকার প্রথম পর্যায়ে উদ্ধৃত তোগলিয়াত্তির মন্তব্যে গ্রামসির এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। গ্রামসির নিজের ভাষায়: ''প্রতিপক্ষ থেকে সর্বাপেক্ষা নির্বোধ ধরণের বা মাঝারি মাপের কাউকে অথবা তাদের কোনও মামুলি ধরণের বা বাত কি বাত কোনও বক্তব্যকে খন্ডন করার জন্যে বেছে নিয়ে, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর বিরোধী প্রবক্তার তাত্বিক ত্রুটি উন্মোচন করা হয়েছে বলেই এর মধ্য দিয়ে বিরোধী পক্ষের 'সবাইকেই' নির্মূল করা হয়েছে দাবি করা খুব একটা 'বিজ্ঞান সম্মত' তো নয়ই, আরও সহজ ভাষায় তা' খুব 'একটা কাজের কথাও' নয়। তা' ছাড়া, 'শত্রুপক্ষের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হবে'-এই অর্থে যে তারা সত্যি সত্যি কী বলতে চায়, তা বোঝায় চেষ্টা করতে হবে, ঈর্ষাবশত তাদের বক্তব্যের ভাসা ভাসা এবং আশুগ্রাহ্য (immediate) অর্থতেই থেমে থেকে তারা আসলে কী বলতে চায়, তা বোঝার চেষ্টা না করা (মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়)। অবশ্য, প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য যদি হয় সম্ভবপর সকল উপায়ে নিজের চারপাশে মরুভূমি সৃষ্টির পরিবর্তে নিজের অনুবর্তীদের স্বরগ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তিগত স্তরকে উন্নীত করা[8] ''।

গ্রামসি সব সময়েই গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। 1918 সনেই তিনি লেখেন যে, যার সাংস্কৃতিক জীবন যত বিস্তৃত-পরিসর ও সুস্থিত হবে,

> ''যাঁর মতামত যতটা সত্যের কাছাকাছি হবে, তাঁর মতামতও ততই সর্বজনগ্রাহ্য হবে। ব্যাপক ও সুস্থিত সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যত বেশি হবে, গণমতও ততই সত্যের কাছাকাছি পৌছবে-এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে এই ধরণের মতামতের মধ্যে অপরিপক্কও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় হলেও সত্য নিহিত থাকে, সে সত্যকে পরিপক্কতা ও পূর্ণতা দান করা সম্ভব হবে। এ থেকে যে

> সিদ্ধান্ত বার হয়ে আসে, তা হল এই যে, সত্যকে কখনও মতান্ধতা ও চরম বিশ্বাসের আকারে উপস্থিত করা উচিত নয়, এমন ভাবেও উপস্থিত করা উচিত নয়, যাতে মনে হতে পারে যে তা' সম্পূর্ণ ভাবে সুচিন্তিত এবং ত্রুটিশূন্য[৯]।"

এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের শেষে একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, যদিও আগে একাধিকবার এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কথাটি হচ্ছে, আপাত বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত যে সব বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে গ্রামসির মতামত উল্লেখ করা হল, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে এমন একটা গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে সবটা মিলিয়ে এক সমন্বিত, অঙ্গীভূত, অখণ্ড মতাদর্শ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

আসলে গ্রামসির চিন্তাধারার এটি এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছেন মার্ক্সবাদী তত্ত্বের কাছ থেকে।

> দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ''এই ত্রিবিধ কার্যকলাপ যদি একই বিশ্ববোধের অপরিহার্য উপাদান হয়ে থাকে, তা হলে তাদের তাত্ত্বিক মৌলনীতির মধ্যে একটি থেকে আরেকটিতে রূপান্তরণের সম্ভাবনা নিহিত থাকবেই এবং থাকবে যে কোনও একটি উপাদানের নির্দিষ্ট ভাষা থেকে অন্য দুটি উপাদানের উপযোগী ভাষায় পারস্পরিক ভাষান্তরণের সম্ভাবনা। যে কোনও একটি উপাদান অন্য দুটিতে অন্তর্নিহিত আছে, এবং তিনটি উপাদান মিলে সমজাতিক বৃত্তের গঠন হয়েছে।"[10]

লেনিনবাদ: গ্রামশির তত্ত্বে ও প্রয়োগে

পামিরো তোইলিয়াত্তি

(অনুবাদ: উৎপল ঘোষ, 'অন গ্রামশি অ্যান্ড আদার রাইটিংস', পামিরো তোইলিয়াত্তি, লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, লন্ডন, 1971 । শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত 'আন্তোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ' বইটি থেকে পুনর্মুদ্রিত । পৃষ্ঠা 105 থেকে 126)

[পামিরো তোইলিয়াত্তির এই লেখাটির প্রসঙ্গে শোভনলাল দত্তগুপ্তের ভূমিকা: 1958 সালে (11-13 জানুয়ারি) রোমে গ্রামশিচর্চা সম্পর্কে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পামিরো তোইলিয়াত্তি সেখানে লেনিনবাদের সঙ্গে গ্রামশির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। এটি এবং পরবর্তী প্রবন্ধটি তারই পূর্ণাঙ্গ পাঠ। দুটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন মনে হলেও তাদের চরিত্র কিছুটা আলাদা।

প্রথম প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনবাদের আবির্ভাব এবং লেনিনের চিন্তার সঙ্গে গ্রামশির প্রথম পরিচয়পর্বের একটি আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত তোইলিয়াত্তি এখানে পেশ করেছেন।তোইলিয়াত্তির এই বর্ণনার বিশেষ তাৎপর্যমূলক দিকটি হল এই যে, লেনিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনার সঙ্গে পরিচয় না ঘটলেও তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের যথার্থ সংশ্লেষ ঘটিয়ে গ্রামশির পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লেনিনবাদের মূল উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা। অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে লেনিন এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে ছকে বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী, কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট সূত্রানুসারে বিপ্লব সংঘটিত হয় না; বিপ্লবের সাফল্য বহুলাংশেই সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে সাধারণ মানুষের সক্রিয় ও সচেতন হস্তক্ষেপের ওপরে নির্ভরশীল। গ্রামশির তাত্ত্বিক চিন্তায় ইচ্ছাশক্তি, সক্রিয়তা, বিষয়ীবাদিতার উপরে যে গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, তা ছিল কার্যত লেনিনবাদেরই অভিব্যক্তি। প্রবন্ধটির তৃতীয় ভাগে তোইলিয়াত্তি যেখানে বলেছেন: ‘বোধি মূলত নৈরাশ্যবাদী; অভীপ্সাই আশাবাদের সূচনা করে’, সেটি আসলে রোম্যাঁ রোল্যার একটি উদ্ধৃতি, যেটি 1919 সালে, যখন লেনিনের রচনার সঙ্গে সবেমাত্র তাঁর পরিচয় ঘটতে শুরু করেছে, তখনই গ্রামশি ‘লোর্দিনে নুওভো’র প্রতি সংখ্যার শীর্ষে শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করতেন।

কিন্তু গ্রামশির এই অভীপ্সাকেন্দ্রিক চিন্তা স্বতঃস্ফূর্ততার সমার্থক নয়– তোইলিয়াত্তি বারে বারেই এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তুরিন ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে গ্রামশি সোশ্যালিস্ট পার্টির নিষ্ক্রিয়তার রাজনীতির বিকল্প হিসেবে ইতালির শ্রমিকশ্রেণীর এই জঙ্গী লড়াইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়েও এই আন্দোলনের দুটি প্রধান সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বিক্ষিপ্ত আকারে হলেও এই পর্বে তাঁর একাধিক মন্তব্য থেকে জানা যায় যে এই লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল কারণ, প্রথমত, এই সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী ছিল কার্যত বিচ্ছিন্ন; দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজীবীদের সঙ্গে

শ্রমিকদের (অর্থাৎ, লেনিনবাদের সূত্র অনুযায়ী, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী জোট গঠন) কোনও ঐক্য গড়ে ওঠে নি। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সংগঠন ও নেতৃত্ববিহীন, এবং সে কারণেই প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন, অর্থাৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা; গ্রামশির এই চিন্তাও ছিল লেনিনবাদের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত।
দ্বিতীয় প্রবন্ধটি তত্ত্বগত চিন্তার দিক থেকে আরও বেশি সমৃদ্ধ। অক্টোবর বিপ্লব ও মার্কসবাদের চরিত্র সম্পর্কে গ্রামশির প্রথম দিকের চিন্তায় যে অসম্পূর্ণতা ছিল, ইতালির শ্রমিক আন্দোলন ও সক্রিয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তাত্ত্বিক পাঠ কীভাবে তার চেহারাকে বদলে দিয়ে গ্রামশিকে পরিণত করল লেনিনেরই অন্যতম সার্থক উত্তরসুরিতে- তোইলিয়াত্তির এই প্রবন্ধটিতে তারই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে গ্রামশির চিন্তায় লেনিনবাদের বিকাশ একটি সরল রৈখিক গতিতে অগ্রসর হয় নি। ইতালির সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয় জীবনের গভীরে নিজের উপস্থিতির মূলটিকে প্রোথিত রেখেই তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছিল নিজের দেশেরই একাধিক চিন্তাবিদের প্রভাবকে, যার মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন ক্রোচের মতো মার্কসবাদ বিরোধী দার্শনিক, অপরদিকে তেমনই ছিলেন লাব্রিয়োলার মতো মার্কসবাদী পণ্ডিতও। শুধু তাই নয়, গ্রামশিকে লিপ্ত হতে হয়েছিল একাধিক কূটতর্কে, যার কিছুটা আভাস প্রবন্ধটির শেষাংশে রোদোলফো মন্দোলফোর প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল-মে 1919 সালে 'ক্রিতিকা সোস্যালে' পত্রিকায় মন্দোলফো 'লেনিনবাদ ও মার্কসবাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যেটির সমালোচনা গ্রামশি করেছিলেন 'লোর্দিনে নুওভো'র 15 মে, 1919 সংখ্যায়। গ্রামশি ও লেনিনবাদ সম্পর্কে মন্দোলফো তাঁর আপত্তিকে আরও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন 1955 সালে মিলান থেকে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে। তোইলিয়াত্তি তারই একটি জবাব এখানে দিয়েছেন, মুলত গ্রামশিরই তাত্ত্বিক চিন্তাকে আশ্রয় করে। পরিশেষে তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন, তার তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী। লেনিনবাদের চরিত্র বৈপ্লবিক, কারণ এখানে আমরা পাই একটি বিকল্প

ক্ষমতার তত্ত্ব, যার কেন্দ্রবিন্দু হল শ্রমজীবী মানুষ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লেনিনবাদ হল গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। তোইলিয়াত্তির মতে, গ্রামশি ছিলেন এই অর্থেই একজন যথার্থ লেনিনবাদী। লেনিনবাদের সঙ্গে গ্রামশির চিন্তার সম্পর্ক বিচার করার প্রসঙ্গে তোইলিয়াত্তির এই সিদ্ধান্ত যে স্পষ্টতই ছিল 1956 সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।]

1

এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়বস্তুটি সম্মেলনে অন্যান্য যে-সব বিষয় আলোচিত হবে সেগুলি থেকে বিশেষভাবে পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। লেনিনবাদের সঙ্গে গ্রামশির সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক বিতর্কগুলিতে তিনি যে অবস্থান স্পষ্টভাবে গ্রহণ ও সমর্থন করেছেন, তা পরীক্ষা করে দেখাই যথেষ্ট নয়; রাজনীতিক হিসেবে, ইতালির শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হিসেবে তাঁর প্রায়োগিক কাজকর্মকেও বিচার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, গ্রামশির রচনা অনুধাবন এবং এর অর্থ উদ্ঘাটন করার এটাই একমাত্র সঠিক পথ। গ্রামশি ছিলেন একজন রাজনীতিক তাত্ত্বিক, কিন্তু সর্বোপরি, তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী সক্রিয় রাজনীতিবিদ, অর্থাৎ, তিনি সক্রিয় সংগ্রামের অংশীদার ছিলেন। সংকীর্ণ সুবিধাবাদ বা বিমূর্ত নীতিকথা অথবা নৈর্ব্যক্তিক গোঁড়া তত্ত্বকথার দ্বারা তাঁর রাজনীতিক ধারণা কলুষিত হয় নি। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অর্থ পৃথিবীটাকে পরিবর্তন করার জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ। রাজনীতি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনদর্শনকে, ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে এবং যে ব্যক্তি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে এবং সেই অবস্থাকে পরিবর্তন করার সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলি সম্পর্কে যথার্থ সচেতনতা অর্জন করেছে তার নৈতিক মূল্যবোধগুলিকেও স্পর্শ করে। রাজনীতির মধ্যেই গ্রামশির জীবনের সংহতি - তার সূচনা ও আবির্ভাবকে এখানেই অনুসন্ধান করতে হবে। গবেষণা, কর্ম, সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ সবকিছুই এই সংহতির এক একটি মুহূর্ত।

সন্দেহ নেই যে, এই অর্থে রাজনীতি- মানবিক কাজকর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ হিসেবে যা পরিগণিত - বিজ্ঞানের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। তা আর শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী আবেগ বা সস্তা চমৎকারিত্ব প্রদর্শনের প্রতীক থাকে না। তা হয়ে দাঁড়ায় মানুষের সমাজ এবং সমাজস্থ গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের নিয়ামক শক্তিগুলির অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পরিণাম। অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ, অচলাবস্থা, জয় ও পরাজয় প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে রাজনীতি সাহায্য করে এবং এইসব ঘটনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই উপলব্ধির ভিত্তিটি হল: নিজের এবং অপরের সমালোচনা, যা পরবর্তী কর্মের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

অবশ্য এ কথা বলা ভুল হবে যে রাজনীতিকে চিরন্তন এবং সর্বস্তরে প্রয়োগযোগ্য একগুচ্ছ নিয়মের সমষ্টির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। তাই আমি মনে করি যে যাঁরা গ্রামশির রচনাকে- বিশেষত তাঁর 'কারারচনা'র বিষয়বস্তুকে- কৃত্রিমভাবে জোড়াতালি লাগাবার যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের অবশ্যই সমালোচনা করা উচিত; এঁরা যেন একজন খাঁটি কমিউনিস্ট এবং রাজনৈতিক কর্মী মানুষের একটি সুসমাচার এবং নির্দেশ পুস্তিকা রচনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সন্দেহ নেই যে এই রচনাটির মধ্যে অন্তঃশীলা রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিষয়; কিন্তু সম্ভবত যে ক্ষেত্রটিতে তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত সেটি হল গ্রামশির বাস্তব রাজনৈতিক কাজকর্ম, যা তাঁর যৌবনকাল থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ফ্যাশিস্ত বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল, তাঁর গ্রেপ্তার এবং তারও পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রামশির সমস্ত রচনাগুলিকে শেষোক্ত ধারণার প্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন।

গ্রামশির রাজনৈতিক কাজকর্মের বাস্তব মুহূর্তগুলি সম্পর্কে যাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে এবং যিনি এইসব বাস্তব মুহূর্তগুলি কেমন করে গ্রামশির প্রতিটি সাধারণ তাত্ত্বিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, তেমন ব্যক্তির পক্ষেই এই কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব। তবে তাঁকে অবশ্যই প্রভূত পরিমাণে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে বাস্তব ঘটনা ও

প্রকৃত আন্দোলনগুলির সঙ্গে চিন্তার সুস্পষ্ট যোগসূত্রগুলিকে ভ্রান্ত গোঁড়া তত্ত্বকথা দিয়ে আবৃত করার লোভ সংবরণ করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে 'পাস্সাতো এ প্রেজেন্তে' শীর্ষক রচনাটিতে ছড়ানো ছেটানো যেসব টুকিটাকি মন্তব্য সংকলিত হয়েছে সেগুলির কিছু চিত্তাকর্ষক অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির রণনৈতিক, রণকৌশলগত ও সাংগঠনিক নীতির প্রত্যক্ষ বিশদীকরণ হিসেবে অবশ্যই গণ্য করা উচিত; এই নীতিগুলিকে গ্রামশি 1922 সালের পরবর্তীকালে বিবৃত করেছিলেন, যা ছিল তৎকালীন ইতালীয় পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে প্রচলিত চরমপন্থী শিশুসুলভ সংকীর্ণতার ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফসল। স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সচেতন নেতৃত্বের যোগসূত্র, অঙ্গীভূত কেন্দ্রিকতা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এবং নিয়মানুবর্তিতা, সমরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ধারণাগুলির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আমি এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে চাই না যে, এইসব টুকিটাকি মন্তব্যের কোনো কোনোটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গ্রামশি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন না যে এগুলি কোনোদিন তাঁর পুরনো দিনের কমরেড ও অনুগামীদের কাছে পৌঁছবে–তাঁর গ্রেপ্তারের পর কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যেসব বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছত সেগুলির ভিত্তিতে এবং পার্টি আবার আগেকার সংকীর্ণতাবাদের পথে ফিরে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় লেখা হয়েছিল।

মনোযোগী পাঠককুল নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে গ্রামশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেমন করে পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকলাপ সংগঠিত করতে হবে, বিক্ষোভ ও প্রচার কেমনভাবে চালাতে হবে এবং এমনকী, পার্টির কর্মসূচি ব্যাখ্যা এবং অতীতের বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি 'বুলেটিন'–এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তার বিভিন্ন অংশকে কেমনভাবে বিভক্ত করতে হবে, সে ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট উপদেশ দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, 'পাস্সাতো এ প্রেজেন্তে'–তে সংকলিত নোটগুলির প্রায় সবকটিই বলা যেতে পারে সমসাময়িক রাজনীতির ভাষ্য। এগুলির কোনো কোনোটি আবার দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়র চরিত্রবিশিষ্ট, যা কিনা সে

সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা এবং সমকালীন রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তিত্বের বিরোধিতা করে লেখা হয়েছিল।

এমনকী 'কারারচনা'র অন্যান্য অংশগুলির রাজনৈতিক দিকগুলিও বোঝা যাবে না, যদি সেগুলিকে সমসাময়িক প্রেক্ষিতে সংস্থাপন করা না হয়। গ্রামশি যখন জেলে বসে চিন্তা ও লেখায় লিপ্ত ছিলেন, তখন ইতালি ও পৃথিবীতে কী ঘটছিল? তাঁর ভাষায় বলা যায় যে চলিষ্ণু সংগ্রাম থেকে অবস্থায়ী সংগ্রামের দিকে পট পরিবর্তন হচ্ছিল একদিকে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর গভীর সংকট এবং প্রথম সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান; আর অপরদিকে চলছিল বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সংহত করার প্রচেষ্টা ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রয়াস। 1917 সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান সাফল্যের কারণ ছিল ধনবাদী বিশ্বের বিষয়গত অন্তর্দ্বন্দু, যা তার পরেও টিকে ছিল এবং ক্রমবিকশিত হচ্ছিল। অবশ্য যখন থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত সংস্কারের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাতে শুরু করে এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজ ক্ষমতা সুসংহত করে শ্রমিকশ্রেণী যখন বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে বৃত হয়, তখন থেকে ঐ দ্বন্দুগুলি ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। গ্রামশির মতে, অবস্থায়ী সংগ্রামের স্তর, যা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছিল, তা কিন্তু ছিল সংগ্রামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সবচেয়ে কঠিন পর্ব:

> ''অবস্থায়ী সংগ্রাম অগণিত মানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগ দাবি করে। তাই প্রয়োজন হল আধিপত্যের অভূতপূর্ব ঘনীভবন এবং সে কারণেই দেখা দেয় একটি অধিকতর 'হস্তক্ষেপকারী' সরকার, যা প্রতিপক্ষকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করে অভ্যন্তরীণ ভাঙনের 'অসম্ভাব্যতা'-কে স্থায়ীভাবে সংগঠিত করে''।

তন্নিষ্ঠ আলোচনায় দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক ক্ষণ সম্পর্কে এই সাধারণ সংজ্ঞাটি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন নতুন সমাজে ক্ষমতার প্রকৃতি এবং ক্ষীয়মাণ ও পতনোন্মুখ পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষমতা সংরক্ষণ ও সুরক্ষার বিভিন্ন পন্থা সহ সব ধরনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই বিশ্লেষণের

অন্যতম একটি দিক হল রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শের বিশেষত ক্রোচের চিন্তাধারার সমালোচনা করা, কারণ এগুলি হল প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সমর্থক কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর জোগানদার।

আমি মনে করি না যে, ব্যবহারিক ও সমসাময়িক রাজনীতির আঙ্গিকে গ্রামশির রাজনৈতিক চিন্তা আলোচনা করলে এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হ্রাস পায়। যখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত বিষয়গত সম্পর্কগুলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, উপরিকাঠোমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শের সঙ্গে এগুলির সংযোগ এবং উভয়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে–যা ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে–ভিত্তি করে রাজনীতি গড়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। অবশ্য এই সম্পর্কগুলির এবং সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের বাস্তবতা একমাত্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব , আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকামী গোষ্ঠীগুলির একনায়কত্ব বিস্তারের লড়াই এবং বিপ্লবী শ্রেণীগুলি কর্তৃক ক্ষমতা দখল ও সংহত করার সংগ্রামের বাস্তব কর্মসূচির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করা সম্ভব। রাজনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে এইসব গোষ্ঠী ও শ্রেণীগুলি জয়লাভের চেষ্টা করে; প্রত্যেক সমাজেই এরা এই ধরনের জোটের আবশ্যিক কাঠামোগত এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলি গঠন করে এবং সেই সঙ্গে নতুন সমাজ গঠনের মাধ্যমে সংহতি অর্জনের জন্য এরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। গ্রামশির রচনায় যে বিজ্ঞানমনস্কতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সেই ধরনের কোন বিজ্ঞান নয়, যা আশু সংগ্রামের কর্মসূচিকে পরিত্যাগ করে বা স্থগিত রাখে বা তার নিন্দা করাকে প্রশ্রয় দেয়। এটি হল সেই ধরনের বিজ্ঞান যা যুগপৎ এক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ ও পরিণাম, যা গোটা ব্যক্তি, তাঁর সামর্থ্য, স্বাধীনতা এবং তার নিজ অস্তিত্বকেই প্রভাবিত করে।

তাই ‘কারারচনা’য় শুধুমাত্র পূর্ববর্তী বছরগুলির সংগ্রামের প্রতিধ্বনি বা সেগুলি সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাভাবনার ছাপ মেলে না, যদিও প্রথম পাঠে তা মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। এইসব বিষয়গুলির সুগভীর আলোচনা ও ক্রমবিকাশ– যা নতুন পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে এবং সেগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়– আলোচনার সময়ও পূর্ববর্তী বছরগুলির

সংগ্রামের ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে। এইভাবে গ্রামশির রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর স্বীয় প্রাণশক্তি ও সত্যতার প্রমাণ দেয়। 1921 সালে একটি বাঁধাধরা রাজনৈতিক মঞ্চকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টির মতো কোন কিছুর মধ্যে গ্রামশির চিন্তা আবদ্ধ নয়; এমনকী কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজনে উদ্ভূত বিশেষ একগুচ্ছ রাজনৈতিক ও রণকৌশলগত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও তা যুক্ত নয়। তাঁর চিন্তার যাথার্থ্য তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে নিহিত এবং এই পদ্ধতি আবার বিষয়বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। কারণ এটি হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি, যা বুর্জোয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনার পথনির্দেশক। উত্তরণের এই বিপ্লবী তত্ত্বেই নিহিত রয়েছে লেনিনবাদের সঙ্গে গ্রামশির চিন্তার যোগসূত্রটি।

2

লেনিনের রচনা সম্পর্কে গ্রামশির জ্ঞান কতখানি ছিল সে বিষয়ে ভাষাবিদ্যাগত গবেষণার কাজে বেশ কিছু কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুত তিনি ঠিক কখন থেকে লেনিনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হন ও সেগুলি পাঠ করেন তা নির্ণয় করা সর্বদা সম্ভব নয় এবং সেজন্যই লেনিনের কোন্ রচনাগুলি কোন্ বিশেষ সময়ে গ্রামশিকে সবচেয়ে বেশি এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা বলাও শক্ত।

একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই মহান বিপ্লবী নেতার নাম কার্যত অজানা ছিল।1914 সালের লুগানোর প্রারম্ভিক অধিবেশন এবং ৎসিমারভাল্ড (1915) ও কীনথাল (1916) সম্মেলনের পর থেকে লেনিনের নাম শোনা যেতে থাকে। এমনকী সে সময়ে বা বেশ কয়েক বছর পরেও ইতালিতে লেনিনের রচনার অনুবাদ কিংবা অননুবাদিত মূল রচনার অস্তিত্বের কথা অজানা ছিল। অবশ্য 1917 সাল থেকে ফরাসী পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রগুলিতে এবং ম্যাক্স ইস্টম্যান সম্পাদিত মার্কিন পত্রিকা 'দ্য লিবারেটর'-এ

লেনিনের রচনা থেকে উদ্ধৃতি ছাপা শুরু হয়। এইসব উদ্ধৃতিগুলিকে ভিত্তি করে 1919 সালে গ্রামশি 'নতুন যুগের রাজনীতিক' শিরোনামায় লেনিন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিক লেনিনের যে-চিত্র এই প্রবন্ধে পাওয়া যায় তা অবশ্য ছিল অসম্পূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক পর্বের সংজ্ঞা ও পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণের -যা হল লেনিনের চিন্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ- বিষয়গুলি এখানে উপেক্ষিত ছিল; বরং সোভিয়েত ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এগুলির ভূমিকার উপরে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রবন্ধটি বিপ্লবোত্তর পর্বে এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রথম কয়েক বছরে সোভিয়েতগুলির ক্ষমতা সুদৃঢ়ীকরণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে লেখা লেনিনের কিছু রচনার পুনরাবৃত্তি ও তৎসংক্রান্ত ভাষ্যমাত্র। গ্রামশির বক্তব্য হল যে, জনগণের সাহায্য নিয়ে নতুন পথে অর্থনৈতিক সমস্যাদির মুখোমুখি হয়ে সেগুলিকে সমাধান করার মধ্যেই সোভিয়েত ব্যবস্থার মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠতা নিহিত রয়েছে। 'লোর্দিনে নুওভো' পর্বে গ্রামশির চিন্তা ও কর্মের যে ক্রমবিকাশ ঘটে নিঃসন্দেহে তার সূত্র এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়।

মাত্র 1918 সাল থেকে ইতালিতে লেনিন পরিচিত হতে শুরু করেন এবং তাঁর রচনার অনুবাদ প্রকাশ ও ব্যাপক পাঠ শুরু হয়। অবশ্য প্রধানত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল লেনিনের সেই রচনার, যেগুলি ছিল ঐ সময়ের আশু সংগ্রাম বিষয়ক এবং যা ছিল সামাজিক জাত্যাভিমান ও কেন্দ্রিকতার বিরোধী এবং বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন সংক্রান্ত বিষয় ঐ সময়ে লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক রচনার বেশ কয়েকটি পরিচিতি লাভ করে, যার মধ্যে ছিল: 'ইম্পিরিয়ালিজম', 'স্টেট অ্যান্ড রেভোলিউশন', 'দ্য প্রলেতারিয়ান রেভোলিউশন অ্যান্ড দ্য রেনিগেড কাউস্কি', কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের নথিপত্র ও থিসিস এবং এরপর 'লেফট্ উইং কমিউনিজম, অ্যান ইনফ্যানটাইল ডিসঅর্ডার' এবং

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, যা ছিল ঐ বিষয়গুলির ভাষ্যস্বরূপ ইত্যাদি। তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত ছিল যেসব রচনা সেগুলি হল 'হোয়াট ইজ টু বি ডান', 'টু ট্যাকটিকস্ অফ সোশ্যাল ডেমোক্রাসি ইন্ দ্য ডেমোক্রাটিক রেভোলিউশন' এবং 'ওয়ান স্টেপ ফরোয়ার্ড, টু স্টেপস্ ব্যাক'।

'দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ ক্যাপিট্যালিজম্ ইন্ রাশিয়া' এবং 'মেটিরিয়ালিজম্ অ্যান্ড এমপিরিয়ো ক্রিটিসিজম্' পাওয়া ছিল প্রায় দুষ্কর; এগুলি ছিল, বলতে গেলে প্রায় অজানা।

ধরে নেওয়া যায় যে 1922 সালে গ্রামশি যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে যান তার পূর্বেই ঐসব রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। রচনাগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের পরিণাম হিসাবে জন্ম হয়েছিল যে ঐতিহাসিক পর্বের তার চরিত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ সংক্রান্ত লেনিনীয় তত্ব। এছাড়া ছিল অক্টোবর বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মৌলিক, রণনৈতিক ও রণকৌশলগত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে লেনিনীয় বক্তব্য।

1914 সালে গ্রামশি যখন সোভিয়েত রাশিয়ায় যান এবং সেখানে কয়েক মাস থাকেন তার ঠিক এক বছর আগে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয়েছিল এবং 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি'র দিকে যাত্রাও শুরু হয়েছিল। এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, যখন বিপ্লবের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচিত হয়। সমাজতাত্বিক অর্থনীতি ও সমাজ নির্মাণের সমস্যা বিষয়ে লেনিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রচনা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইউনিয়নগুলির ভূমিকা কী হবে সে বিষয়ে ত্রৎস্কি, বুখারিন এবং নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিক্যালিস্ট ঝোঁকবিশিষ্ট একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কূটতর্কে লিপ্ত হবার সময় লেনিন সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক নির্ধারণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। লেনিন এই

অভিমত পোষণ করেছিলেন যে রাজনীতি 'অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ' ছাড়া কিছু নয়। রাষ্ট্র সংক্রান্ত লেনিনীয় ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে এটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য, যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রমিকশ্রেণী যদি নিজেকে সুদৃঢ় রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর, অর্থাৎ, অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মজবুত ভিত্তির ওপর, প্রতিষ্ঠিত করতে অসমর্থ হয় তবে তার পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং উৎপাদনক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করা (উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটানো) সম্ভব হবে না। ঠিক এই জায়গা থেকেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পথ কী হবে সে বিষয়ে লেনিন ও ত্রৎস্কির মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে ত্রৎস্কি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিটিকেই বিপন্ন করে তুলেছিলেন।

ঐ বছরগুলি থেকেই বলশেভিক পার্টি এবং ত্রৎস্কির মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমবর্ধমানভাবে তীব্র হতে থাকে। বস্তুত, অ-লেনিনীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পার্টি বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ও সংগঠনের যে তত্ত্বটি গড়ে উঠেছিল 1923-24 সাল থেকে তা বানচাল করার প্রকাশ্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সে সময় এইসব সংগ্রাম সম্পর্কে গ্রামশির ধারণা গভীরতর মাত্রা অর্জন করে; লেনিনের রচনাবলির প্রথম সংস্করণের প্রকাশ এবং রুশ ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল। বিপ্লবের ঠিক পরেই যে সব রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে যুগপৎ লেনিন ও ত্রৎস্কির নাম জড়িয়ে থাকায় উভয়ের চিন্তাভাবনা ও কর্মের মধ্যেকার যে সুবিশাল বৈপরীত্য পরস্পরকে আলাদা করে রেখেছিল তা অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। পিয়েত্রো গোবেত্তি এই পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তা ছিল খুবই ভাসা ভাসা; ঘটনাবলির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ না করার ফলে উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্যগুলি সম্পর্কে তিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি ত্রৎস্কিকে 'ইয়োরোপীয়' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন- যদিও ত্রৎস্কি ও লেনিনের মধ্যে দ্বিতীয়জনই ছিলেন প্রকৃত অর্থে

ইয়োরোপীয়; লেনিনের রাজনৈতিক কর্মধারা বিশ্বজনীন তাৎপর্য অর্জন করেছিল, কারণ তা ছিল সমকালীন বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গ্রামশির কাছে এই পার্থক্যের গভীরতা এত বেশী অনুভূত হয়েছিল যে- কারাগারে বসে যতখানি সম্ভব- তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে ঐ বিষয়টিকে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গ্রামশির কাছে ত্রৎস্কি ছিলেন 'মুখোমুখি আক্রমণ পরিচালনার রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, যে পর্বে এর অর্থ ছিল পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া'। ত্রৎস্কির রাজনৈতিক সূত্রগুলি 'সমসাময়িক প্রকৃত বাস্তবতা ও জীবন্ত ইতিহাসের' সঙ্গে যুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং 'বদলাতে হবে যে সমাজকে তার বিভিন্ন ছিদ্রপথ' থেকে সেগুলি উৎসারিত হয়নি। ত্রৎস্কির আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বটিও ছিল 'বিমূর্ত এবং তা জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল'।

এই বিরোধের ফলে 1926 সালে যখন সোভিয়েত নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙন ধরে তখন গ্রামশি ক্ষুদ্র একটি বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলশেভিক পার্টি কর্তৃক সমর্থিত লাইনের যাথার্থ্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ না করলেও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর এই ভাঙনের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। 'কারারচনা'য় অন্তর্ভুক্ত একটি মন্তব্যে লেনিনবাদের মূল নীতিগুলি সম্পর্কে স্তালিন প্রদত্ত ভাষ্যের প্রতি গ্রামশি সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যখন ঐ ভাঙন সম্পূর্ণ হয় এবং বলশেভিক পার্টির বিরুদ্ধে ত্রৎস্কির সংগ্রাম অন্য ক্ষেত্রগুলিতে প্রসারিত হতে থাকে তখন গ্রামশি কারাগার থেকে ত্রৎস্কির তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কিত বুখারিনের বিকৃত ব্যাখ্যাকে গ্রামশি তাঁর 'ক্রিটিক্যাল নোটস্ অন্ অ্যান্ অ্যাটেমপ্ট অ্যাট পপুলার সোসিওলজি' প্রবন্ধে প্রত্যাখ্যান করেন; আমার মনে হয় লেনিন তাঁর 'দি ইকনমি অফ দি পিরিয়ড অফ ট্রানজিসন', বা 'ফিলজফিক্যাল নোটুকস্' (যা 1936 সালে প্রকাশিত হয়) রচনাগুলিতে বুখারিনের বিরুদ্ধে যেসব তীব্র সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন সেগুলির সঙ্গে গ্রামশির কোনো

পূর্বপরিচিতি ছিল না; যদি তা থাকত তাহলে ঐসব রচনার বহু অংশ গ্রামশির দার্শনিক গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হতে পারত। অপরদিকে শুধু বিমূর্ত তর্কবিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ বুখারিন সম্পর্কে লেনিনের যে প্রবল আপত্তি ছিল, গ্রামশি সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

আমরা যতদূর জানি মার্কস এবং এঙ্গেলসের অসংখ্য রচনা সংগ্রহ করতে পারলেও গ্রামশি জেলে থাকার সময়ে লেনিনের কোনো রচনা সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাই 'কারারচনা'য় লেনিনের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা হয় স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত, নতুবা বিভিন্ন পত্রিকা এবং পুস্তকে লেনিনবাদী লেখকদের ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি থেকে, অর্থাৎ, ভিন্ন সূত্র থেকে নেওয়া। কারা কর্তৃপক্ষ কখনোই তাঁকে লেনিনের রচনা ক্রয় করার অনুমতি দেয়নি।

3

লেনিনবাদের প্রথম মৌলিক উপাদানটি, অর্থাৎ, বিপ্লবতত্ত্ব, গ্রামশি সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। লেনিন এই তত্ত্বটিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সংস্কারবাদীরা যেসব পুঁথিগত ব্যাখ্যাকে মার্কসবাদ বলে চালাচ্ছিলেন সেগুলি সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। এইসব পণ্ডিতরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে, যেসব দেশে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছে একমাত্র সেখানেই সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবে। লেনিন এই মত প্রত্যাখ্যান করেন এবং দাবি করেন যে বৈপ্লবিক রূপান্তরের শর্তগুলিকে খুঁজতে হবে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের দ্বন্দুগুলির বিকাশ ও বিস্ফোরণের মধ্যে: এভাবেই তিনি মার্কসবাদের বিকাশের নতুন সৃষ্টিশীল পথ উন্মোচিত করেছিলেন।বিপ্লব সম্পর্কিত লেনিনের তত্ত্বটি, 1917সালের অক্টোবরে যার সত্যতা যাচাই হয়ে গিয়েছিল, ছিল বিংশ শতকের শুরুতে জারের স্বৈরতন্ত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবাদ জন্ম নিয়েছিল সেগুলির বিরুদ্ধে রুশ বলশেভিকদের সমগ্র রাজনৈতিক এবং তাত্ত্বিক সংগ্রামের চূড়ান্ত ফসল। অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি ছিল এক অনন্য

অভিজ্ঞতা, যার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারি গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে সম্ভবত এখন মূল্যায়ন করা সম্ভব। 1918 সালের 5 জানুয়ারি গ্রামশি ‘দ্য রেভোলিউশন এগেইনস্ট ক্যাপিটাল’ (শিরোনামটি নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লেখেন তার মধ্যে মুক্তির জন্য যে আকুতি পরিলক্ষিত হয় তার কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ শিরোনামটি কিন্তু মার্কসবাদের মৌলিক শিক্ষাগুলির (শ্রেণী সংগ্রাম এবং সর্বহারার বিপ্লবের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা,ইত্যাদি) বিরোধী নয়।এটির উদ্দেশ্য ছিল কার্ল মার্কস-এর ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থের দৃষ্টবাদী অবনয়নের, নির্ভেজাল অর্থনীতিবাদের, সংস্কারবাদীদের পন্ডিতিপনার এবং মার্কসবাদের প্রতিপক্ষ শিবিরের মতাদর্শগত চালাকির বিরোধিতা করা।লেনিন তাঁর বিপ্লব তত্বের সাহায্যে পণ্ডিতদের বিমূর্ত নিয়মনিষ্ঠ যুক্তিতর্ক এবং নির্বোধ ও উদ্‌ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক দ্বন্দুতত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে দেশে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিকাশ হয়নি সে দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব, শুধু এই সিদ্ধান্তেই তিনি উপনীত হননি; বুর্জোয়া ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম শুরু করা যায় সে ব্যাপারে গবেষণা ও সংগ্রামের উপযুক্ত জমি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন; এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের নিজস্ব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগমনের পথকে প্রশস্ত করা। বিশ্ব ইতিহাসের বিবর্তনের সাধারণ ধারার মধ্যেই কোন বিশেষ দেশের বাস্তব অবস্থানুযায়ী ইতিহাসের গতিপথের প্রয়োজনীয় হেরফের ঘটাবার দরকার যে হতে পারে, লেনিন নিজেই এ কথা বলেছিলেন; এবং এছাড়া এশিয়া মহাদেশের জনগণ যদি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সামিল হয় তবে যে নতুন গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জন করার পথও তিনিই দেখিয়েছিলেন।

মোটামুটিভাবে এই হল বর্তমান বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতি। অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সংস্কারবাদী পণ্ডিতিপনা এবং অর্থনীতিবাদী বস্তুরতি অদৃশ্য হয়েছে। বরং রাজনৈতিক কূটতর্ক এবং

শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সংঘর্ষের ইন্ধন এগুলি আজও জুগিয়ে চলেছে।

এরকম কূটতর্ক ও সংঘর্ষের একটি ক্ষেত্র হল 'বিপ্লব'-এর জন্য অপেক্ষা করার বিষয়টি; ধরে নেওয়া হয় যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি বিপ্লবও শুরু হয়ে যাবে। এই মত অনুযায়ী, শ্রেণী শক্তিগুলির মধ্যে সম্পর্কের পট পরিবর্তনের কারণে- যার সঙ্গে সংগঠন, চেতনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংঘটন এবং বিচ্ছিন্ন জৈবিক উপাদানগুলির বিকাশও জড়িয়ে থাকে- বিপ্লব হয় না। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে গ্রামশির সংগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। গ্রামশির মতে এটি হল সেই তত্ত্ব যা দাবি করে যে অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বিকাশ উৎপাদনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের পরিবর্তনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল- যেমন নতুন কাঁচামাল বা দাহ্য পদার্থ আবিষ্কার ইত্যাদি- যার ফলে যন্ত্রপাতির নির্মাণশৈলী এবং নকশা তৈরির ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতির প্রয়োগকে আবশ্যক করে তোলে। এই ধরনের বক্তব্যগুলি আসলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে ঐতিহাসিক অর্থনীতিবাদে উপনীত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেজন্যই এগুলি আমাদের মতবাদ থেকে বহুযোজন দূরে অবস্থিত।

অর্থনীতিবাদ এবং মার্কসবাদের অর্থনীতিবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গ্রামশির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম সমগ্র 'কারারচনা' জুড়ে আছে এবং এটি হল মহান লেনিনীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারারই অঙ্গ। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর অন্তর্গত মতাদর্শগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলির সঙ্গে এর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে গ্রামশির গভীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য যা থেকে তিনি রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই শতকের গোড়ায় আনতোনিও লাব্রিয়োলার রাজনৈতিক চিন্তা যখন এক বন্ধ্যাদশার জন্ম দিয়েছিল, যার প্রতিফলন ঘটেছিল ইতালির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনগুলির সংস্কারবাদী ঝোঁক এবং বাচনিক উগ্রতা থেকে মুক্ত হতে না পারার মৌলিক অক্ষমতার মধ্যে, তখন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে লেনিনীয় সূত্রগুলির সাহায্য নিয়ে গ্রামশি সেই অবস্থাকে

অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ইতালিতে বিপ্লব সম্পাদনের শর্তগুলি অনুসন্ধান করতে গিয়ে গ্রামশি আরো বেশি করে লেনিনের বিপ্লবী তত্ত্বের এবং পরবর্তীকালে লেনিনের রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে গ্রামশির তত্ত্ব ও রাজনৈতিক কর্মের কেন্দ্রে অবস্থিত রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত সূত্রের উৎস– প্রত্যক্ষ (1919–26 সালের লেখাগুলি) এবং পরোক্ষ– অর্থাৎ, যেগুলি তুনলামূলক, উভয়ই। (‘কারারচনা’র ঐতিহাসিক গবেষণা এবং ইতালির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে গ্রামশি প্রদত্ত নতুন ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আধুনিক ইতালির অর্থনৈতিক কাঠামো এবং যে রাজনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে ইতালির সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে নেতৃত্বদান এবং ক্ষমতা দখলের কাজ সমাধান করা সম্ভব, সেসব বিষয়গুলি সম্পর্কে গ্রামশির সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিই হল লেনিনের বিপ্লবতত্ত্ব।

ঠিক এখানেই গবেষণার বিষয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ্ধতির জগতে কতকগুলি বড় ধরনের ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করা গেছে; আমি মনে করি এগুলির গুরুত্বকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে অর্থনৈতিক কাঠামোকে কার্যকলাপ ও পরিস্থিতির স্বয়ংক্রিয় সংঘটক রহস্যময় ও অজ্ঞাত একটি শক্তি হিসাবে দেখা অনুচিত। অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রাকৃতিক উপাদানের ক্রিয়াক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করেও সেখানে মানবিক উপাদানের ভূমিকা ও উপরিকাঠামোর নিজস্ব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, এ হল এমনই এক ক্ষেত্র যেখানে ঐতিহাসিক বিকাশ সংঘটিত হয়, যা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার যেমন দাবি করে, তেমনই উপরিকাঠামোর প্রভাবকে তা অস্বীকার করতে পারে না। অনুরূপভাবে উপরিকাঠামোতে রাজনীতি ও ধ্যানধারণা কোনো বিশেষ একটি জোট সৃষ্টি করে না; বরং পৃথকীকৃত অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন পর্বগুলির মত স্বাতন্ত্র্যের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন উপরিকাঠামোও বিভাজিত হয়ে থাকে। এই বিষয়ে লেনিনের মূল্যবান সূত্রগুলি পদ্ধতিগত গবেষণার ক্ষেত্রে যে নতুন উদ্দীপনা জুগিয়েছে তা যেন

একমাত্র রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ে লেনিনের মন্তব্যগুলির মধ্যেই প্রতীয়মান তা নয়; নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের সময় বা সামান্য কিছুকাল পরে লেখা লেনিনের শেষের দিকের রচনাগুলিতেও তা স্পষ্ট। এই রচনাগুলির বিষয় হল সমাজতন্ত্র গড়ার নির্মাণপর্ব, নির্মাণপর্বের সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও বাধা এবং ইতিহাসের এই নতুন পর্বে রাষ্ট্রের (এবং রাজনীতির) ভূমিকা প্রভৃতি।

এইভাবে আমরা গ্রামশির সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে পারি– তা হল সমস্ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক বাস্তবতার চূড়ান্ত ইতিহাসগত প্রাসঙ্গিকতা। এই চিন্তাভাবনা থেকে গ্রামশি মার্কসবাদকে পরম ইতিহাসবাদ আখ্যা দিয়েছেন, কারণ মার্কসবাদই হল একমাত্র তত্ত্ব যা ঐতিহাসিক বিবর্তনকে এবং সমাজস্থ মানুষ কেমন করে ঐ বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বুঝতে সাহায্য করে।

এই পরিকাঠামোর মধ্যেই স্বাধীনতা ও আবশ্যিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করা হয় এবং ইতিহাসগতভাবে বাস্তব সমস্যাদি, অর্থাৎ, সেইসব সমস্যা, একমাত্র সামাজিক কাঠামোর ওলটপালট ঘটিয়ে যার সমাধান করা সম্ভব এবং বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই সমাধান করতে হবে এমন সমস্যাদির– যার সমাধান আবার আমূল পরিবর্তনের পথকেই প্রশস্ত এবং অনিবার্য করে– মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের মাপকাঠিকে নির্ধারণ করা হয়।

পৃথিবীকে জানা এবং একে বদলে দেবার সংগ্রামে উদ্যোগ গ্রহণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত গবেষণা নৈর্বক্তিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পলায়নবৃত্তি, স্বপ্নালুতা অথবা পৃথিবী অমুক দিকে বা তমুক দিকে এগোচ্ছে এই ধরনের বিমূর্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে। নিরাসক্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিমিত বাস্তববোধ দিয়ে বর্তমান ও বস্তুজগৎকে বিচার করতে হবে এবং বস্তুজগৎকে পরিবর্তন করার কোনো ইচ্ছা যদি থাকে তবে এই বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত প্রবলভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। বোধি মূলত নৈরাশ্যবাদী; অভীপ্সাই আশাবাদের সূচনা করে।

4

লেনিনের বিপ্লবতত্ব এবং গ্রামশির চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বুর্জোয়া দুনিয়া (পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ) যে সময় নতুন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো ও সমাজব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার মত বস্তুগত ভিত্তি অর্জন করেছিল সেই সময়কার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর নতুন অবস্থানের মূল্যায়ন করা। শ্রমিকশ্রেণী একটি জাতীয় শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, কারণ নতুন ঐতিহাসিক জোট গঠনের শর্তগুলি তখন উপস্থিত থাকে; অর্থাৎ, ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উৎপাদনের হাতিয়ারের উন্নতির ফলেই এই নতুন সম্পর্কের উদ্ভব সাধিত হয় এবং নতুন এক আন্দোলনও শুরু হয়, যার সাহায্যে নতুন শ্রেণীটি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন এবং নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজকে সংগঠিত করতে শুরু করে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কোনো জাতির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কসমূহের যোগসূত্রটির ধরনটি কী রকম? এ বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁর বহুল পরিচিত 'আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং জাতীয় কর্মপন্থা' শীর্ষক নোটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের যাত্রা আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকেই, কিন্তু এই বিকাশের সূচনাপর্বটি জাতীয় এবং শুরুটা এখান থেকেই করতে হবে। পরিপ্রেক্ষিতটি আন্তর্জাতিক এবং এছাড়া অন্য কিছু হতেও পারে না; কিন্তু 'কোনো জাতির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলি হল একটি বিশেষ ধরনের সংযোগফল, যা ''মৌলিক'' এবং (এক অর্থে) স্বকীয় কেউ যদি এই সম্পর্কগুলিকে আয়ত্ত এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তবে এগুলিকে এদের মৌলিকত্ব ও বিশিষ্টতার নিরিখেই অনুধাবন করতে হবে'।শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্বদানকারী শক্তিতে তখনই রূপান্তরিত হতে পারবে 'যদি তা এই সংযোগফলকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে; শ্রমিকশ্রেণী নিজেই তার একটি উপাদান এবং সেই কারণেই একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে আন্দোলনকে একটি নির্দিষ্ট দিকে সে চালনা করতে সক্ষম'।

অক্টোবর বিপ্লব এবং রুশ শ্রমিকশ্রেণীর ও নতুন শ্রমিক রাষ্ট্রের নেতা লেনিনের সৃষ্টিশীল রচনাগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথমদিকের লেখাগুলি

থেকে শুরু করে– যদিও এ পর্বে তাঁর বক্তব্য নানাদিক থেকে অস্পষ্ট ও ছড়ানো ছেটানো– শেষ ‘কারারচনা’ পর্যন্ত এই দিকটির উপর গ্রামশি সর্বদাই একনিষ্ঠভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। লেনিনের সফল সৃষ্টি প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের জন্মকে গ্রামশি দেখেছিলেন ‘একটি সুমহান অধিবিদ্যক’ ঘটনা হিসেবে। এই সাফল্য দর্শনকে প্রয়োগে ও ‘ক্রিয়াশীল ইতিহাসে’ পর্যবসিত করেছিল; কারণ সেটিই হল একমাত্র দর্শন; এই ঘটনাটি বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতটিকেই বদলে দিয়েছিল। অবশ্য তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ এটি ছিল রুশ জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভ্যাগমনের মুহূর্ত; কারণ ‘রুশ শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেই বলশেভিকরা এক নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল; যা ছিল আসলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা’। সোভিয়েতগুলির রাষ্ট্র – যা ছিল জারতন্ত্রের দ্বান্দ্বিক নেতিকরণেরই প্রকাশ– যা মানব সভ্যতার অপ্রতিরোধ্য বিকাশের প্রক্রিয়ায় নিজেকে তার এক অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয় পর্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তা ছিল নতুন সমাজের প্রথম অঙ্কুর।

প্রত্যাসন্ন সংগ্রামে যে সব গোষ্ঠীকে সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে হয় এবং সহযোগিতা বা নিরপেক্ষতা আশা করা যায় এমন সব গোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী যে সম্পর্ক স্থাপন করে তার ভিত্তিতে জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী যে অবস্থান গ্রহণ করে, সেটিই তার কর্মনীতি স্থির করে দেয়। শ্রমিকশ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশপর্বে শ্রেণীসংগ্রামের গোষ্ঠীগত চরিত্রকে তাই অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে এবং তার জায়গায়, বর্তমানে আমরা যাকে বলি মৈত্রীজোট গঠনের নীতি, তা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামশি মনে করতেন যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতাই হল এইসব সামাজিক গোষ্ঠীগুলির চরিত্র্যবৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা, যেগুলি জাতীয় ভূমিকা পালনে অক্ষম; মধ্যযুগের কমিউনগুলির বুর্জোয়ারা হল এই একটি উদাহরণ। জাতীয় ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে দুর্বল গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান; এরা বাইরের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে যা করে থাকে, তাতে সমাজের

কোনো আমূল রূপান্তর সাধিত হয় না; রিসর্জিমেন্তো পর্বে ইতালির শাসকশ্রেণীর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ নীতিগুলিকে বাস্তবে গ্রামশি কেমনভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন ? মৈত্রীজোট গঠনের যে নীতি তিনি নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল 'দক্ষিণী প্রশ্ন' থেকে উৎসারিত, যার অর্থ ছিল পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের জনসাধারণ ও কৃষকদের রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা। কৃষক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক বিশ্লেষণের মতো গ্রামশি অনুসৃত এই নীতিও ছিল সরাসরিভাবে লেনিনের শিক্ষানুসারী। তাঁর অনুসৃত মৈত্রীজোট গঠনের নীতির মধ্যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ সুবিধাবাদের কোনো গন্ধ নেই বা একে দুটি সামাজিক গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র কর্মসূচি ও দাবি পুরণের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সমর্থন জ্ঞাপনের ঘটনা হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মৈত্রীজোট সমগ্র ইতালীয় সমাজের কাঠামো থেকে উৎসারিত এবং তা একটি নতুন শাসক ঐতিহাসিক জোট গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। জাতীয় লোকায়ত যৌথ অভীপ্সার উদ্ভব অসম্ভব, 'যদি না কৃষিজীবী চাষীদের বৃহদাংশ একসঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুলভাবে সামিল হয়'।গ্রামশি এইভাবেই শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ভিন্নধর্মী ছন্দ এবং চেতনার স্তরগত বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলিকে সংশোধন করেছেন; এইসব অসঙ্গতি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তুতির অভাবেরই পরিণাম, এইগুলিকে তিনি 1926 সালে লিয় কংগ্রেসের জন্য লেখা প্রতিবেদনে সমালোচনা করেন।

সাম্প্রতিককালের সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক বিতর্কের অন্যতম বিষয়টি হল তুরিনের ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার প্রসঙ্গটি; যদিও আমাদের মতে বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এই আলোচনা আমরা ভালোভাবেই করেছি। এই প্রসঙ্গে গ্রামশি সমর্থিত অবস্থানকে সিন্ডিক্যালিস্ট বলে নিন্দা করা একান্তই অর্থহীন এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কিছু সিন্ডিক্যালিস্টদের মধ্যে প্রচলিত বাদ-বিসম্বাদ থেকে গ্রামশি ইউনিয়নের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা; এর সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতা, রাজনৈতিক সমস্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে, মূলত রাষ্ট্র ক্ষমতার

প্রশ্নটি সম্পর্কে, তাদের নির্ভেজাল অজ্ঞতা সম্পর্কে সমালোচনার সূত্রগুলি সংগ্রহ করেন। এই বিষয়গুলি সিন্ডিক্যালিস্টদের লেখায় যত রয়েছে তার তুলনায় লেনিনের রচনার মধ্যে ঢের বেশি ভালোভাবে বলা আছে। একই সঙ্গে গ্রামশি এঁদের লেখাপত্রগুলিতে যে রাজনৈতিক অপরিপক্কতার প্রাবল্য ছিল তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে উপেক্ষা করেছেন। ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলন, বিশেষত যে সময় থেকে তা শুরু হয়, 1913 সালের এপ্রিল মাসের ধর্মঘটের সময় পর্যন্ত –এমনকি তার পরেও– ছিল ইউনিয়নের সংস্কারপন্থী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামের হাতিয়ার। তা ছিল আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা সীমায়িত করার, ইউনিয়ন নেতৃত্বের নবরূপায়ণের জন্য সংগ্রামের হাতিয়ার। গ্রামশি অবশ্য সর্বদা ফ্যাক্টরি কাউন্সিল এবং ইউনিয়নের মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দিতেন এবং শুধুমাত্র সংগঠিত শ্রমিকদের দিয়ে নয়, সমস্ত শ্রমিকদের কাউন্সিলের নির্বাচন ব্যবস্থা সবার কাছে কাউন্সিল ও ইউনিয়নের মধ্যেকার পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। তবে একথা কি বলা যায় যে 1919–20 সালে গ্রামশি এরকম এক মত পোষণ করতেন যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন এই কাউন্সিলগুলির মধ্যেই ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা? আমার মতে, 1919 সালে গ্রামশির লেখা মাত্র কয়েকটি বক্তব্যে এই ধরনের মতের সমর্থন মেলে এবং তাও যদি অপ্রাসঙ্গিকভাবে ও বিশেষত ঐ সময়ে গ্রামশির সামগ্রিক কাজকর্মের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঐ বক্তব্যগুলিকে বিচার করা হয়। ঐ সময় তাঁর কর্মধারার মূল ও প্রধান লক্ষ্য ছিল এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করা যে, সে সময় সারা দেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও সংকট দেখা দিয়েছিল তা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সুসংহত সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। ফলে সে সময়কার আশু এবং প্রয়োজনীয় কাজটি ছিল এই চেতনাকে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনীর মধ্যে সম্প্রসারিত করা। উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্তর থেকে কাজ শুরু করাই ছিল ঐ সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ। বস্তুতপক্ষে,

বুর্জোয়ারাও এ কাজটি সম্পাদন করেছিল; উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে, কারখানায়- চরম নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে তা শুরু হয়েছিল এবং এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তারা ফ্যাশিবাদের সাহায্য নেয়। তাই দেখা দিয়েছিল কারখানাগুলিকে প্রলেতারিয়েতের শক্তি ব্যক্ত করার এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ-প্রক্রিয়ায় নিজ সংগঠন সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। এটিই ছিল শ্রমিকশ্রেণী যে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম সেকথা সমাজের কাছে প্রতিপন্ন করার উপায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথম এই ধরনের হস্তক্ষেপ যা নিয়ন্ত্রণের চেহারা নিতে পারত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় ও ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ লড়াইটিও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত ছিল।
ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনে যথার্থ রাজনৈতিক উপাদানের ঠিক কতটা অভাব ছিল, যা থাকলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির পক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হত? 1919-20 সালের সমগ্র তুরিন ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনের দুর্বলতা ছিল এই যে তা কখনোই জাতীয় স্তরে বিস্তার লাভ করতে পারে নি - দুর্বলতার যে কারণগুলি পূর্বে অসংখ্যবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমি একথা মনে করি না যে আন্দোলন যে মূল সূত্রগুলিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে দুর্বলতার কারণগুলিকে খুঁজতে হবে; বরং তা নিহিত ছিল এর কর্মধারার সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যেই, যা সফল হতে হলে এই আন্দোলনকে একটি শহর বা একটি অঞ্চলের পরিধি ভেঙে আরো বিস্তৃতি লাভ করতে হত। এছাড়া, উত্তরের অগ্রবর্তী শ্রমিকদের সঙ্গে দক্ষিণের বৃহৎ সংখ্যক কৃষক জনসাধারণের মৈত্রী বন্ধনের যে প্রশ্নটি তখন থেকেই গ্রামশি সঠিকভাবে উত্থাপন করছিলেন (সাসারি ব্রিগেডে সার্দিনীয়দের প্রতি ব্যবহারের যে উদাহরণ গ্রামশি উল্লেখ করেছেন সেটি দ্রষ্টব্য) তা তুরিন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ, ফলপ্রসূ পরিবর্তন আনতে পারে নি। সোশালিস্ট পার্টির ভ্রান্ত সংস্কারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠবাদী প্রবণতাগুলিকে সমালোচনার মাধ্যমে পর্যুদস্ত করা গেলেও জাতীয় স্তরে কোনো সফল

রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তা করা সম্ভব হয় নি। অথচ সে সময় এটিই ছিল একমাত্র পার্টি, অর্থাৎ শ্রমিকদের সামনে একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। ঠিক এই কারণেই এক নতুন অগ্রবর্তী প্রলেতারীয় পার্টি –কমিউনিস্ট পার্টি– প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণার মাধ্যমেই তুরিন আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হয়েছিল।
উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গ্রামশির বিরুদ্ধে যেসব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি প্রচলিত রয়েছে, ‘কারারচনা’য় অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে গ্রামশির লাগাতার কূটতর্ক হল সেগুলির বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব। উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং কাঠামোর মধ্যেকার সম্পর্কের পার্থক্যগুলিকেও যথার্থভাবে উল্লেখ করা দরকার। উৎপাদিকা শক্তি, কৃৎকৌশল ও শ্রম, এগুলি হল পৃথক পৃথক ধারণা এবং এদের পার্থক্য– কম বা বেশি যে মাত্রারই হোক না কেন– উপরিকাঠামোজাত উপাদানগুলির মধ্যেই নিহিত থাকে। ‘শ্রেণীর’ উপস্থিতি একটু উন্নততর স্তরে এবং চেতনাগত উপাদানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়া শ্রেণী রাজনীতির প্রকাশ অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমি গ্রামশিকৃত ফোর্ডবাদের বিশ্লেষণটি উল্লেখ করতে চাই; ফোর্ডবাদের জন্ম হয়েছিল প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে, কিন্তু ফোর্ডবাদের বিশ্লেষণ হল আসলে একটি বিশেষ পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক কাঠামোর বিকাশের বিশ্লেষণ।

5

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে গ্রামশির সুবিস্তৃত, জটিল এবং অনুসন্ধানী গবেষণা– যার পরিকল্পনা তিনি গ্রেপ্তার হবার আগেই এবং অত্যন্ত বিশদভাবে সে আলোচনা তিনি সম্পূর্ণ করেন তাঁর কারাবাসের দিনগুলিতে– তার ভিত্তিটিও ছিল লেনিনবাদ। (শুধুমাত্র গ্রামশির সঙ্গে আমার কথোপকথনের ভিত্তিতে যে আমি একথা বলছি তা নয়, তাঁর লেখা ‘দ্য সাউদার্ন কোয়েশ্চেন’-এর মধ্যেই এর উল্লেখ আছে)। আমি মনে করি এই দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; কিন্তু স্পষ্টতই আরো গুরুত্ব সহকারে আলোচনার দাবি রাখে।

আমি একথার উল্লেখ করতে চাইছি না যে বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে গ্রামশির গবেষণা সমাজকাঠামোর সাধারণ বিশ্লেষণের অঙ্গ; বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক (শ্রেণী) পক্ষাবলম্বন এবং ইতিহাসগতভাবে তাঁদের বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্বটির প্রতিই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, যেটি হল লেনিনবাদের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। পক্ষাবলম্বনের বিষয়টিতে স্থূল অর্থনীতিবাদী ব্যাখ্যা যেমন দেওয়া সম্ভব, তেমনই আবার কেউ কেউ একে নিয়মমাফিক কিছু কাজ করা ও পরিবর্তে কিছু অর্থপ্রাপ্তির মধ্যেই সীমায়িত রাখতে পারেন। এরকম ভাবনা আছেই, যা সর্বদা খুব সহজেই চোখে পড়ে। বস্তুতপক্ষে, বিষয়টি স্বতন্ত্র অনুসন্ধানের দাবি রাখে এবং যখনই প্রয়োজন হয়েছে গ্রামশি তখনই এ-ধরনের গবেষণায় ব্রতীও হয়েছেন, কিন্তু তাঁর গবেষণার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এটিকে তিনি গুলিয়ে ফেলেন নি। খোদ লেনিনের রচনাতেও এই দিকটি গুরুত্ব পায়নি। তাঁর সময়কার বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্মগুলি সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়নধর্মী রচনাগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই একথা সহজে বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের ভূমিকার প্রসঙ্গটিকে মতাদর্শ এবং উপরিকাঠামোর গঠনপ্রণালীর বিষয়টির পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা উচিত।

স্থূল আদর্শবাদ এবং সমাজতত্ত্বের প্রবক্তারা মতাদর্শকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করে ভুল করেন; অথবা, গ্রামশির ভাষায় 'শাসিতদের কাজ যা হল শুধুমাত্র বিভ্রান্তি, তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ধাপ্পা... শাসকদের কাছে তা হল স্বেচ্ছাকৃত ও সচেতন ধাপ্পা'। আসলে মতাদর্শ হল একটা বাস্তবতা, এবং সমগ্র সমাজবিকাশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ; এই হল 'প্রকৃত' দর্শন, কেননা এগুলিই নিজেদের সেই ধরনের দার্শনিক 'স্থূলত্বে'র প্রমাণ হিসেবে হাজির করে যার ফলে বাস্তব জগতের রূপান্তরণের জন্য জনগণ সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে সামিল হয়। প্রত্যেক মতাদর্শই যুগপৎ ক্ষণস্থায়ী এবং ঐতিহাসিকভাবে সিদ্ধ। এই ক্ষণস্থায়িত্ব অতীতের দ্যোতক, কিন্তু অতীতের কোন দিকগুলিকে বর্জন করতে হবে তা শ্রমিকদের সংগ্রামই স্থির করে দেয়। তা ছাড়া যেমন করে প্রত্যেক

ক্ষেত্রে মতাদর্শগত উপরিকাঠামোর মধ্যে সর্বদাই স্বতন্ত্র বিকাশ এবং সৃষ্টির একটি প্রবণতা বর্তমান থাকে, তেমনই যে কোনো মতাদর্শের অভ্যন্তরেই কিছু কিছু উপাদান থাকে যা সর্বদা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্ম দেয়; তা যদি না হত, তাহলে মানবজাতির পক্ষে বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ এবং শিল্পীর জন্ম দেওয়া সম্ভব হত না; সৃষ্টি হত শুধু পুতুল, বৈজ্ঞানিক প্রগতি বা চিরকালীন কোনো শিল্পকর্মের সৃষ্টিও সম্ভব হত না। মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে তা এই ধরনের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম ও মতাদর্শের মধ্যেকার বিভিন্ন উপাদানের পার্থক্যগুলি সম্পর্কে সচেতন এবং সে কারণেই তা মানবসমাজের সমস্ত দিকের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে।

গ্রামশি তাঁর বিশ্লেষণে বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপকে তাই যান্ত্রিক রুটিনমাফিক কার্য সম্পাদনের স্তরে সীমায়িত রাখেন নি। সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার নিরিখে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে তিনি পরখ করেছেন এবং তাঁদের দায়বদ্ধতাকে ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন, যে ইতিহাস মানুষের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতির যে ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলি কাজ করে সেটি হল পুরাতন এবং নতুন, স্থিতিশীলতা এবং বিপ্লবের মধ্যে চলমান সংগ্রামের একটি রঙ্গমঞ্চ। বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহাসিক জোটের একটি অংশ; এরা হল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর মধ্যে সংযোগ-সেতু। বৈপ্লবিক সংকট এই ঐতিহাসিক জোটে ভাঙন ধরায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই সংকট বিশ্বজনীন চেহারা নেয় এবং উদীয়মান নতুন শাসকশ্রেণী ও তার অঙ্গীভূত কাঠামোর অগ্রগতি বৌদ্ধিক ও নৈতিক স্তরে আমূল সংস্কারের দাবি করে। মার্কসীয় দর্শন এই সংস্কারের পরিচয় এবং পূর্বশর্ত, যা বুদ্ধিজীবীদের নিজ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলে তাঁদের সমাজবিকাশের সচেতন শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

6

পার্টি সংক্রান্ত তত্ত্বের মধ্যেই লেনিনীয় চিন্তার উন্মেষ ও স্থিতি এবং নতুন সমাজ সৃষ্টির শর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বটিও এরই সঙ্গে

সমান্তরালভাবে বিরাজমান। পার্টির পরিচালনা ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয় এবং পার্টি ছাড়া নবলব্ধ ক্ষমতাকে সংগঠিত করাও অসম্ভব। গ্রামশির সমগ্র চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যেও পার্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ বিদ্যমান। গ্রামশির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং তাঁর সমগ্র জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং তার নেতৃত্ব দেওয়া;

জীবনে তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা এই ঘটনাবলির সঙ্গেই যুক্ত। তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক গবেষণা চূড়ান্ত বিচারে পার্টি সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গেই সম্পৃক্ত - যে পার্টি হল সেই যৌথ বুদ্ধিজীবী যা ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় এবং রাষ্ট্রক্ষমতাকে নতুন সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। গ্রামশির স্বকীয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানেই যে, পার্টির তত্বটিকে তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যা ছিল ইতালির সামাজিক বাস্তবতার অনুসারী, যা আমাদের দেশে রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের জন্ম দিয়েছিল এবং যা ইতালির ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের সঙ্গে পার্টিকে সংযুক্ত করেছিল। এর ফলে পার্টির কার্যকারিতা অভূতপূর্ব সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
অবশ্য অনিবার্যভাবে এই বিষয়টিই ছিল গ্রামশি-বিরোধীদের যাবতীয় সমালোচনা, আক্রমণ এবং নস্যাৎমূলক প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা সব রকম যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পরিহার তো করেইছেন, এমনকি ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা দান থেকেও বিরত থাকেননি। এটি অবশ্য এখানে আলোচনার বিষয় নয়। কেমন করে ইতিহাস আলোচনার মার্কসবাদী পদ্ধতিটি শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে গবেষণার সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়েও একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক তত্ব হিসেবে- অর্থাৎ বৈপ্লবিক কর্মধারা পরিচালনার পথনির্দেশক হিসেবে- এই মতবাদকে নস্যাৎ করা হয় তা সবারই ভালোভাবে জানা আছে। পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর

একনায়কত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি মার্কসবাদে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এগুলি সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

ফরাসি বিপ্লব এবং ঊনবিংশ শতকের বিপ্লবের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেনিন তাঁর পার্টি সংক্রান্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব রাষ্ট্রের শ্রেণীসত্তা এবং সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের যা বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন রূপগুলি চূড়ান্তভাবে বৈধ একথা প্রমাণ করতে চায়- বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দুটি ধারণার সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট। বিপ্লবী শ্রেণী নিজ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হিসেবে এবং সমগ্র সমাজের উপর নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজস্ব পার্টিকে সংগঠিত করে। বিপ্লবী শ্রেণীটি যে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তা একটি সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক সংগঠন, কারণ এটি এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত যা শোষণ এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকে দূর করে। সেজন্যই এই রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এক সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে, কারণ বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর গর্ভে নিহিত মৌলিক শ্রেণী দ্বন্দ্বগুলি এখানে অতিক্রান্ত হয়।

গ্রেপ্তার হওয়ার আগে এবং পরবর্তীকালে ‘কারারচনা’, উভয়পর্বেই গ্রামশির চিন্তা মোটামুটি এই ধরনের ছিল। তাই গ্রামশির কাছে স্বাধীনতা এবং সরকারের প্রকারভেদের পার্থক্য, উদারনীতিবাদ এবং গণতন্ত্রের অধীন বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যেকার পার্থক্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে, এই বিষয়টি তাঁর কূটতার্কিক বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাধীনতা হল মানুষের উদ্যোগ ও সৃষ্টিশীলতারই অঙ্গ এবং এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য নয়। ইতিহাস হল সর্বদা স্বাধীনতারই ইতিহাস। যে কোনো বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ স্বাধীনতারই দ্যোতক; কিন্তু সর্বদাই এর মধ্যে একটি নেতিবাচক উপাদান বর্তমান থাকে, যা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠন ও তাদের সংরক্ষণের মধ্যে নিহিত থাকে। উদারনীতিবাদে গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে দার্শনিক

স্বাধীনতা তত্ত্বের সঙ্গে এক করে দেখার অর্থ মতাদর্শ এবং দর্শনের মধ্যেকার পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলা। ক্রোচের ধর্মশাস্ত্রসুলভ স্বাধীনতার তত্ত্ব এইভাবেই এক নির্ভেজাল ধন্ধ এবং কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যাজক সম্প্রদায়ও বর্তমানে এর সমর্থক হয়ে উঠেছে।

যুক্তির এই ধারা মানুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে সেই বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত যাতে মানুষকে দেখা হয়েছে জটিল সম্পর্কসমূহের যা সমাজের সর্বত্র প্রসারিত এবং যাদের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া মানুষের স্বাধীনতার সীমানাকে নির্ধারণ করে দেয়- সমষ্টি হিসেবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় তা স্বাধীনতার সংকোচক অত্যন্ত শক্তিশালী বাধাটিকে, যা বৃহদংশ মানুষের পূর্ণ আত্মবিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ তাকে ভেঙে দেয় এবং এটিই হল স্বাধীনতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

অবশ্য এই পথে অগ্রগতির কথা একমাত্র তখনই চিন্তা করা যেতে পারে এবং তা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবলমাত্র সেই ধরনের আন্দোলনের মাধ্যমে যা সমাজের কাঠামোতে প্রোথিত এবং যা যৌথ অভীপ্সার দ্যোতক। ধর্মসুলভ স্বাধীনতা তত্ত্বের প্রচার, যা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানাদিকে স্বাধীনতার বল্গাহীন বিকাশে রূপান্তরিত করে, তা সেই যুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য, যখন সর্বপ্রথম শাসকশ্রেণীর তার নিজস্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে যথার্থ চেতনা গড়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামশি যাকে ‘জনসাধারণের বৃহদংশের সম-স্তরায়ণ’ বলেছেন, সেটিও এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য এবং কালের যাত্রায় তা আরো প্রবল হয়। এ আসলে এক জাগরণ ও মনের বিকাশ, যা ইতিহাসজনিত আন্দোলন এবং যৌথ অভীপ্সার গঠন-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। দলব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবেই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব তাদেরই মুখপাত্র রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

হেগেলের মতে পার্টি হল একটি অ-রাষ্ট্রীয় গ্রন্থি, যা রাষ্ট্র নামক সংগঠনটির অভ্যন্তরে কর্মরত থাকে এবং এই ধারণার মধ্যেই সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্বানুমান নিহিত ছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শুধু যে এই ধারণাটির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে তাই নয়, এর নবরূপায়ণও ঘটিয়েছে।

রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ এবং দখলের হাতিয়ার হিসেবে পার্টির ধারণাটির উদ্ভবের পিছনে রয়েছে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং খোদ সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা। শুধুমাত্র নিজের শ্রেণীশাসন বজায় রাখার জন্য বুর্জোয়ারা এই অস্ত্রটি, যা এদের কাছে একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান মাত্র, ব্যবহার করে না। এর মূল নিহিত থাকে উৎপাদন ব্যবস্থায়। আবার পুঁজিবাদ নির্দিষ্ট একটি স্তর পর্যন্ত বিকশিত হবার পর শ্রমিকশ্রেণীও তার পার্টিকে শুধুমাত্র বুর্জোয়া কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা এবং এর পতন ঘটাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না, কারণ শ্রমিকশ্রেণীও বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে থেকেই কাজ করে। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পার্টিই হল মুখ্য হাতিয়ার। দুনিয়াটাকে বদলে দেবার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে চেতনা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেই প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক পরিবর্তন প্রবাহের কোন দিকগুলির তাৎপর্য চিরস্থায়ী, সেগুলিকে টিকিয়ে রাখতে হবে এবং অপরদিকে, কোন দিকগুলির তাৎপর্য ক্ষণস্থায়ী যা শ্রেণীকর্তৃত্বের হাতিয়ারমাত্র, সে সম্পর্কে যথার্থ সচেতনতা মার্কসবাদই সৃষ্টি করেছে।

আধিপত্য এবং একনায়কত্ব, এই ধারণা দুটির বিকাশ ও অর্থের মধ্যে গ্রামশি কি কোনো পার্থক্য করতে চেয়েছেন? যদি তাই হয়, তবে সেটা কী? পার্থক্য আছে বটে, তবে এই পার্থক্য মৌলিক নয়। একথা বলা যায় যে আধিপত্য ধারণাটি পুরসমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলির দিকে ইঙ্গিত করে এবং সেই অর্থে এটি 'একনায়কত্ব' ধারণাটির চেয়ে অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপকতর। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে গ্রামশির কাছে পুরসমাজ এবং রাজনৈতিক সমাজের মধ্যেকার পার্থক্যটি শুধুমাত্র পদ্ধতিগত, মৌলিক নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই হল এক ধরনের একনায়কত্ব এবং কোনো একনায়ক শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর ক্ষমতার দ্যোতকরূপে কাজ করে না; এর মধ্যে থাকে জোট ও সংযোগ সাধনকারী একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সমগ্র সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জগতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

করা সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রই হল শাসকশ্রেণীর লক্ষ্যগুলি প্রচার করার উদ্দেশ্যে সমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বরূপ। কিন্তু ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যেকার বিরোধের কারণ; অর্থাৎ যখন কোনো এক ব্যাপক ইতিহাসজনিত বৈপ্লবিক সংকট দেখা দেয়, যখন পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়, তখন রাজনৈতিক সমাজ চরম একনায়কতন্ত্রী হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ, তখন একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে; যার কাজ হল উদীয়মান শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে নড়বড়ে ব্যবস্থাটিকে নিপীড়নের সাহায্যে টিকিয়ে রাখা, অথবা নতুনের পক্ষ নিয়ে এর বিকাশের পথের বাধাগুলিকে চূর্ণ করা। এই মন্তব্যটি কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এমন মনে হলেও –বস্তুতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এটি বুর্জোয়া বিকাশ থেকে ধ্বংস পর্যন্ত তার প্রকৃতি সম্পর্কিত মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত; অপরদিকে, বিভিন্ন পর্বে এবং বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কী চেহারা নিতে পারে সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের পথ এই বক্তব্য উন্মুক্ত করে দেয়। আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি তা হল লেনিনবাদের এক নতুন পর্ব, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হবার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এখন কর্মরত রয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে সমাজ সৃষ্টি হয় তা আর বিভক্ত থাকে না; তা হয় ‘নিয়ন্ত্রিত’। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থাটি কী রকম এবং কেমনভাবেই বা তা সৃষ্টি করা সম্ভব? গ্রামশির মতে, এর জন্য বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা দখল এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে না। প্রথম বিজয়ের সঙ্গে যুক্ত দ্বন্দ্বগুলি ছাড়াও অন্যান্য দ্বন্দ্বও গজিয়ে উঠবে এবং তারও নিরসন হবে। পৃথিবী এবং ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় ভাষ্যের বিরুদ্ধে একটি প্রধান সমালোচনা হল: বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের দ্বান্দ্বিক বীক্ষাকে কেমন করে নিয়ন্ত্রিত সমাজের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে অন্বিত করা সম্ভব? এই নতুন সমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশটির স্বরূপই বা কেমন হবে?

গ্রামশি এর উত্তরে আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে মার্কসবাদ গণৎকারের দর্শন নয়; এ হল বাস্তবতামুখী দর্শন। আমরা আমাদের পৃথিবীর, অর্থাৎ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্বগুলি জানি এবং এগুলির অবসান ঘটাবার জন্য আমরা সংগ্রাম করি। আগামী দিনের শ্রেণীহীন সমাজের বিকাশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়নি। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম পর্বে যে সব দ্বন্দ্বগুলি রয়েছে সেগুলিকে অনুধাবন এবং সমাধান করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তেছে। এইসব সমস্যার ভেতরে ঢোকার দায়িত্ব নেওয়া অবশ্যই গ্রামশির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

গ্রামশি এবং লেনিনবাদ

পামিরো তোইলিয়াত্তি

(পূর্বে উল্লেখিত ‘আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ’ গ্রন্থটি থেকে পুনর্মুদ্রিত। পৃষ্ঠা 127 থেকে 151)

আমার এই প্রবন্ধটির নির্দেশসূত্র হিসেবে যে সুবিস্তৃত টীকা ইতিমধ্যে বন্টিত হয়েছে তাতে আমার বিশ্বাস যে বিষয়টি সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বিবরণের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। এর ফলে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে আমার মতো যাঁরা যুক্ত নন তাঁদের কাছে আরো বিস্তারিত মতামত পাওয়া যাবে এবং আরো বড় ধরনের বিতর্কের পথ সুগম হবে।

যে চিন্তাবিদ নিজের ভাবনাগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত করেননি, তাঁর ধ্যানধারণাগুলি আলোচনা করার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যে পদ্ধতি প্রতিটি বাক্যের সঠিক অর্থ ও গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে, প্রয়োজনমতো সমালোচনা করবে-এবং এর সঙ্গে খানিকটা সংযোজন করে গ্রামশি সম্ভবত বলতেন- সমগ্র ‘কারারচনা’য় বিধৃত প্রারম্ভিক মন্তব্যগুলির কথা যদি আপনাদের স্মরণে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে সেগুলিকে বর্জনও করবে- এ বিষয়ের গ্রামশির রেখে যাওয়া সূচক চিহ্নের প্রতি আমার পূর্ববর্তী দুজন বক্তা তাঁদের প্রবন্ধ-পাঠের গোড়াতেই সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুতপক্ষে এইসব মন্তব্যের মাধ্যমে

গ্রামশি বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর কোনো কোনো বক্তব্যকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সম্ভবত সেগুলিকে তার বিপরীত অর্থে বোঝারও চেষ্টা করা উচিত। যথার্থ মূল্যায়নের জন্য এর চেয়ে বেশি খোলাখুলি কোনো আহ্বান আসতে পারে, এমনটা ভাবা খুবই কঠিন।
অধ্যাপক গারিন সঠিকভাবেই বলেছেন যে চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যের তুলনায় বিকাশমান চরিত্রটিকে বোঝা বেশি জরুরি। অবশ্য যে বিষয়টির উপর আমাকে বলতে বলা হয়েছে– 'গ্রামশি এবং লেনিনবাদ'– সেটি আলোচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত মন্তব্য পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, কারণ এক্ষেত্রে প্রশ্নটি একটি বিশেষ ধাঁচের। এ ক্ষেত্রেও চিন্তার একটি বিকাশমান চরিত্র রয়েছে, যেটিকে অনুধাবন করতে হবে ব্যক্তিবিশেষের চিন্তার নিরিখে, কিন্তু চিন্তার এই ধারাটি প্রায়োগিক কর্মের ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত এবং পরীক্ষিত। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হল যে অনুসৃত এই কর্মধারা ইতালির সমাজে যে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছে সেটি ইতালীয় সমাজের একাংশ যে লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারই জ্ঞাপক। শুধুমাত্র চিন্তাবিদদের কাছেই নয়, যাঁরা প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং সংগ্রামে লিপ্ত তাঁদের পক্ষেও এটি তাৎপর্যবহ:
নিঃসন্দেহে গ্রামশির নিজস্ব কর্মধারার বিকাশের মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত উপাদান রয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাঁর সমগ্র কর্মধারাটিই ছিল প্রক্ষিপ্ত একথা আমি মনে করি না। তাঁর চিন্তার মধ্যে কিছু কিছু অনিশ্চিতি ও দ্বিধার ছাপ ছিল, তিনি কিছু ভুল করেছিলেন এবং সেগুলি সংশোধনও করেছিলেন, যার ফলে কেউ কেউ হয়তো তাঁর কোনো ব্যাখ্যাকে বিশুদ্ধ নেতিবাচক আখ্যা দিয়ে খারিজ করতে চাইবেন। একটু গভীর বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এই ধরনের নেতিবাচক মূল্যায়ন করলে আমরা ভুল করব।
উদাহরণ হিসেবে আমি একটি পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকের নেতৃত্বের সংকীর্ণ 'উপদলীয়' চরিত্রের প্রতি গ্রামশি যে রকম নিষ্ক্রিয় বা আপেক্ষিক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তার উল্লেখ করব। কোনো সন্দেহ

নেই যে গ্রামশির দিক থেকে সেটা ভুলই হয়েছিল যা তিনি পরে স্বীকার করেন এবং তার সমালোচনা, বর্জন ও সংশোধনও করেন। কিন্তু ঐ ভুলের কারণটি কোথায় নিহিত ছিল? চিন্তা এবং কর্মকাণ্ডের ধারার গোলমালটা এখানেই। আমার মতে, পূর্ববর্তী সমস্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি বর্জন করা প্রয়োজন– চিন্তার এ জাতীয় প্রবণতা থেকেই মূলত গ্রামশি এই ভুলটি করেছিলেন। এই ধারণার প্রয়োজনীয়তা বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক মূল্যায়ন থেকে জন্মায়নি, এর জন্ম হয়েছিল বাস্তব ঘটনাবলির মূল্যায়ন থেকে, যা তখন সাধারণের কাছে গ্রাহ্য এক ধারণা হিসেবে বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং ঐ সময়ের বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল– গ্রামশি যাকে বলতেন ‘কান্ডজ্ঞান’, যে সত্য অনুভূত হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে এবং যাকে প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, কারণ একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না।

আবেগপ্রবণ, নৈতিক এবং রাজনৈতিক এক আকুতি থেকেই এই ভুলটি জন্ম নিয়েছিল, তা না হলে হয়তো কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিন জন্মাতই না, নতুবা যেভাবে তা জন্মেছিল তেমনভাবে জন্মাত না; ঐ আকুতি থেকে জন্ম নিলেও তা পরবর্তীকালে অত্যন্ত সদর্থক হয়েছিল। একথা সত্যি যে ভুল হয়েছিল। কিন্তু গ্রামশির মনে হয়েছিল যে শুধুমাত্র নেতিবাচক নয়, একে প্রশ্রয় দিয়ে কিছুটা সদর্থক ও গঠনমূলকভাবেও একে বদলে দেবার প্রয়োজন ছিল। যেভাবে তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন এবং যে দ্রুততার সঙ্গে তা তিনি সংশোধন করেছিলেন তার মধ্যেই ভুলটি নিহিত ছিল। কিন্তু এই ভুলের মধ্যেও আমরা এক বৌদ্ধিক ও গভীর রাজনৈতিক একনিষ্ঠতা দেখতে পাই।

গ্রামশির রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে আরো অনেক ভুল ছিল। তাঁর জীবনের সূচনা এবং স্থিতি দুটি ক্ষণই খুব স্পষ্ট; কিন্তু দুই-এর মধ্যেকার দূরত্ব অনেকখানি। আমার মতে, পাস্সাতো এ প্রেসেন্তে-র প্রারম্ভিক একটি অনুচ্ছেদে গ্রামশি নিজেই তাঁর সূচনাপর্বটি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন:

> '... যেগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্য হল এই শতকের শুরুতে পশ্চাদপদ জীবন ও চিন্তাধারাকে অতিক্রমণের জন্য একজন সার্দিনিয়াবাসীর লাগাতার প্রচেষ্টা, যা অনন্য; যার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রাম বা অঞ্চলের সীমিত পরিসরে আবদ্ধ নয় এমন, অর্থাৎ একটি জাতীয় জীবন ও চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তা ছিল অধিকতরভাবে জাতীয় (এই প্রচেষ্টার কারণেই তা জাতীয়), কারণ তিনি ইয়োরোপীয় জীবনধারা ও চেতনার অংশীদার হতে চেয়েছিলেন। অন্ততপক্ষে, জাতীয় জীবনকে তিনি ইয়োরোপীয় জীবনধারার সঙ্গে, এবং ইতালীয় সংস্কৃতির পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এবং তিনি সেটি করেছিলেন অবশ্যই তাঁর সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত অবস্থানের নিরিখে যেমনটি সম্ভব এবং বাস্তব বলে মনে হয়েছিল তেমনিভাবেই; অবশ্য এদিক থেকে বিচার করলে তিনি এর আবশ্যিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তা করেছিলেন'।

উপরোক্ত আত্মজীবনীমূলক এবং সমালোচনাধর্মী মন্তব্যটির মেজাজ খুবই স্পষ্ট, যার মধ্যে আমি বলব, যেন একধরনের শ্লেষ, জাতীয় জীবনে ও ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশোন্মুখ এই সার্দিনিয়াবাসীর প্রতি একধরনের শ্লেষাত্মক অনুকম্পার ভাব জায়মান রয়েছে। অপর একটি অনুচ্ছেদে তিনি ঐ সার্দিনিয়াবাসীকে বর্ণনা করেছেন 'তিন এবং চার প্রস্থের এক প্রদেশবাসী'-রূপে, যে সার্দিনিয়া থেকে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে এবং সেখানে সে যে পাঠ নেয়, তা আমরা জানি; প্রাদেশিক জাতীয় জীবনে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছিল- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজেকে অবহিত করে।

গ্রামশির জীবনে স্থিতির ক্ষণটি আরো অনেক দূরের। তিনি ছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি সারা জীবন ধরে জ্ঞানার্জনের জন্য সচেষ্ট থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

অত্যন্ত জটিল সব সমস্যার অনুধাবন ও সমাধানের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একটি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং কমিউনিস্ট নেতা। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন সেই ধরনের মানুষ যিনি তৎকালীন বাস্তব ঘটনাবলির মধ্যে বিরাজমান এবং ক্রিয়াশীল প্রবণতা ও প্রক্রিয়াটিকে নিজে কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং পূর্ণতা দিয়েছিলেন। এবং এই ঝোঁক বা প্রক্রিয়াটিই তাঁর শিক্ষামূলক কর্মধারা, সংগঠন এবং নেতৃত্বদানের মাধ্যমে উন্নততর স্তরে উপনীত হয়েছিল।
গ্রামশির বিকাশের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল যা 'তিন বা চার প্রস্থের এই প্রদেশবাসীকে' একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের এমন এক প্রতিভাধর এবং বুদ্ধিজীবী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে তাঁর শত্রুরাও তাদের নিরাপত্তার কারণে তাঁকে তাঁর অবস্থানক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল?
বাস্তবিকপক্ষে গবেষণার এই ক্ষেত্রটি সুবিশাল এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ইতালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্যের এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
গ্রামশি ছিলেন একান্তভাবেই একজন ইতালীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইতালির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রামশি যে মাপের রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন–যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কোনো ছাপ ছিল না– তাকে শুধুমাত্র ইতালীয় ঐতিহ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান, শ্রমিকশ্রেণী এবং তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের ঘটমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান তীব্র সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। এই প্রসঙ্গে, আমার মতে, গ্রামশির তত্ব ও প্রয়োগের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে লেনিন এবং লেনিনবাদ।
এমনকি বর্তমানে যাঁরা আমাদের মতানুগামী নন তাঁরাও স্বীকার করেন যে লেনিন ইতিহাসের গতিমুখটিকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন এবং

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। এটি বাস্তব সত্য। অনুরূপভাবে লেনিনের চিন্তা ফরাসি বিপ্লবের মতোই ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি বিপ্লবের পর দুনিয়াটা পাল্টে গিয়েছিল, মানুষের চিন্তার পদ্ধতি বদলে গিয়েছিল। লেনিনের সময় থেকে আমরাও সবাই অন্যরকম করে ভাবতে শিখেছি, মানুষের চিন্তার ধারাটাই বদলে গেছে। আমি বলতে চাইছি প্রধানত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কথাই, যদিও শুধুমাত্র তাদের কথাই নয়।

আমি তাঁদের সবার কথাই বলতে চাইছি যাঁরা চারপাশের বাস্তবতা সম্পর্কে যথার্থ চেতনায় উপনীত হবার চেষ্টায় বৃত আছেন। আমি সেই বিপুল জনসমষ্টির কথা বলতে চাইছি যাঁদের কাছে চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ এবং মানবজাতির সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড বিশ্বাস বা দূর সংবাদের চেহারা নিয়ে পৌঁছয়। অর্থাৎ, যাঁরা প্রাত্যহিক রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নন এবং যাঁরা ঘটনাবলির বিকাশ সম্পর্কে যথার্থ চেতনা লাভ করতে অক্ষম তাঁদেরকে বাদ দিচ্ছি না। যে-কোনো বড় ধরনের ঘটনা- এটি গ্রামশির মৌলিক তত্ত্বগুলির অন্যতম- এক অধিবিদ্যক চরিত্র অর্জন করে। মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল ঐ ধরনেরই একটি ঘটনা যা লেনিনের নেতৃত্বে সফল হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনা এক নতুন 'কাণ্ডজ্ঞানের'ও যেটি প্রায় ধর্মবিশ্বাসের সামিল এবং মূল্যায়নের প্রশ্নে নতুন মাপকাঠি ও নতুন এক ধরনের আস্থার জন্ম দেয়। লেনিন পরবর্তী সময়ে আমাদের সবাইকে নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে, কারণ আমরা যে বাস্তবতার সম্মুখীন তাকে নতুনভাবে আমরা বুঝেছি এবং এই বাস্তবতার গভীরে আমরা যেভাবে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি তা আগে কখনো সম্ভব হয়নি।কিন্তু লেনিনবাদের নতুনত্বটা কোথায়? আলোচনা সীমায়িত রাখার জন্য এই বিষয়টির আলোচনা কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে করতে হতে পারে, তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

লেনিনের চিন্তার তিনটি প্রধান দিক রয়েছে, যা তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক কর্মের বিকাশের অঙ্গ। এগুলি হল পুঁজিবাদের সর্বশেষ স্তর হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে তাঁর তত্ত্ব; বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব- যেটি

হল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা সংক্রান্ত এবং পার্টি সম্পর্কিত তত্ত্ব। এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ও অন্বিত এবং প্রতিটি বিষয়ই তত্ত্ব ও প্রয়োগের, প্রকৃত ঘটমান বাস্তবতার বিশেষ 'পর্বের' সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ, এই মতবাদ চিন্তার কোনো বিমূর্ত প্রকাশ নয়; এটি বাস্তবে এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত, যা অনিবার্যভাবে এরই ধারা বেয়ে, পুরনো চিন্তা-ভাবনাগুলিকে পরিহার করে এবং নতুন অবস্থান গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। এইভাবেই সৃষ্টি হয় নতুন মতবাদ।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ বস্তুবাদী, অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী এবং দৃষ্টবাদী ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করে লেনিন মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল দিকটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। মার্কসবাদ যা সেইভাবেই, অর্থাৎ, বৈপ্লবিক কর্মের পথনির্দেশক হিসেবেই মার্কসবাদকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমার ধারণা, পৃথিবীতে লেনিনবাদের উদ্ভব ও বিকাশ একজন চিন্তাবিদ এবং সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গ্রামশির সামগ্রিক বিবর্তনের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ঘটনাটিই আন্দোলনের ধারা এবং মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট চরিত্রটিকে স্থির করে দিয়েছিল। এমনকি ভুল-ত্রুটিরও সঠিক মূল্যায়ন এগুলির সঠিক তাৎপর্য ও সমালোচনার ফলেই সম্ভব হয়েছিল, যাতে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের আলোকে সেগুলিকে বিচার করা যায়।

গ্রামশির প্রথম পর্বের লেখাপত্রে - দুঃখের বিষয় যে আমাদের আশা অনুযায়ী এই সম্মেলনের আগে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত গবেষণা চোখে পড়ে এবং এর মধ্যে খানিকটা অস্পষ্টতাও বর্তমান। লেখাগুলির মধ্যে ভাববাদী প্রভাব খুবই স্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 'লা চিত্তা ফুতুরা'র একটি সংখ্যার কথাই ধরা যাক, যেটির মূল অংশের গোটাটাই গ্রামশি লিখেছিলেন এবং সেখানে সমসাময়িক খ্যাতনামা ভাববাদী দার্শনিকদের রচনাংশ থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে প্রচুর। এর মধ্যেকার ভাববাদী প্রভাবকে কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রামশির চিন্তাধারার বিকাশের এই পর্বে বরং, আমার

বলা উচিত এর আগের পর্বে, অর্থাৎ, স্নাতক স্তরে ছাত্রাবস্থায়- তাঁর উপর ভাববাদী চিন্তাধারার প্রভাব একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে; সেটি হল, বাস্তব জগতের ঐতিহাসিক বিকাশের পদ্ধতি হিসেবে দ্বন্দ্বতত্ত্বের অবতারণা।
একথা সত্যি যে দ্বন্দুতত্ত্ব প্রসঙ্গেও তিনি যে সমাধানসূত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে এমন সব ভাবনাচিন্তা রয়েছে যা বর্তমানে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশপ্রক্রিয়ার বাস্তবতার মধ্যে গ্রামশি বাস্তবতা ও প্রয়োগের মধ্যেকার সম্পর্ক - যা হল ঐতিহাসিক বিকাশের ভিত্তি- তখনও অনুধাবন করতে পারেন নি। বস্তুত বিষয়টিকে তিনি তখনও কেবলমাত্র চিন্তারাজ্যের মধ্যেই- বিশুদ্ধ চিন্তাগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যেই- খোঁজার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য, একই সময়ে গ্রামশির প্রথম পর্বের চিন্তাধারার উপর ভাববাদের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থার অন্যতম উপাদান অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রেণীসম্পর্কের বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণের প্রবল ও ক্রমাগত প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। আমি অন্যত্র যেসব কথা বলেছি- যেমন সার্দিনিয়া দ্বীপের সঙ্গে মূল ইতালীয় ভূখণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং এইসব সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে আপাতভাবে সম্পর্করহিত অন্যান্য সামাজিক ঘটনা যেমন দুষ্ক্রিয়তা, পৌনঃপুনিক দস্যুবৃত্তি, ব্যাপক দারিদ্র্য প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে স্নাতক স্তরে ছাত্রাবস্থায় তিনি যে লেখাপড়া করেছিলেন এবং আমাকেও করতে উৎসাহিত করেছিলেন- সেসবের পুনরুল্লেখ আর করতে চাই না।
নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে এমনকি এই পর্যায়েও এই দুটি বিষয়- ভাববাদের প্রভাব, যা ইতিহাসকে বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বুঝতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি অনুধাবনের প্রচেষ্টা- শেষ পর্যন্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই মিলন ঘটতই এবং গ্রামশির পরবর্তীকালের সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যে দিয়েই তা হত। কিন্তু কোন বিশেষ উপাদানের সাহায্যে এই মিলন সম্ভব

হয়েছিল? উত্তরটি হল, বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং লেনিনের চিন্তা ও কর্ম।

আজ যদি কেউ গ্রামশির পূর্ববর্তী সময়ের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তত্ত্ব এবং প্রচারের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলির কথা খেয়াল করেন, তাহলে প্রথমেই যে বিষয়টি চোখে পড়ে সেটি হল একটি মৌলিক ধারণার খোদ বিপ্লবের ধারণার অনুপস্থিতি। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতালির একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লব বলতে কী বুঝতেন? এর অর্থ তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান এবং 'প্রকৃত', 'খাঁটি', বিপ্লবের সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সংগ্রাম এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক- এ-সবের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে সীমাহীন কূটতর্ক চলত সে সময়। কোনো সাধারণ ধর্মঘট বিপ্লবের রূপ নিতে পারে কি না তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। এটি ছিল সে-সময়কার আলোচনার মুখ্যবস্তু। যেমন একজন বক্তা বলেছেন যে, 'স্থায়ী' বিপ্লবের ধারণাটিকে ইতিহাসের বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল, যার অর্থ ভিন্ন। সামাজিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা সে সময় ছিল না।

আমি এ বিষয়ে গ্রামশির একটি শ্লেষাত্মক মন্তব্য স্মরণ করেছি যেখানে উপরোক্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্টতর অন্তর্দৃষ্টি লক্ষণীয়। সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে বিতর্কের প্রসঙ্গে গ্রামশি এই মন্তব্যটি করেছিলেন। তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে তিনি যেসব বক্তৃতা শুনেছিলেন তার উদাহরণ প্রসঙ্গে গ্রামশি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি চল্লিশ বছর ধরে বলে আসছিলেন যে তিনি 'সর্বশেষ বিকাশমান সত্তা' সম্পর্কিত তাত্ত্বিক দর্শনের উপর একগুচ্ছ বক্তৃতা দেবেন।

> 'প্রতি শিক্ষাবর্ষে পূর্বসূরি দার্শনিকদের চিন্তার ত্বরিত মূল্যায়ন দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু হত - তিনি শুরু করতেন চৈনিক দর্শনের আশি বছরের বৃদ্ধ মানব-শিশু লাও-ৎসে-কে দিয়ে। পরের শিক্ষাবর্ষেও তিনি পুনরায় লাও-ৎসে থেকেই শুরু করতেন,

> কারণ ইতিমধ্যে নতুন ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে যেত এবং অধ্যাপকটির উপর দায়িত্ব বর্তাত লাও-ৎসে সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার। এইভাবে ''সর্বশেষ বিকাশমান সত্তা''-র ধারণাটি একধরনের রূপকথায়, একধরনের অবাস্তব ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল; বেশ কয়েকটি প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বয়োবৃদ্ধ, আশি বছরের এই খুদে শিশুটি লাও-ৎসেই- ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তিত্ব।...'

লেনিনের আবির্ভাবের আগে ইতালিতে যাঁরা বিপ্লবের কথা বলছিলেন তাঁদের সকলের হালটা ছিল এরকম। বিপ্লবের ধারণাটাই সেখানে ছিল না।

আমি বলব যে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বাস্তবতা ও পৃথিবীকে অনুধাবন করার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের দর্শনের মতো অত্যন্ত উপযোগী ধারণার সন্ধান আনতোনিও লাব্রিয়োলার রচনার মধ্যেও অবশ্য মিলবে, যা ইতালিতে অন্য কারো আলোচনায় চোখে পড়ে না। তবুও একথা বলতেই হয় যে তিনি বিপ্লবের ধারণাটিকে ইতালির বিষয়গত অবস্থার সঙ্গে মেলাতে পারেন নি, যে বাস্তবতার মধ্যে ইতালীয় বিপ্লব- শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লব, সমগ্র ইতালির জনগণের বিপ্লব- বিকশিত হচ্ছিল, যার মাধ্যমে ইতালির জনগণ ইতিহাসের গতিমুখকে ঘুরিয়ে দিয়ে এর নিয়ন্তা হতে পারতো। লাব্রিয়োলা কখনোই সাম্রাজ্যবাদের আসল রূপটিকে চিনতে পারেননি; একটি ছিল তাঁর চিন্তার একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা। তাঁর জীবনের শেষ দিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ঔপনিবেশিক নীতির মূল্যায়নের সময় তিনি যে ভুল মতামত দিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর চিন্তার এই সীমাবদ্ধতাপ্রসূত; এবিষয়ে আমার এই মতামত আমি আগেও জানিয়েছি এবং আমার মনে হয়, আজ তা সাধারণভাবে স্বীকৃতও হয়েছে।

তাঁর টুকিটাকি মন্তব্যগুলি- যেগুলি আমার মনে হয় কিছুটা হেরফের করে, 'এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দী' শীর্ষক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত চতুর্থ প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে- যার মধ্যে আনতোনিও

লাব্রিয়োলা সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, এই বিশ্লেষণের লক্ষ্য ছিল ‘সুসভ্য পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো, এই সভ্যতার নকশা ও এটির অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এর সহায়ক শক্তিসমূহের লক্ষণগুলিকে অনুধাবন করা’। ব্যবহৃত শব্দগুলি লাব্রিয়োলার চিন্তার জটিলতার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাঁর এই মতামতগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকের রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি, বুয়র যুদ্ধ, এশিয়াতে
রাশিয়ার সম্প্রসারণ– যেটি ছিল তাঁর চোখে মোঙ্গল আক্রমণের বিপরীতমুখী পুনরাবৃত্তি– প্রভৃতি ঘটনাসংক্রান্ত। এরপর তিনি পূর্ববর্তী যুগের একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। সমাপ্তির দিকে অগ্রসরমান বিগত শতাব্দীটিকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: ‘পূর্ববর্তী শতকটি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়নি, প্রকৃতপক্ষে এর শুরু হয়েছিল, বলা যেতে পারে, ১৪ জুলাই ১৭৮৯ বা ঐরকম একটা সময়ে; অথবা উদারনীতিক যুগের সদন্ত উত্থানসূচক যে-কোনো একটা সময়ে। যে যুগটা শেষ হয়ে আসছে সেটি ‘‘উদারনীতিক যুগ’’ ।’
কিন্তু জায়মান নবযুগের স্বরূপটি কী রকম? এই বৃদ্ধ ইতালীয় মার্কসবাদীর বিশ্লেষণী শক্তির অভাব ঘটেছিল এইখানেই, অভাব ঘটেছিল ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার এবং প্রত্যয়ের, যা থাকলে তিনি বলতে পারতেন যে সমাসন্ন শতাব্দীটি হবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। ‘ইতিহাস কোন পথে এগোবে তা আমরা জানি না’। ঠিক এইখানটিতে এসেই অনিশ্চয়তা এবং নৈরাশ্যবাদের সুরে তাঁর বিশ্লেষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। একথা সত্য যে এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তড়িঘড়ি এর সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছেন যা তত্ত্বগতভাবে সঠিক। এতসত্ত্বেও একটি বিষয় দৃষ্টি এড়ায় না যে, তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তা এবং নৈরাশ্যবাদ আসলে ছিল আর এক কদম এগিয়ে গিয়ে আরো বড় এক পদক্ষেপ গ্রহণের অক্ষমতারই প্রকাশ– লেনিন যে কাজটি করেছিলেন, পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পুঁজিবাদের প্রথম পর্ব এবং পরের দিকের সাম্রাজ্যবাদের পর্ব, উভয় ক্ষেত্রেই। লেনিন আসন্ন

যুগটির চরিত্র স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে নতুন এই যুগটি হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে - উদারনীতিক পর্ব থেকে সমাজতান্ত্রিক পর্বে উত্তরণের যুগ।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব গোটা ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই ছিল। বিশেষ করে এই শতাব্দীর শুরুতে ছোটোখাটো কিছু সংগ্রামে জয়লাভের পর যখন আরো বড় সংগ্রামে জয়লাভের দরকার ছিল এবং ঐ বিশেষ সময়ের উপযোগী সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল, তখনই দেখা দিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। তখন, এবং তার আগে থেকেই, কলে-কারখানায় এবং গ্রামাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি ব্যাপক ও তীব্র সংগ্রাম চালাচ্ছিল। সেই সময়, এবং তার আগে থেকেই, স্বাধীনতার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামও চলছিল। প্রসঙ্গত, লিবিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রধান গোষ্ঠীগুলির বিরোধিতার কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট।

কিন্তু এইসব ব্যাপক আন্দোলন এবং ক্ষমতা দখলের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট যোগাযোগ ছিল না। এই শতাব্দীর গোড়ায় ইতালির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। আন্দোলনের মধ্যেকার বিপ্লবী অংশগুলিই শুধুমাত্র আমার সমালোচনার লক্ষ্য নয়। সংস্কারপন্থীদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। এরা এমনকি নিজেদের সংকীর্ণ সংস্কারবাদী কাজকর্মের ক্ষেত্রে- যা বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে ছিল- দৈনন্দিন সংগ্রামের ঊর্ধ্বে কখনও উঠতে পারে নি। ফলে, অন্য দেশের সংস্কারপন্থীদের মত এরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতরে রয়ে গিয়েছিল, যেমন করে জাহাজের তলদেশে চোষক মাছেরা সেঁটে থাকে। নিজেদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি কখনোই এরা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। ফলে, অন্য দেশে এদের দোসরদের তুলনায় এরা হয়ে পড়েছিল আরো বেশি সংকীর্ণমনা, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ভোঁতা এবং স্ববিরোধী।

সংক্ষেপে, এসব কিছুই ছিল মার্কসবাদের সম্পর্কে পুঁথিগত, যান্ত্রিক ধারণার এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বিকাশের নেচিবাচক পরিণতি। ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না; ঐতিহাসিক বিকাশকে শুধুমাত্র উৎপাদনের কৃৎকৌশলের পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিক্ষিপ্ত বিকাশ– যার ঠিক পরের স্তরটি হল দৈবনির্দিষ্ট চূড়ান্ত পতনের– এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সামাজিক ক্ষমতা–সম্পর্কের কাঠামোটির পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন, প্রাধান্য বিস্তারকারী ঐতিহাসিক জোটটির ধ্বংসসাধন এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় নতুন একটি জোট সৃষ্টি প্রভৃতি ধারণাগুলিই ছিল অনুপস্থিত।
এই ছিল গ্রামশির সমগ্র চিন্তাধারা ও পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি এবং এটিই ছিল গ্রামশির বৃহত্তম সাফল্য। গ্রামশির মতো একজন অসাধারণ সংস্কৃতিমনস্ক এবং গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাবিদকে অসংখ্য কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ‘কারারচনা’ পাঠের পর, যেটি লেখার সময় কারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বই কেনার জন্য যৎসামান্য কিছু মাসিক ভাতা পাওয়া ছাড়া তাঁর কাছে কোনো যথার্থ গ্রন্থাগার ছিল না, মনে হয় যে, জ্ঞানের বিশ্বজনীন ব্যাপ্তির দিক থেকে গ্রামশি মননে ভলতেয়ারের সঙ্গে তুলনীয়; গ্রামশি শুধুমাত্র সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মনের অধিকারীই ছিলেন না, জ্ঞানের সমস্ত শাখায় তাঁর ছিল প্রায় আগ্রাসী পাণ্ডিত্য। কোনো কিছুর বাইরের দিকটা বর্ণনা করে তিনি কখনও সন্তুষ্ট থেকে আপস করেন নি। সবসময়েই তিনি চেষ্টা করেছেন কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করবার; বিষয়টির অন্তর্লীন দ্বন্দ্বগুলি তিনি এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যার সাহায্যে এটির সৃষ্টিশীল ও ধ্বংসাত্মক দুটি দিকই স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। তাঁর এই জঙ্গী মনোভাব কিন্তু তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির বিরোধী একেবারেই নয়, কারণ তাঁর গৃহীত পদ্ধতি ছিল ভাসা ভাসা, নেচিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরোধী; একমাত্র বিষয়টির সদর্থক দিকগুলি উন্মোচনের পরেই এই পদ্ধতি এর নেচিবাচক দিকগুলি বিবেচনা করে। ঠিক এই কারণেই যখন তিনি কোনো মত খণ্ডন করেন তখন সেটি তিনি করেন অত্যন্ত প্রবল

এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে; যখন তিনি ভুল করেন বা সংশয়ের শিকার হন তখনও তিনি আমাদের সামনে নতুন কোনো বিষয় তুলে ধরেন, অথবা নতুনকে বোঝার উপযোগী সঠিক পথের সন্ধান দেন। রুশ বিপ্লবের উপর গ্রামশির লেখা প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। একথা ঠিক যে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন অনেক ভুলভ্রান্তি এবং বক্তব্য আছে যা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। আমি বিশেষ করে তাঁর সুবিখ্যাত 'দ্য রেভোলিউশন এগেইনস্ট ক্যাপিটাল' প্রবন্ধটির কথা বলছি, যেখানে 'ক্যাপিটাল' হল মার্কসের 'ডাস কাপিটাল' এবং 'রেভোলিউশন' বলতে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর কিছু বক্তব্য ভ্রান্ত। কিন্তু আমার মতে, এই প্রবন্ধে স্বাধীনতার জন্য তরুণ গ্রামশির তীব্র আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে তিনি অনুভব করেন যে অবশেষে তৎকালীন ইতালিতে প্রচলিত মার্কসবাদের পুঁথিগত, সংকীর্ণ দৃষ্টবাদী এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার (যে ব্যাখ্যার শিকার হয়েছিলেন ইতালির খ্যাতনামা এবং সুপরিচিত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতারাও) সেই গুরুভার, ক্লান্তিকর পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হল।

> ''...'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি (তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন) রাশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণীর নয়, বুর্জোয়াশ্রেণীর গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এখানে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কেমন করে পূর্বনির্ধারিত পথে রাশিয়ার পরিবর্তন ঘটবে, কেমন করে রাশিয়াতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ ঘটবে এবং পশ্চিমী ধাঁচের সভ্যতার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদী যুগ শুরু হবে, এবং তা হবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজের বিদ্রোহ, শ্রেণী-দাবি এবং বিপ্লব ঘটাবার আগেই। কিন্তু ঘটনাবলি মতাদর্শের গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মগুলি রাশিয়ার ইতিহাসে ভবিষ্যৎ বিকাশের যে ভাষ্য দিয়েছিল, বাস্তব ঘটনাবলি তাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে''।

ভুলটি ঠিক এখানেই। কিন্তু এই মূল বিষয়সংক্রান্ত নয়। তথাকথিত 'আইনানুগ' মার্কস বিশারদদের প্রদত্ত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভ্রান্ত ভাষ্যগুলিকেই গ্রামশি খণ্ডন ও নিন্দা করছিলেন। আরও পড়া যাক।

> 'বলশেভিকরা কার্ল মার্কর্সকে বর্জন করেছে এবং তাঁদের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড এবং বিজয় প্রমাণ করেছে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মগুলি ততটা দুস্পরিবর্তনীয় নয়, যেমনটা আগে ভাবা হত বা এখনও হয়ে থাকে... এটাই হল মোদ্দা কথা... প্রশ্ন করা যাবে না এমন কতকগুলো মতান্ধ ভিত্তিতে একটি অনমনীয় মতবাদ গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলশেভিকরা মহান শিক্ষকের রচনাকে ব্যবহার করেননি। তারা মার্কসীয় চিন্তাকে আত্মস্থ করেছে– সেই চিন্তা যা অবিনশ্বর, যা জর্মন এবং ইতালীয় ভাববাদের ধারাবাহিকতারই প্রকাশ, এবং যা এমনকি মার্কসের ক্ষেত্রেও দৃষ্টবাদী এবং প্রকৃতিবাদী ঝোঁকের দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিল'।

এই বক্তব্যটিও বর্তমানে আর গ্রহণযোগ্য নয়। সংক্রমণ ঘটেছিল মার্কসের রচনার মধ্যে নয়; বরং তা ঘটেছিল সেইসব পুস্তিকা ও প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি মৌলিক প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হত এবং যেখানে মার্কসবাদ যা নয় বা যা হতে পারে না, এমন সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। গ্রামশি আরো লিখেছেন:

> 'এই চিন্তাধারায় ইতিহাসের প্রাধান্য বিস্তারকারী অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে মানুষকে, স্থূল অর্থনৈতিক ঘটনাগুলিকে নয়, সমাজস্থ মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ, যে মানুষ একে অপরের সঙ্গে চুক্তি করে এবং সে যোগসূত্রের (সভ্যতার) মাধ্যমে গড়ে তোলে একটি যৌথ, সামাজিক অভীপ্সা; সেইসব মানুষ যারা যৌথভাবে অর্থনৈতিক ঘটনাবলিকে বুঝতে শেখে, মূল্যায়ন করতে শেখে এবং নিজেদের ইচ্ছার সঙ্গে সেগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে.... মার্কস ভবিতব্যকে আগাম অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি

> ইয়োরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো অনুমান করতে পারেন নি, কিংবা তিনি এটাও অনুমান করতে পারেন নি যে এই যুদ্ধ এতদিন স্থায়ী হবে, এর এরকম ফলাফল হবে। তিনি অনুমান করতে পারেন নি যে অবর্ণনীয় দুঃখ ও যন্ত্রণার তিন বছরের মধ্যেই এই যুদ্ধ রাশিয়াতে যে যৌথ লোকায়ত অভীপ্সার জন্ম দিয়েছে তার উন্মেষ ঘটবে’।

উল্লেখনীয় এই প্রবন্ধটির মধ্যেকার কিছু ভ্রান্ত মতামতের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি; কিন্তু এর মর্মবস্তুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আবারও জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে এর মধ্যে গ্রামশির স্বাধীনতার জন্য আকুতিরই প্রকাশ ঘটেছে, কারণ তিনি অবশেষে এক পথের নির্দেশ পেয়েছেন যার সাহায্যে তিনি মার্কসবাদের পুঁথিগত, সংকীর্ণ বস্তুবাদী এবং অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। রাশিয়াতে বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের পরে দু-তিন বছর জুড়ে এ বিষয়ে যে সব মন্তব্য তিনি করেছেন তাতে একদিকে তিনি উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলিকে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং অপরদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাত্রা দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে অনুধাবন করার কাজে ব্রতী হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনের কারণেই রাশিয়াতে বলশেভিকরা সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে ভাঙা গিয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাসের একটি নতুন যুগ শুরু হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী এবং বলশেভিকরা জয়লাভ করতে পেরেছিল, কারণ রুশ জাতীয় সমাজের সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ার তারাই ছিল সেরা ব্যাখ্যাকার এবং সে সমাজের পরিণতিকে তারাই তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থির করে দিয়েছিল। এইভাবেই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় ভূমিকা সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের বিষয়গত অবস্থাই বৈপ্লবিক উত্থানের ভিত্তি রচনা করে, কিন্তু দেশভেদে এই উত্থান সেই দেশের বিশেষ

অবস্থাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় এবং সে-দেশের বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে থেকেই তা উদ্ভূত হয়। সারা পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীই হল পুঁজিবাদের কবর-খনক। বৃহত্তর অর্থে এটিই হল শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা; কিন্তু এর বাস্তব রূপায়ণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে এই শ্রেণী কিভাবে সমাধান করবে তার উপর। একমাত্র অর্থনৈতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত উপরিকাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমগ্র সমাজ-দেহের উপর উপরিকাঠামোর প্রভাব ইত্যাদি দিকগুলি অতন্ত খুঁটিয়ে বিশ্লেষণের মাধমে সমস্যাগুলির সম্যক অনুধাবন সম্ভব।

ইতালির রিসর্জিমেন্ডো এবং দেশের ইতিহাসের প্রতি গ্রামশির দৃষ্টিপাতের উৎসটি এখানেই নিহিত রয়েছে। রিসর্জিমেন্তো পর্বের বহুমুখী বিশ্লেষণ, ইতালির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের আলোচনা এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা- অন্য দেশের তুলনায় এঁদের বিশেষ ভূমিকা- বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রামশি ইতালীয় সমাজের শ্রেণীসম্পর্কটির সংজ্ঞা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল সাবেকি ধারণাগুলি থেকে ভিন্ন। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর (রাজনৈতিক, সামরিক, সাংগঠনিক, মতাদর্শগত ইত্যাদি) পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে গ্রামশি সততই সজাগ ছিলেন এবং গ্রামশি যাকে বলেছিলেন 'ঐতিহাসিক জোট' তার গঠনকারী উপাদান এবং গতিনির্ধারক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন।

এই সম্মেলনের প্রথম দিনে রিসর্জিমেন্তো পর্বের চালিকাশক্তিগুলির মধ্যে জ্যাকোবাঁতন্ত্রের অনুপস্থিতির বিষয়ে গ্রামশির বক্তব্য এবং সমালোচনার মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে চিত্তাকর্ষক একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যাঁরা এই বিষয়টির উপর মন্তব্য করেছিলেন তাঁরা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিককে সঠিকভাবে আলোচনা করেননি। বুর্জোয়াশ্রেণী যে কাজ করতে পারত তা না করার জন্য গ্রামশি তাদের অভিযুক্ত করেননি। ইতিহাসকে এইভাবে দেখার এই প্রচেষ্টা ছিল তাঁর পদ্ধতির বিরোধী। বুর্জোয়াশ্রেণী ঠিক কী ভূমিকা পালন করেছিল তা

সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করাই ছিল গ্রামশির মূল লক্ষ্য, যাতে জাতীয় বিপ্লবের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা ইতালীয় সমাজের প্রকৃত কাঠামোটিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা যায়।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে কোনো কোনো জটিল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণীগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ আলোচনার সময়, বিশেষ করে কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা রুশ অর্থনীতি এবং টিকে থাকা সামন্ততন্ত্রের মধ্য থেকে গজিয়ে ওঠা কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য, লেনিন এই মাপকাঠিটি ব্যবহার করেছিলেন। দুটি পথ খোলা ছিল রাশিয়ার শাসকশ্রেণী এবং শ্রমিকশ্রেণী, কার কাছে কোন পথটি গ্রহণযোগ্য ছিল? শাসকশ্রেণীগুলি যে পথ বেছে নিয়েছিল তা ছিল একটি 'ঐতিহাসিক জোটে'র দ্যোতক, যার মধ্যে পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গাঁটছড়া বেঁধে অভিজাত সামন্ত গোষ্ঠীগুলি ফয়দা লুটেছিল; এটা অন্যরকমও হতে পারত এবং সেক্ষেত্রে ঐ ধরনের মৈত্রীর চেহারাও ভিন্ন হতে পারত।

ঐতিহাসিক এই জোট এবং এর প্রাতিষঙ্গিক সামাজিক সম্পর্কের বিরোধিতায় শ্রমিকশ্রেণী স্বৈরতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে এই জোটের গাঁটছড়া বাঁধায় বিরুদ্ধাচরণ করে বৈপ্লবিক জয়সূচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। লেনিনের কর্মকাণ্ড এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণধারাও এভাবেই বিকশিত হয়েছিল এবং গ্রামশির রাজনৈতিক চিন্তাও ছিল অনুরূপ স্তরের।

বিশেষ কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সব গোষ্ঠীর সঙ্গে নয়– জোটবদ্ধ হয়ে ইতালির বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছিল এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে সংগঠিত করেছিল। এটা ঘটেছিল ইতালির বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রের কারণে, সে বিষয়টিকে কিন্তু ভুললে চলবে না। এইভাবে রিসর্জিমেন্তো এবং তার পরবর্তী সময়ে ইতালির সমাজ একটি স্বকীয় চরিত্র অর্জন করেছিল। জন্ম নিয়েছিল একটি 'ঐতিহাসিক জোট' এবং অনুরূপভাবেই জন্ম নিয়েছিল একটি বিশেষ পরিস্থিতি, যার মধ্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে সংগঠিত করার এবং সংগ্রাম পরিচালনার কাজ শুরু করেছিল, নিজের ভূমিকা

সম্পর্কে চেতনা লাভকরেছিল; এবং তা সম্ভব হয়েছিল নেতৃত্বদানকারী পার্টির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধামে। গ্রামশি তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং এ কাজ তিনি শুধু করেছিলেন সুনির্দিষ্ট সমসাময়িক বাস্তব রাজনীতি ও সংস্কৃতির আলোকে।
এই শতাব্দীর প্রথম দশকে যেসব ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছিল- যে পর্বটি ছিল ইতালীয় সমাজের পক্ষে গভীরভাবে সঙ্কটময় তা পরবর্তী ঘটনাবলীর উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। যেসব সমস্যার শিকার আমরা হয়েছিলাম- বিশ বছরের ফ্যাশিবাদী শাসনের সময় যেগুলি প্রকটিত হয়েছিল এবং যেগুলিকে নিন্দা ও বর্জন করা কঠিন ছিল না-সেগুলির বেশ কিছুর শেকড় নিহিত ছিল তৎকালীন ধ্যানধারণা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে। কিন্তু দূর অতীতে এই ঝোঁকগুলি যখন ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছিল, তখন সেগুলিকে অনুধাবন, সমালোচনা বা বর্জন করা সহজ কাজ ছিল না।
রিসোর্জিমেন্তো পর্বে গড়ে ওঠা পুরনো রাজনৈতিক জোটটির ভাঙন ঐ বছরগুলিতেই শুরু হয়। যেসব ঘটনা থেকে ঐ সংকটের উদ্ভব হয় সেগুলি হল, অর্থনীতির বিকাশ যা ইতালীয় পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল এবং দেশের গণ আন্দোলন, রিসোর্জিমেন্তো থেকে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজ সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ক্যাথলিক চার্চ যে কৃষকদের সংগঠিত ও সঞ্জীবিত করেছিল এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল তার সঙ্গে নতুন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধবাদী আন্দোলন মিলেমিশে পুরনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সার্বিক বিদ্রোহের আকার নেবার উপক্রম করেছিল। এই নতুন পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণীগুলির পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি যা ছিল নামে উদারনৈতিক কিন্তু কার্যত গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল- উদারনীতিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতার মতোই ছিল অকেজো। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অগ্রসরমান সমাজতন্ত্রের প্রভাবের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে এই নীতি ভয়ংকর বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। ঠিক এই কারণেই শাসক বুর্জোয়া

গোষ্ঠীগুলিই শুধু নয়, শাসকশ্রেণীর বিরোধী ক্যাথলিক এবং যাজক সম্প্রদায়গুলিও– আসলে এরাও ছিল প্রকৃতিগতভাবে বুর্জোয়া এবং প্রতিক্রিয়াশীল– গতিপথ বদল করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুরক্ষাকেই এরা সব সমস্যার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে শাসকশ্রেণীর অনেকেই এই সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে জাভান্নি জিওলেত্তির চিন্তা ও কর্ম মূল্যায়ন করতে গেলে কিছু ইতিবাচক উপাদানের সন্ধান পাওয়াও যায়। কিন্তু গ্রামশি এই ইতিবাচক দিকগুলির ওপর কোনো গুরুত্ব দেন নি; তাঁর পক্ষে তা সম্ভব এবং প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়েছিল। তাই দৈনন্দিন সংগ্রাম পরিচালনার সময় শতাব্দীর শেষদিকের সাবেকি রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধন করার জন্য জিওলেত্তির সামান্য প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর ঐ প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা এবং তাঁর গৃহীত আশু পালনীয় কর্মসূচিগুলির নেতিমূলক দিকগুলিকে তুলে ধরাই ছিল খুব স্বাভাবিক। যেহেতু জিওলেত্তি নতুন একটা মুখোশ পরতে চাইছিলেন সেই কারণেই তাঁর নীতির নেতিমূলক দিকগুলি ছিল আরও বেশি মারাত্মক ও বিপজ্জনক। নতুন গণতান্ত্রিক রীতি নিয়মের প্রবক্তা হিসেবে শুরু করে জিওলেত্তি দক্ষিণাঞ্চলের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার এবং আফ্রিকার উপনিবেশবাদ প্রসারের দায়িত্বটি নিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি একটি নতুন প্রতিক্রিয়াশীল জোট সৃষ্টির প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাতে যাজক সম্প্রদায়ও শেষ পর্যন্ত সামিল হয়।

সে–সময় সংস্কৃতির জগতেও সংকট দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের পুরনো মতাদর্শগুলি আক্রমণের মুখে পড়ে ভেঙে পড়ছিল এবং আমাদের দেশের সমগ্র ইতিহাস বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এক গভীর পরিবর্তন এসেছিল; একথা ঠিক যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিকরা নন, অপেশাদারদের সৃষ্টিকর্মের ফলেই এসব হচ্ছিল; তাহলেও এদের অবদান গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটিই ছিল সেই সময় যখন ঐতিহাসিক আলফ্রেদো ওরিয়ানির, যাঁকে আজ ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, ঐতিহাসিক রচনাগুলি জনপ্রিয়তা এবং উচ্চপ্রশংসা অর্জন করেছিল, এই

পর্বটিই ছিল দৃষ্টবাদ এবং তার সঙ্গে জড়িত একটি গোটা সংস্কৃতির ভাঙন এবং অপসৃতির পর্ব।

এই গভীর সংকটের সময়ে গ্রামশি কোন ধরনের নির্দেশচিহ্নের সাহায্য নিয়েছিলেন? ভাববাদের জগতে নতুন ধারাগুলির প্রভাব তাঁকে মার্কসবাদের স্থূল দৃষ্টবাদী ব্যাখ্যা বর্জন করতে সাহায্য করেছিল। অথচ, একই সঙ্গে তিনি আমাদের দেশের ইতিহাস এবং সার্বিক পরিস্থিতির ভাববাদী ব্যাখ্যাকে কোনো আমল দেন নি। দ্য আনুনজিওর উৎকট ও হাস্যকর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ, যা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীগুলিকে তাজা ভাবাদর্শগত পুষ্টি জোগাচ্ছিল– উভয়কেই তিনি বিতৃষ্ণার সঙ্গে পরিহার করেছিলেন। বরং ইতালীয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিহাস এবং চলতি বাস্তবতার প্রকৃতি বিশ্লেষণের সময় গ্রামশির চিন্তা ছিল উনিশ শতকের ইতালীয় রাজনৈতিক চিন্তার যুক্তিবাদী ধারার সঙ্গে অনেক বেশি সম্পর্কিত।

এই ধারার বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের নাম ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রবন্ধ এবং আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে এঁদের রচনাগুলি, যা মূলত সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত, যেমন জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যা, দর্শন এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি ইত্যাদি এখনও সংশয়াচ্ছন্ন বোধ হয়।

এই সংশয় ছিল আসলে ইতালির রিসোর্জিমেন্তোর এবং যুক্তিবাদের দৈন্যেরই পরিচায়ক। অবশ্য এঁদের কেউ কেউ কয়েক শতাব্দীর বিবর্তনের পর রিসোর্জিমেন্তোর প্রারম্ভে উদ্ভূত ইতালীয় সমাজের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। গ্রামশির চিন্তা এগিয়েছিল এই পথটি ধরে, এই খাতে। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে গ্রামশির এই পর্বের চিন্তা ছিল সে সময়ে প্রচলিত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির রকমফের মাত্র অথবা, এর চেয়েও খারাপ, ঐ দৃষ্টিভঙ্গির অতিরঞ্জিত অংশগুলিকে শুধুমাত্র খাটো করে দেখাবার প্রয়াস, তাহলে ভুল হবে না। মান এবং গতিমুখের দিক থেকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি শুরু থেকেই ভিন্ন ছিল। তৎকালীন ইতালির দর্শনের মধ্যে বিগত শতাব্দীর মহান জর্মন দার্শনিক চিন্তাধারা এবং যুক্তিবাদী ও দৃষ্টবাদী ইতিহাসচর্চার শ্রেষ্ঠ

প্রবক্তাদের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার মূল্যবান ঐতিহ্য থেকে রস সংগ্রহের যে দ্বৈত প্রক্রিয়া বহমান ছিল, গ্রামশির মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে যে চেতনা স্থিতিলাভ করেছিল, তার উৎসমূল ছিল এখানেই।
শেষোক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির সাহায্য ছাড়া গ্রামশির চিন্তাধারার যে বিকাশ ঘটেছে তা সম্ভব হত না। আমাদের দেশের ঐক্যসাধনের সমস্যা সমাধানের জন্য উত্তরাঞ্চলের শিল্পশ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদের, বিশেষত, দক্ষিণ ইতালির কৃষকদের, মৈত্রীজোট গঠনের যে তত্ত্ব তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তাও সম্ভব হত না। তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না ইতালির ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক বিষয়ে এমন গভীর এবং মৌলিক ব্যাখ্যা দেওয়া। তিনি যদি গোড়াতে উপরোক্ত চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত না হতেন এবং ঐ চিন্তাকে তাঁর নিজস্ব সাধনা এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা সমৃদ্ধ না করতেন তাহলে আমাদের পরিচিত তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক ও ইতিহাসবাদী চিন্তাধারা যে উৎকর্ষ অর্জন করেছে তা সম্ভব হত না।
এই ধরনের সাবেকি ইতিহাসচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে গ্যেতানো সালভেমিনির নাম যুক্তিসঙ্গতভাবেই উল্লেখ করা যায়– যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই গ্রামশি তাঁর সঙ্গে লাগাতার কূটতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। সালভেমিনির রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণার ইতিবাচক দিকগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত। তিনি এক ধরনের রাজনৈতিক সংশ্লেষে পৌঁছবার যে চেষ্টা করেছিলেন আবেগজনিত কারণে তা ব্যাহত হয়েছিল। সিদ্ধান্তগুলি সব সময় সুচিন্তিতও ছিল না, কখনও কখনও এগুলি ছিল নীতিসর্বস্ব, অথবা তা ছিল বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অভিব্যক্তি। এই ধরনের জ্ঞানের বশবর্তী হয়ে সালভেমিনি রাজনীতির যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তাকে সঙ্গত কারণেই ভ্রান্ত বলা ছাড়া গ্রামশির কোনো গত্যন্তর ছিল না। এতদসত্ত্বেও সালভেমিনি ইতালির রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক চিন্তার একজন মহান প্রবক্তারূপে স্বীকৃত, যাঁর কাছ থেকে গ্রামশি শিখেছিলেন অনেক কিছুই এবং তাঁরও ঋণ ছিল যথেষ্ট।

একটি বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে যে সালভেমিনির সাধারণ অবস্থান থেকে গ্রামশি অনেক সূত্র গ্রহণ করলেও তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। এটি তিনি করেছিলেন ইতালির বিশেষ পরিস্থিতিতে লেনিনবাদের প্রয়োগ এবং বিকাশ ঘটাবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। সেটি হল ইতালির শ্রমিকশ্রেণী ও দক্ষিণের বিপুল কৃষিজীবী জনগণের সাধারণ শত্রুর প্রতীক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীভূত ও স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁদের উভয়ের মধ্যে মৈত্রীজোট গঠনের প্রয়োজনীয়তার নীতি প্রণয়ন। মৈত্রীজোট গঠনের যে নীতি গ্রামশি ব্যাখ্যা করেছিলেন তা ছিল তাঁর নিজের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে সালভেমিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন।

গ্রামশি এই মৈত্রীজোটকে নেহাত প্রয়োজনের তাগিদে, অর্থাৎ বিশেষ কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বা অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সময় শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেকার পারস্পরিক সাহায্য প্রত্যাশার ব্যবস্থা হিসেবে নয়, লেনিনীয় অর্থে, শ্রেণী মৈত্রী হিসেবে–সেই মৈত্রী যা নতুন ঐতিহাসিক জোট গঠনের মৌলিক ও আবশ্যিক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে– গণ্য করেছিলেন। এটি হল প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা শ্রেণীশক্তিগুলির এক ধরনের নতুন ঐক্য, যা অগণিত কৃষিজীবী জনগণের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতা দখলের মধ্যে পরিপূর্ণতা পায়।

এইভাবে অবিচারের বিরুদ্ধে এবং আশু দাবিগুলি আদায়ের জন্য আমাদের লড়াই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। দৈনন্দিন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক লক্ষ্যগুলি পথনির্দেশকের কাজ করে তার গতিমুখ স্থির করে দেয়, তাকে আলোকিত করে– যেমন করে প্রতিদিনের লড়াই নতুন ঐতিহাসিক জোটটির– যা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নেতৃস্থানীয় জাতীয় শক্তি হিসেবে বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়– রূপরেখাটিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

আমার মতে এই দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং একমাত্র এইভাবেই, ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে তুরিনে গ্রামশির কার্যকলাপের মূল্যায়ন আমরা করতে পারি। বস্তুত একথা মনে করা উদ্ভট হবে যে ১৯১৯ সালের ঐ সময়ে গ্রামশি যখন শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক জনগণের শ্রেণীভিত্তিক মৈত্রীজোট গঠনের নতুন ধারণাটি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, যা গ্রামশি নিজেও 'নোটস্ অন্ দ্য সাদার্ন কোয়েশ্চেন'-এ বলেছেন-তখন শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠনের বিষয়টির কোনো স্থান ছিল না- যেন ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে কারখানাগুলি ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আয়ত্তে আনা এবং মালিকদের উপর শ্রমিকদের পাল্টা প্রভুত্ব বিস্তারের মতো বিষয়কেই একমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সন্দেহ নেই যে ঐ বছরগুলিতে লেখা গ্রামশির রচনাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক মন্তব্য থেকে এরকম ভাবাটা স্বাভাবিক যে গ্রামশি সত্যিই এরকম কোনো মত পোষণ করতেন কি না; কিন্তু ঐসব বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং কারখানাগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। তাই ফ্যাক্টরি বিষয়ক আলোচনা থেকে অনৈতিহাসিক ও অলীক এক 'উৎপাদক' রাষ্ট্রে ফিরে না গিয়ে গ্রামশি প্রকৃত ইতালীয় রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন।

শুধুমাত্র প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ নয়- এই ধরনের মতবাদের গ্রামশি কড়া সমালোচক, বলা যেতে পারে, প্রায় কট্টরপন্থী। প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র বস্তুগত পরিবর্তনই হয় না। আসলে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পিছনে থাকে উপরিকাঠামোয় পরিবর্তনের প্রভাব, গবেষণাকর্ম ও গবেষণালব্ধ ফল; এমনকি এর সঙ্গে এমন কোনো দার্শনিক ভাবধারার প্রভাবও যুক্ত থাকতে পারে যা প্রকৃতি জগতের ঘটনাবলি সম্পর্কে গবেষণার প্রেরণা জোগায়, অথবা, বিপরীতভাবে গবেষণা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। এটা কোনো দুর্ঘটনা নয় যে বিশ্বের প্রথম

মনুষ্য-নির্মিত মহাকাশযানগুলি বস্তুবাদী সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি দেশের মাটি থেকেই উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

বস্তুত উৎপাদিকা শক্তির সাধারণ বিকাশ এবং তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেণীসংগ্রামই হল ইতিহাসের চালিকাশক্তি। মানব সমাজের একটি অংশকে –শ্রমিকশ্রেণীকে- প্রায় বিচ্ছিন্ন করে কারখানার দেওয়ালে আবদ্ধ রেখে তাকে দিয়ে শুধু উৎপাদনপ্রক্রিয়া, লেদ মেশিন ও আধুনিককালের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি চালু রাখতে হবে, এরকম ধারণাটির মতো প্রযুক্তিকেন্দ্রিক পরিবর্তনের ধারণাটিকে শ্রমের ধারণার মতোই এক সংকীর্ণ, স্থূল বস্তুগত আঙ্গিকে আলোচনা করা যায় না। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সর্বদাই বহুমুখী পরিবর্তনের ফল, যার মধ্যে শিক্ষাও বিশেষ এক ভূমিকা পালন করে। অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও কর্মে লিপ্ত রয়েছে যে শ্রমিক, তার কাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করা যাবে না যদি না সম্পত্তির সম্পর্ক, শ্রেণী সম্পর্ক, উৎপাদনের উপকরণের মালিক এবং শুধুমাত্র শ্রমশক্তির অধিকারী শ্রেণীগুলির মধ্যেকার সম্পর্ককে অনুধাবন করা হয়; অর্থাৎ এটিকে বোঝা যাবে না যদি না কারখানার চৌহদ্দি পেরিয়ে সামগ্রিকভাবে সামাজিক সম্পর্কের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পর্কটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

১৯১৮-১৯২০ সাল পর্যন্ত এই ছিল গ্রামশির গবেষণার মর্মবস্তু। ইতালির শিল্পকেন্দ্র তুরিনের আধুনিক পুঁজিবাদী ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার গর্ভ থেকে একটি শক্তির বিকাশ সাধন ঘটানোই ছিল গ্রামশির লক্ষ্য- যে শক্তি তৎকালীন ইতালির জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করতে সমর্থ হবে এবং এ কাজ করতে গিয়ে যুদ্ধের কারণে এবং উৎপাদিকা শক্তির ধ্বংসের ফলে যে ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়েছিল তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে; যে শক্তি সক্ষম হবে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অবস্থান ঘটাতে এবং যে হতাশা শাসক ও শ্রমিকশ্রেণী উভয়কেই গ্রাস করেছিল তাকে জয় করতে। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হত যদি কারখানাগুলির সমস্যা থেকে শুরু করে বৃহত্তর জাতীয় সমস্যাগুলি এবং সেগুলির সমাধানের পথ সম্পর্কে এই শ্রেণীটির যথার্থ সচেতনতা থাকত। গ্রামশির মধ্যে

স্বতঃস্ফূর্ততা কোনো মন্ত্রবৎ ধারণা ছিল না; কারখানাগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর কার্যকলাপকে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করে তার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখার কোনো প্রবণতা ছিল না; বরং তার মধ্যে ছিল জাতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতরভাবে অবহিত করে তোলার একটা সচেতন প্রচেষ্টা।

গ্রামশি তাঁর এই সময়কার অবস্থান এবং তার সমালোচনা করে নিজেই লিখেছেন:

> ‘‘বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই স্ববিরোধী দোষারোপ [যা ছিল তুরিন আন্দোলনের ফসল এবং যা ছিল ‘স্বতঃস্ফূর্ত’ ও ‘স্বচালনবাদী’ বা বের্গসনীয়] একটি বিষয়ই স্পষ্ট করে যে ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল সৃজনধর্মী এবং সঠিক। এর মধ্যে ‘বিমূর্ত’ কিছু ছিল না, ছিল না বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক ফর্মুলার পুনরাবৃত্তি, কিংবা এতে তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সঙ্গে রাজনীতি ও সত্যিকারের কর্মকাণ্ডকে গুলিয়েও ফেলা হয় নি। বিশেষ ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে গড়ে ওঠা বিশিষ্ট অনুভবশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ও পৃথিবী সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণার অধিকারী বাস্তব মানুষের উপর এই নেতৃত্ব প্রযুক্ত হয়েছিল। এ সবই ছিল বস্তুগত উৎপাদনের এক বিশেষ অবস্থার সঙ্গে তারই অভ্যন্তরে অসম সামাজিক উপাদানগুলির ঘনীভবনের সংযুক্তির ফল। ‘স্বতঃস্ফূর্ততা’র এই উপাদানটিকে অবহেলা করা হয়নি; অশ্রদ্ধা তো নয়ই। বাইরের সংক্রমণ থেকে মুক্ত করে এটিকে সুশিক্ষিত, সুপরিকল্পিত চেহারা দেওয়া হয়েছিল; উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে– সজীব এবং ইতিহাসগতভাবে কার্যকরী উপায়ে– আধুনিক তত্ত্বের উপযোগী করে তোলা। নেতারা নিজেরাই আন্দোলনের ‘স্বতঃস্ফূর্ততা’র কথা বলেছিলেন এবং তা সঠিকভাবেই। এই ঘোষণা ছিল এক উদ্দীপক, সঞ্জীবনী শক্তির মতো– গভীর সংহতিসূচক একটি শক্তি, সর্বোপরি, ঐ আন্দোলন ছিল খাপছাড়া সাজানো কোনো ঘটনা– এই ধরনের অভিযোগ খণ্ডন করে ঐ

> আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে একটি গুরুত্ব দিয়েছিল। জনগণ যে ঐতিহসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধগুলির স্রষ্টা এবং যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তাদেরকে 'তত্বগত' চেতনায় এটি সমৃদ্ধ করেছিল। 'স্বতঃস্ফূর্ততা' এবং 'সচেতন নেতৃত্ব' বা 'শৃঙ্খলার' মধ্যে সমন্বয় সাধনই হল নিম্নবর্গীয় শ্রেণীগুলির প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মধারা অবশ্য জনগণের নামে আন্দোলন পরিচালনাকারী গোষ্ঠীগুলির তথাকথিত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় পরিণত না হয়ে যতক্ষণ তা জনতার রাজনীতির স্তরে থাকে ততক্ষণই ''।

যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও কখনও ঐ সময়কার গ্রামশির রাজনৈতিক কার্যকলাপকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করেন, তাঁদের জানা দরকার যে, তাঁর এইসব কার্যকলাপের ফলেই এবং অন্য কোনোভাবে নয়, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির ধারণাটি হল লেনিনবাদী তত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটিকে গ্রামশি গ্রহণ, সম্প্রসারণ ও গভীরভাবে পরিবর্ধিত করে আমাদের দেশের পরিস্থিতির উপযোগী করে তুলেছিলেন; সক্রিয় কর্ম প্রয়োগ ও সংগ্রামের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, এই কর্ম ও সংগ্রামের স্বার্থে গ্রামশি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পার্টি হল নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর 'সমষ্টিগত বুদ্ধিজীবী', কারণ ক্ষমতা দখল ও নিজ আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট এই শ্রেণী নেতৃত্ববিহীন ও স্বতস্ফূর্তভাবে নিজ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

> 'একটি বিশাল জনসমষ্টি... বৃহত্তর অর্থে নিজেদের সংগঠিত না করে আপন অধিকারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না এবং বুদ্ধিজীবী ছাড়া, অর্থাৎ সংগঠক এবং নেতৃত্ব ছাড়া, কোনো সংগঠনও সম্ভব নয়...'।

পার্টির তত্ব প্রসঙ্গে এটাই হল গ্রামশির চিন্তার সারাংশ এবং মৌলিকত্ব। এই ধারণাগুলির প্রচলন করে দলীয় জীবনের মৌলিক নিয়মগুলির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেগুলি হল: বিশ্বস্ততা, শৃঙ্খলা, অভ্যন্তরীণ

ঐক্য এবং আন্দোলনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাত্রা। সেসব বিষয়গুলিকে তিনি একটি টীকার মধ্যে আলোচনা করেছেন যেগুলিকে আমি আমার প্রবন্ধের ‘নোট’–এ উদ্ধৃত করেছি। এখানে গ্রামশি একদিকে মূলগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন এবং অপরদিকে বৈচিত্র্যের, অর্থাৎ, বিভিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা আজ যাকে বলে থাকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন পথ, তার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন।

গ্রামশির চিন্তায় এই দিকটি অনেক সমালোচিত হয়েছে। মার্কসবাদ সম্পর্কে গ্রামশির মতামত এবং এবং তাঁর সমগ্র চিন্তার সৃষ্টিশীল দিকগুলিকে সম্মান জানিয়েও অধ্যাপক রোদোলফো মনদোলফো একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় তাঁর সমালোচনা করেছেন। এক অর্থে তিনি মনে করেন যে 'সমষ্টিগত বুদ্ধিজীবী' বা পার্টির ধারণাটি নঞর্থক, কারণ এটির উন্মেষ হয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বাইরে থেকে; অপরদিকে তাঁর মতে, পার্টি সংক্রান্ত তত্ত্বটির যাথার্থ্য যেভাবে গ্রামশি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্রের ধারণাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম সমালোচনার উত্তরে আমি বলব যে মনদোলফোর ভুলটি এখানেই যে, তিনি মনে করেছিলেন লেনিনীয় চিন্তা অনুসরণ করে গ্রামশি পার্টির যে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সামগ্রিকভাবে বাস্তব অবস্থার ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ থেকে পৃথক। কোনো বিশেষ শ্রেণীর পার্টির বা কোনো বিশেষ শ্রেণী ইতিহাসের একটি পর্যায়ে যে সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে বা সমাধান করে তা কখনোই আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠে না। সমাজে পার্টি তখনই জন্মলাভ করে এবং বিকশিত হয় যখন নতুন উদীয়মান শ্রেণীর যৌথ অভীপ্সার উন্মেষ ঘটতে থাকে, তা স্বীকৃতি পায় এবং সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা আংশিকভাবে নিজেকে জাহির করে। অর্থাৎ, যখন ঐ শ্রেণীর বিজয়ের পক্ষে অনুকূল এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখনই পার্টির জন্ম হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা লেনিনের চিন্তা ও প্রয়োগকর্মের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত। পার্টি সংক্রান্ত

গ্রামশির তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উৎস হল 'হোয়াট্ ইজ টু বি ডান?' এবং পার্টির তত্ব ও ভূমিকা সংক্রান্ত অন্যান্য সুপরিচিত লেনিনীয় রচনা।

পার্টির প্রশ্নটিকে গ্রামশি যেভাবে আলোচনা করেছেন তা থেকে স্পষ্ট হয় যে সমষ্টিগত বুদ্ধিজীবী হিসেবে পার্টির ধারণাটি যে নতুন শ্রেণীর ক্ষমতা অর্জনের সংগ্রামকে সংগঠিত করে ও নেতৃত্ব দেয়– অর্থনৈতিক সম্পর্ক, মতাদর্শ এবং অন্যান্য উপরিকাঠামোগত উপাদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; বিকাশের এই প্রক্রিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট সমাজের বিশেষ অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে প্রাধান্যবিস্তারী ঐতিহাসিক জোটের চরিত্রানুযায়ী পার্টি বিশেষ একটি পর্বে এবং বিশেষ একটি পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করে। সমগ্র জনসংখ্যার একটি সংখ্যালঘু অংশ হিসেবে বলশেভিক পার্টি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে বিচার করার সময় প্রশ্নটি এই নয় যে জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী কর্তৃক ক্ষমতা দখল গণতন্ত্রের নিয়মকানুন ভঙ্গ করেছিল কিনা; বরং প্রশ্নটি হওয়া উচিত, কীভাবে এবং কেন ঐ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে ক্ষমতা দখল করতে হয়েছিল এবং কেমন করে ও কেন ঐ গোষ্ঠী সে সময়কার রুশ সমাজের প্রগতির সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিল এবং উপলব্ধি করেছিল যে ঐ লক্ষ্য তাদেরই অর্জন করতে হবে।

লেনিন মার্কসবাদের যে সৃষ্টিশীল পুনর্নির্মাণ করেছিলেন পার্টির তত্বটি তারই অংশ বিশেষ। এই তত্বটিও ঐতিহাসিক বিবর্তনের সর্বপ্রকার কেতাবি এবং অদৃষ্টবাদী ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে যা প্রকৃত মার্কসীয় চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং ইতিহাসের পরিবর্তনের প্রশ্নে এই তত্বকে দুর্বল ও অকেজো করে তুলেছিল।

রুশ বিপ্লবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মনদোলফোর একটি পুস্তিকার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালেই গ্রামশি যা বলেছিলেন অধ্যাপক মনদোলফোকে তা স্মরণ করিয়া দেওয়া যেতে পারে। গ্রামশি লিখেছেন:

> 'লোকে বলে যে একজন জর্মন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক কেমন করে যেন প্রেমে পড়ে গিয়ে কল্পনার সঙ্গে পণ্ডিতিপনার মিশ্রণ

> ঘটাতে সমর্থ হয়ে বলেন, ‘‘ওগো আমার ছোট্ট প্রিয়তমা। তুমি কি আমায় ভালোবোসা?’’ হ্যাঁ- না, উত্তর দেবার সময় প্রশ্নটিকে সর্বদাই এইভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হবে, ‘‘হাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি। ওগো আমার নেংটি ইঁদুর ’’ ’।

মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজ ভাষ্য অনুসারে যে প্রশ্নটি লেনিনকে করা উচিত বলে রোদোলফো মনদোলফো মনে করতেন, রুশ বিপ্লব লেনিনের সামনে যে প্রশ্নটি হাজির করেছিল এবং লেনিন যে উত্তর দিয়েছিলেন তার মধ্যে তা স্থান পায়নি। কিন্তু প্রশ্নটিকে যেভাবে তিনি সমাধান করেছিলেন সেটিই ছিল লেনিনের উত্তর যা রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশ এবং রুশ জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু পার্টির তত্ত্বটি কি আসলে স্বৈরতন্ত্রকেই প্রশ্রয় দেয়? গ্রামশির রচনার মধ্যে, বিশেষত, তাঁর মাকিয়াভেল্লি সংক্রান্ত নোটের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠায় যেসব বক্তব্য রয়েছে সেগুলি সঠিক প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করলে সাধারণ পাঠক আতংকগ্রস্ত হবেন। অথচ পার্টির তত্ত্বটিকে লেনিনীয় ও গ্রামশির আঙ্গিকে আলোচনা করলে সব বক্তব্যগুলিই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য, সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত মনে হবে।

ঐ তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিপদগুলি অনুভব করেই গ্রামশি পার্টির প্রশ্নটিকে নানান দিক থেকে এবং জটিল আঙ্গিকে আলোচনা করেছেন। গ্রামশির নিজের পার্টি- কমিউনিস্ট পার্টি- প্রথম কয়েক বছর কিভাবে পরিচালিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। পার্টি একটি সংকীর্ণ উপদলে, এবং কার্যত অভ্যন্তরীণ জীবন, প্রাণশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববিহীন একটি সামরিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল, এবং এ কারণেই নেতৃত্বকামী জনগণের সংগঠন হিসেবে পার্টির যা করণীয় ছিল তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

গ্রামশি বিশেষত তাঁর ‘পাস্সাতো এ প্রেজেন্তে’ রচনার নোটগুলিতে পার্টি কী, পার্টি শৃঙ্খলা, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কেমন হওয়া উচিত, পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বলতে কী বোঝায়, দৈনন্দিন কার্যকলাপ

পরিচালনার সময় কেন পার্টির সামরিক সংগঠনে পর্যবসিত হওয়া উচিত নয় এবং কখন ও কোন ধরনের ভুলের ফলে পার্টি ঐ অবস্থায় পর্যবসিত হয় প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার কিছু ইঙ্গিত রেখে গেছেন- অবশ্য যাঁদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা এই ভাবনার সমস্ত সূক্ষ্ম দিকগুলি সম্ভবত অনুধাবন করতে পারবেন না:

> ‘‘ শৃঙ্খলা বলতে আমরা কী বুঝি? এর অর্থ কি নেতা ও অনুগামীদের যাঁরা যৌথ অভীপ্সাকে বাস্তবায়িত করেন, তাঁদের মধ্যেকার ধারাবাহিক এবং স্থায়ী সম্পর্ক? শৃঙ্খলা বলতে শুধু নিশ্চিয়তা ও অনীহার সঙ্গে আদেশ গ্রহণ এবং যান্ত্রিকভাবে দায়িত্ব পালন বোঝায় না (যদিও কোনো কোনো পরিস্থিতিতে, যেমন পূর্বে স্থিরীকৃত এবং শুরু হয়ে যাওয়া কাজের মাঝখানে ঐ ধরনের কর্তব্য পালন প্রয়োজন), বরং যে নির্দেশ পালন করতে হবে সেটিকে সচেতন এবং সহজভাবে আত্মস্থ করা বোঝায়। শৃঙ্খলা কখনোই -জৈবিক অর্থে-ব্যক্তিত্বকে আক্রমণ করে না,তা দায়িত্বজ্ঞান, খাপছাড়া আবেগগুলিকে এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার শূন্যগর্ভ অহংকারগুলিকে সংযত করে।একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে খ্রিষ্টধর্মের কোনো কোনো ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ‘প্রারব্ধ কর্মের’ ধারণাটিও ‘মুক্ত অভীপ্সা’র মতো তথাকথিত ক্যাথলিক ধারণাটিকে অস্বীকার করে না, কারণ ব্যক্তি ‘স্বেচ্ছায়’ দৈব ইচ্ছাকে মেনে নেয়... তাকে সে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং কম-বেশি তার সব নৈতিক শক্তির সাহায্যে সে এর সঙ্গে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ, শৃঙ্খলা ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না।এখানে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রসঙ্গটির প্রেক্ষিতে ‘ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা’র প্রশ্নটি ওঠে না, বরং ‘শক্তির উৎসটি শৃঙ্খলা দাবি করে’ বলেই ঐ প্রশ্নটি দেখা দেয়। উৎসটি যদি হয় ‘গণতান্ত্রিক’, অর্থাৎ, প্রাধিকার যদি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ঘটনা বা খেয়ালিপনা না হয়... সেক্ষেত্রে শৃঙ্খলা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং স্বাধীনতার

> প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হতে পারে। ...প্রাধিকার যখন এক গোষ্ঠী কর্তৃক অপর গোষ্ঠীর ওপর প্রযুক্ত হয় তখন শৃঙ্খলা প্রথম গোষ্ঠী থেকে মুক্ত এবং বাধাবন্ধনহীনভাবে উৎসারিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন হয় না ''।

বিষয়টির আরো বড় একটি সার্বিক দিক রয়েছে যা বিগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে। সেটি হল, একটি নতুন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক নির্মাণ–প্রক্রিয়ায়, তার সুরক্ষা এবং একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের সময় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মত আনুষ্ঠানিক ধারণাগুলি কতখানি প্রযোজ্য। এটি হল অত্যন্ত জরুরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটিকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে গ্রামশির চিন্তা পথপ্রদর্শকের কাজ করে এবং সেটির আরো বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। যে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল ক্ষমতার প্রশ্নটিকে, অর্থাৎ বিশেষ একটি সামাজিক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে গ্রামশি কেমনভাবে দেখেছেন তার বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আধিপত্যের' ধারণাটি ব্যবহার করেছেন– কিন্তু এই ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে একনায়কত্ব ধারণার বিপ্রতীপ নয়, যেমন আনুষ্ঠানিক কোনো জৈবিক বিরোধিতা নেই পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ ধারণা দুটির মধ্যেও; পার্থক্যটি মূলত পদ্ধতিগত, জৈবিক নয়। শাসকশ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ পদ্ধতির সাহায্যে নিজ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বলাভে সচেষ্ট নিম্নবর্গীয় শ্রেণীও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সমাজজীবনের সর্বত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়, এবং বিশেষ বিশেষ পর্বে ও অনুকূল পরিস্থিতির দাক্ষিণ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জয়লাভ করার আগেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য লাভকরতেও অনেক সময় সমর্থ হয়।

এই প্রেক্ষিতটি মাথায় রেখেই এই শ্রেণীর সমর্থনে এবং জনসাধারণের বৃহদংশের সহমত অর্জনের লক্ষ্যে, মৈত্রীজোট গঠনের যে কোনো কার্যকলাপ– যা অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয়

করে দিতে পারে এবং যা সাংস্কৃতিক স্তরে ব্যাপক পরিবর্তন আনে, যার সঙ্গে সর্বদাই সম্পৃক্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন- তাকে বিবেচনা করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্মগুলিরও বিবেচনা করতে হবে। এই ক্ষেত্রটি মূলত রাষ্ট্রের এক্তিয়ারমুক্ত হলেও এ ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, কারণ নিম্নবর্গীয় শ্রেণীগুলিকে আগামী দিনে যে সমস্ত নেতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার কিছু পূর্বানুমান পার্টিকে করতে হবে।
স্পষ্টতই, ক্ষমতাকামী শ্রেণী নিজ আধিপত্য বিস্তারের উপযোগী পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এই বিষয়টিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে বর্তমানের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হয়; আমার মনে হয় ঐ আলোচনায় এখন প্রবেশ করার সময় নয়। গ্রামশি ‘চলিষ্ণু’ ও ‘অবস্থায়ী’ সংগ্রামের মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন সেই বিষয়টির উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে। খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ধারণা দুটি বিশেষ ব্যঞ্জনাময়; প্রথম ধারণাটির মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আঘাত হানার কথা বলতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় ধারণাটির মাধ্যমে তিনি বৈপ্লবিক আক্রমণ পরিচালনা করা যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সে সময়ে বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ঘনায়মান শ্রেণী বিরোধিতার কথা বা বিপ্লবী আক্রমণ হানার সহায়ক রণকৌশলের কথা বলতে চেয়েছেন। ‘অবস্থায়ী সংগ্রাম’ ধারণাটির সঙ্গে কাঠামোগত রূপান্তর এবং প্রাধান্য বিস্তারকারী জোটে ভাঙন ধরাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কাজকর্মগুলিও জড়িত। ‘অবস্থায়ী সংগ্রাম’ বলতে শান্তি বোঝায় না- যা বোঝায় তা হল এই যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের তুলনায় এই সংগ্রামের চরিত্র পৃথক।
এই পার্থক্যের ওপর গুরুত্বদানের মাধ্যমে গ্রামশি কী বোঝাতে চেয়েছেন? তাঁর মাকিয়াভেল্লি সংক্রান্ত রচনার একটিতে গ্রামশি পুঁজিবাদী সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করার যে সময় বৈপ্লবিক আক্রমণ পরিচালনার বিষয়গত বা বিষয়ীগত অবস্থানগুলি পরিণতি লাভ করে নি-ক্ষেত্রে পশ্চিমের এবং

সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনীগুলির পক্ষে প্রাসঙ্গিক চিন্তার শিক্ষামূলক ভূমিকার কথা সরাসরি উল্লেখ করেছেন।

> ‘‘আমার মনে হয় ইলিচ (লেনিন) বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯১৭ সালে প্রতীচ্যে সফলভাবে প্রযুক্ত চলিষ্ণু সংগ্রামের পদ্ধতিটিকে এক স্থায়ী সংগ্রামে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন, কারণ পাশ্চাত্যে অবস্থায়ী সংগ্রামই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি... এটাই আমার কাছে ‘সংযুক্ত মোর্চা’ গঠনের সূত্রটির প্রকৃত অর্থ ’’ ।

গ্রামশির এই অবস্থানের সঙ্গে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আগে ও পরে লেখা লেনিনের রচনাগুলির প্রসঙ্গ যেমন জড়িত, ঠিক তেমনিভাবে জড়িত তাঁর ত্রৎস্কি প্রদত্ত স্থায়ী বিপ্লব সংক্রান্ত তত্ত্বের সমালোচনা; গ্রামশির কাছে এই তত্ত্ব ছিল এমনই যা পরাজয়কে অনিবার্য করে তোলে।

রাজনৈতিক সমাজ ও পুরসমাজের মধ্যেকার জৈবিক নয়, পদ্ধতিগত পার্থক্যের প্রসঙ্গটি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের চেহারাকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। অনিবার্যভাবেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে এক ধরন ভিন্ন ভিন্ন হবে, যা ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কোন নির্ভেজাল রাজনৈতিক অধিনায়কত্ব বা এমনকি সামরিক দিকেও প্রসারিত হতে পারে। অপরদিকে ক্ষমতা থেকে শোষক শ্রেণীগুলিকে উৎখাত করে শাসকশ্রেণীর পরিবর্তন একটি বিষয়ে গ্যারান্টি দেয় যে নতুন শাসনব্যবস্থা পূর্ববর্তী সমস্ত শাসন ব্যবস্থাগুলির তুলনায় অধিকতর গণতান্ত্রিক হবে। এই ধরন কেমন হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির এবং ঐ পরিস্থিতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংগ্রামের ওপর। ক্ষমতা দখলের পূর্বেকার প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কার্যকলাপ নতুন সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার সময় কোন বিষয়গুলি সিদ্ধ বা সিদ্ধ নয়, কোন বিষয়গুলি সংরক্ষণ করা এবং কোনগুলিকে সংশোধন অথবা ধ্বংস করা প্রয়োজন, তা স্থির করতে সাহায্য করে, কারণ ঐ নতুন সমাজ পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক পরিস্থিতিরই ফসল।

বিশদ বর্ণনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিষয়কেও এই প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। যে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা

কখনই ছিল না সেখানে সর্বহারার বিপ্লবের মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এরকম চিন্তা অবাস্তব। কিন্তু অন্যান্য দেশে যেখানে সংসদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও গণ-অভীপ্সার প্রকাশ এবং এক ধরনের গণতান্ত্রিকতা কায়েম করতে পেরেছে, সেখানে এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর অভীপ্সা সংক্রান্ত বক্তব্য প্রকাশই শুধু নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের গতিমুখ নির্ধারণের সঙ্গে তাঁদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবার মত প্রশ্নেরও সমাধান করা সম্ভব; অবশ্য একথা আজও সত্য যে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল সর্বদাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রসারণ ঘটায়।
উপরোক্ত বিশ্লেষণের সার কথাটি হল এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশের পথ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে; এবং তা হওয়া উচিতও। এক্ষেত্রেও লেনিনই পথ-নির্দেশক। বাস্তবিকই লেনিন ছিলেন বলশেভিক বিপ্লবের সেই নেতা যিনি অন্য সকলের চেয়ে দু'কদম এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড সাহসের সঙ্গে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিষয়গত পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিত করে ঐ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯২১ সালে জর্জিয়ার কমিউনিস্টদের প্রতি একটি লেখায় লেনিন যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণ করাই যথেষ্ট হবে; রাশিয়ার অংশ হলেও জর্জিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভিন্ন হওয়ায় লেনিন তাঁদের রুশ পথ অনুসরণ না করার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন; পরামর্শ দিয়েছিলেন সেখানকার ছোট ও মাঝারি উৎপাদনশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং সেখানকার রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন বিন্যাস ঘটাতে। প্রতীচ্যের অসংখ্য মানুষ জেগে উঠলে- এখন যা ঘটছে- রাষ্ট্রক্ষমতা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হবে সে বিষয়ে লেনিন যা বলেছেন তা স্মরণ করাই এখানে যথেষ্ট হবে।
এই পথ ধরেই, অর্থাৎ, মার্কবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটাবার লক্ষ্যেই, গ্রামশির চিন্তা অগ্রসর হয়েছিল। এ ব্যাপারে লেনিনই ছিলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক। তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা বর্তমান দুনিয়ার সমস্যাদি অনুধাবনের সূত্রই শুধু নয়, পথনির্দেশও পাই; আমাদের সময়ের রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের, এমনকি যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়েছে সেখানকার দ্বন্দ্বগুলি সমাধানের নির্দেশও তাঁর চিন্তার মধ্যেই আমরা পাই। বিশেষ করে শেষোক্ত দেশগুলির সমস্যা সমাধানের সময় পুঁজিবাদী সমাজে বৈরী দ্বন্দ্বগুলি সমাধানের জন্য যে পথ অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ গ্রহণ করা দরকার।

এখানেই আমার থামা উচিত। দৈনন্দিন রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যেসব নতুন প্রশ্নের আমরা মুখোমুখি হচ্ছি সেগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজন নতুন বাস্তবানুগ তথ্যভিত্তিক জ্ঞান– যা গ্রামশির চিন্তার মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তা অবশ্যই আলোকবর্তিকার মত আমাদের পথ দেখাবে। যতখানি সম্ভব ছিল ততখানি তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তিনি যথার্থভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং সচেতন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাকে পরিবর্তন করার জন্য করণীয় সবকিছু তিনি সাধ্যমত করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজ তাঁর কাছে গৌণ বা বহিরঙ্গ কিছু ছিল না– এটি ছিল তাঁর সমগ্র বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক কর্মজীবনের কীর্তি।

একটি চিঠিতে তিনি তিক্ততার সঙ্গে হলেও গর্ব করেই তাঁর জীবন সম্পর্কে লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

> ‘আমি কখনও আমার জীবনের নঞর্থক দিকগুলিকে উল্লেখ করি না কারণ, প্রথমত, আমি কারও করুণার পাত্র হতে চাই না। আমি ছিলাম এমন একজন সংগ্রামী আশু সংগ্রামের ক্ষেত্রে যার ভাগ্য ছিল অপ্রসন্ন। সংগ্রামীরা যখন সংগ্রাম করে তখন তাদের করুণা করা উচিত নয়, এই কারণে নয় যে তাঁরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন সচেতনভাবেই’।

আমরা তাই গ্রামশিকে করুণা করি না, আমরা সচেষ্ট রয়েছি তাঁর আরব্ধ কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে।

(অনুবাদ: উৎপল ঘোষ ।।‘অন গ্রামশি অ্যান্ড আদার রাইটিংস’, পামিরো তোইলিয়াত্তি, ডোনাল্ড স্যাসুন সম্পাদিত, লন্ডন, ১৯৭৯।)

কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টিতন্ত্র ও শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা: একটি তর্কসাপেক্ষ প্রস্তাবনা

রাজকুমার চক্রবর্তী

(সংস্কৃতির সংকট ও বুদ্ধিজীবী, ২য় খণ্ড ,অনুষ্টুপ পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত)

অনুষ্টুপ-এর পাঠকরা নিশ্চয় এ ব্যাপারে একমত হবেন যে নানা মতের অবাধ আদানপ্রদান এবং বাক্-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতটা আপাতদৃষ্টিতে উদার ও সহনশীল, কমিউনিস্ট দর্শন এবং

তার রাজনৈতিক প্রকল্পটি ততটা নয়। এর কারণও আমরা সম্ভবত জানি। খোলামেলা আলোচনা, এমনকি পুঁজিবাদ-বিরোধী মত প্রকাশের জন্য পুঁজিবাদ বিপন্ন হয় না। বরঞ্চ সমালোচনাকেও পুঁজিবাদ সহজেই অঙ্গীভূত করে নেয় নিজের সুরক্ষার স্বার্থে। দ্বিতীয়ত, খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ বজায় রেখেই পুঁজির বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে কীভাবে জনমানসে নিজের স্বার্থোপযোগী মতকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই কৌশলও পুঁজিবাদের জানা। এ-কারণেই পুঁজিবাদী সমাজ আপাতদৃষ্টিতে উদার, মুক্ত। বুদ্ধিজীবীরাও এমন সমাজে অনেক-অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেন- কোনো কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বুদ্ধিজীবীদের এত বেশি স্বাধীনতা দিতে পারেনি। আরেকটি কথাও বোধ হয় স্বীকার্য। যে-দর্শন এবং যে-রাজনৈতিক দল সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর চায়, তার মধ্যে একটা নিহিত অসহিষ্ণুতা থাকতে বাধ্য। সমস্ত রকম চিন্তা মতামত সংস্কারকে আপনি যদি মান্যতা ও গ্রাহ্যতা দেন, তাহলে সমাজ বদল ঘটাবেন কী করে? সুতরাং এক-ধরনের 'বিপ্লবী অসহিষ্ণুতা' বিপ্লবমুখী কমিউনিস্ট পার্টির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। এই অসহিষ্ণুতা আরও বেড়েছিল নিজেদের মত ও পথের 'বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য' নিয়ে স্থির-নিশ্চিত বিশ্বাস এবং চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের কারণে। এই প্রেক্ষিতটি বিস্মৃত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও নানা দৃষ্টিভঙ্গির বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যায় না।

বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আনতোনিও গ্রামশির আলোচনা ও মূল্যায়ন-ও এ-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গ্রামশি যেহেতু পৃথক এক প্রবন্ধের বিষয়, তাই তাঁকে যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে আলোচনায় এগোব। আরেকটি কথাও কথারম্ভে বলে নিতে চাই। আমার এই প্রবন্ধ একেবারেই প্রাথমিক কিছু কথা, বিষয়টিকে আরও গভীর ও নিবিড়ভাবে বিবেচনা করা দরকার। এই আলোচনা একটু বড়োসড়ো সাধারণীকরণ বা generalization-ও বটে। দেশে-দেশে, পার্টিতে-পার্টিতে এবং কালগত পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে

যে বৈচিত্র, যে বিভিন্নতা ছিল, স্বল্প-পরিসরব্যাপী এই প্রবন্ধে তা অনুচ্চারিত থাকছে।

লেনিন বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণির চেতনা স্বতোৎসারিত হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রকল্পে পৌঁছে যায় না। সমাজতন্ত্রের তত্ব তাদের মধ্যে বাইরে থেকে প্রবেশ করাতে হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে তত্বে ও প্রয়োগে সুশিক্ষিত বিপ্লবীদের নিয়েই গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি- তারাই শ্রমিক শ্রেণির অগ্রণী অংশ- পথের দিশারি। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মার্কসবাদে সুশিক্ষিত অংশটির হাতেই থাকে- যাদের আমরা intellectual বা বুদ্ধিজীবী বলতেই পারি। অবশ্য বুদ্ধিজীবী পরিচয় তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। লেনিনের কথায়, কমিউনিস্টরা হল পেশাদার বিপ্লবী সেখানে চিন্তা কর্মের কোনো বিভাজন নেই। এই পার্টি হল- ‘a totally devoted, disciplined, realistic, anti-romantic army of revolution.’ [1]

লক্ষণীয় হল, লেনিন মার্কসবাদে সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে অগ্রবর্তী বিপ্লবী চেতনার বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেননি, তিনি সেই মর্যাদা দিয়েছিলেন পার্টিকে। সমষ্টিগত ভাবে পার্টিকর্মীরা (এ ক্ষেত্রে মার্কসবাদী চিন্তকরা) নন। তাঁরা পার্টির শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মী মাত্র। আমার মতে, পার্টি সম্পর্কে এমত ধারণাই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও অবস্থান নির্ণয়ে চাবিকাঠি হতে পারে।

ব্যক্তিগত ঝোঁক-সম্পন্ন এবং পার্টি-লাইনের প্রতিস্পর্ধী (অর্থাৎ যাঁরা শৃঙ্খলাপরায়ণ নন) বুদ্ধিজীবীদের প্রতি লেনিনীয় কমিউনিস্ট পার্টি সদয় নয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে আমাদের বুঝতে হবে। মার্কসবাদী হিসেবে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে, মার্কসবাদের মধ্যেই সত্যের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ও অনুশীলনকারী আবার কমিউনিস্ট পার্টি। নিজেদের বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব এবং চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত প্রত্যয় বিরোধী নানা মতবাদ তথা বহুত্ববাদের প্রতি তাদের অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকেই পুঁজিবাদী দুনিয়া সংকটে নিমজ্জিত হয়েছিল- সেই সংকটের প্রকাশ

দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারপর রুশ বিপ্লবে- 1907-এর নভেম্বর বিপ্লব যেন সেই সংকট থেকে মানবজাতির উত্তরণের সরণি হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের পরেও পুঁজিবাদী বিশ্ব সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়নি। 1929-এর মহামন্দা পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমস্ত আত্মত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছিল-সোভিয়েত ইউনিয়নে যে মন্দার কোনো প্রভাব পড়েনি- মহামন্দার পরেই ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছিল ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কসবাদ এবং কমিউনিজমের রাজনৈতিক দর্শনের তীব্র একটা আবেদন ইউরোপের বুদ্ধিজীবীমহলে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এসেছিলেন, অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও হন। 1930 ও '40-এর দশক ছিল এই দিক থেকে কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠ সময়। 1950 -এর দশকের শেষার্ধ থেকে এই প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়ে, বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়েও যান। কমিউনিস্ট পার্টি ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক ও বিচ্ছেদ নিয়ে ইউরোপে কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। এইরকমই একটি গবেষণার পর্যালোচনা করতে গিয়ে 1960-এর দশকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হবসবম বলেছিলেন[2], কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বুদ্ধিজীবীদের জীবন খুব কম ক্ষেত্রেই সুখকর হয়েছিল। অংশত এর কারণ ছিল- হবসবম স্বীকার করে নিচ্ছেন- সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অনুসরণে ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোরও অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খলা ও গোঁড়ামির মধ্যে মানবচিন্তার সব দিককে বেঁধে ফেলার প্রচেষ্টা, যেখানে বুদ্ধিজীবীদের সৃজনশীল ও ভিন্নধর্মী ভাবনার সুযোগ তেমন ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর শৃঙ্খলায় বুদ্ধিজীবীদের পরিপূর্ণভাবে বেঁধে ফেলার ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য ও শৃঙ্খলার বিষয়টি। সাধারণ পার্টি কর্মীদের কাছে পার্টি নেতৃত্ব থেকে নির্দেশিত সমস্ত সিদ্ধান্তই প্রশ্নহীনভাবে সত্য। পার্টি-লাইন পরিবর্তিত হয়, পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্নস্তরে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছে তখন পরিবর্তিত পার্টি-লাইনটিই সত্যের মর্যাদা পেতে শুরু করে। পার্টি-শৃঙ্খলার এটাই প্রধান কথা। বুদ্ধিজীবীরা

কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলা জেনে ও মেনেই কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। তবু চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে পার্টি-লাইনের নির্দেশিকা নিঃশর্তভাবে মেনে সবসময় চলা বা নিজেকে বদল করা শক্ত কাজ হয়, যুক্তি ও বুদ্ধির কাছে দায়ও বুদ্ধিজীবীর অনেক বেশি থাকে। যাঁরা অতি-শৃঙ্খলাপরায়ণ, তাঁরা পার্টি-লাইন নিশ্চয়ই মেনে চলেন, কিন্তু তা 'সত্য' বলে নয়, শৃঙ্খলা বলে। হৃদয়ের সম্মতিহীন শৃঙ্খলার নাগপাশে হতোদ্যম হয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন, কিংবা পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। আবার শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন অনেকে।

কমিউনিস্ট পার্টিতে কিন্তু স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার অস্বীকৃত হয়নি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা-র একটি অর্থ-'freedom of thought, unity in action' ফ্যাসিস্ট পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটি মৌলিক তফাত হবসবম চিহ্নিত করেছেন এইভাবে-ফ্যাসিজম দাবি করে নেতার ইচ্ছার (will) প্রতি স্বয়ংক্রিয় আনুগত্য ও সেবা, এবং তাঁর নির্দেশের নিঃশর্ত পালন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি হল, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও যুক্তি- পরিস্থিতির মার্কসীয় বিশ্লেষণ।[3]

আমরা যদি লেনিন স্তালিনের-লেখাপত্র, এমনকি দলিলপত্র পড়ি, তাহলে দেখব কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে পার্টির অভ্যন্তরে তর্কবিতর্ককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যে স্তালিনের বিরুদ্ধে পার্টির মধ্যে একনায়কতন্ত্র কায়েমের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ তাঁর লেখাপত্রে ও বক্তৃতায় কোথাও কিন্তু পার্টিকর্মীদের মতপ্রকাশের অধিকার হরণ করার কথা নেই। বস্তুতপক্ষে, সমস্যাটার মূল 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র ধারণাটির মধ্যে নেই, আছে তার প্রয়োগের মধ্যে। বাস্তব হল, কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বহুত্ববাদের তেমন স্বীকৃতি নেই। কমিউনিস্ট পার্টি নিজের 'সঠিক' এবং 'বিপ্লবী' চরিত্র ধরে রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকে, সে-জন্যে সেখানে আন্তঃপার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানো এবং শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া জরুরি বলে গণ্য করা হয়। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই মতাদর্শগত সংগ্রাম ও

শুদ্ধিকরণ বহু ক্ষেত্রে বিকল্প ও বিরোধী মতকে ছেঁটে ফেলার কাজে ব্যবহৃত হয়, ক্ষমতাবান উচ্চতর নেতৃত্ব তাদের প্রতিস্পর্ধী চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের পার্টির প্রতি আনুগত্য-হীনতার অভিযোগে পার্টি থেকে অপসৃত করে, কোণঠাসা করে। আদর্শের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে পার্টির প্রতি আনুগত্য অগ্রাধিকার পায়, কেননা দুটোকে সমার্থক মনে করা হয়। আবার পার্টির প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বহুক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য।

আমরা উদাহরণটি এদেশের ইতিহাস থেকে দেবার চেষ্টা করব। বিশ্বব্যাপী প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নৈকট্য ও সখ্যের ক্ষেত্রে 1940-এর দশক ছিল স্বর্ণযুগ। 46 নং ধর্মতলা স্ট্রিট (কমিউনিস্ট পার্টির অফিস) ছিল অগ্রগণ্য লেখক-শিল্পীদের আনাগোনায় সরগরম। আপাতত এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না-গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তরী হতে তীর থেকে উল্লেখ করব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত: ‘জর্জ বিশ্বাসের গান, শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি ও অভিনয়, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রচার-চিত্র, বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যোদ্দীপনা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এবং অচিরেই তার অনুজ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্য সৃষ্টি- সেদিনের কমিউনিস্ট জীবনে মস্ত একটা জায়গা নিয়েছিল, কোন্ এক ঐতিহাসিক ইন্দ্রজালে রাজনীতি আর সংস্কৃতির একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কও দেখা গিয়েছিল’ (পৃষ্ঠা 456-457)। প্রগতি লেখক সংঘ (প্রতিষ্ঠা1936), ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (1942), সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (1942), ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (1943) প্রভৃতি সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি অকমিউনিস্ট- অমার্কসবাদী লেখক-শিল্পীরাও ছিলেন। 1947-এ স্বাধীনতা লাভের পর এই সম্মিলন ভেঙে গিয়েছিল, যার অন্যতম কারণ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির অতি বিপ্লবী ঝোঁক ও অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করা হয়। বস্তুতপক্ষে আমরা দেখব, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যখন অতি-বিপ্লবী লাইন বা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তখন

সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ভিন্ন মতকে সহ্য করার ক্ষেত্রে তারা বেশি-বেশি করে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। এ জিনিস আমরা দেখতে পাব, 1928-এর পর সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিনের নেতৃত্বে 'উপর থেকে বিপ্লব' সংঘটিত করার সময়, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিনগুলিতে, আমাদের দেশে 1948-50এর কালপর্বে, কিংবা নকশাল আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার মধ্যে। আমরা 1947-48-এর উদাহরণে আসি। সিপিআই (মনীষা) থেকে প্রকাশিত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিল অনুসরণে বলি [4] 1946 সালের 21 সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদের লেখকদের সভায় একটি বক্তৃতায় ঝানভ বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিটি স্তম্ভকে আক্রমণের কথা বলেছিলেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি এমনতরো দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন অতিবিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন (1948-50)। ভারতীয় কমিউনিস্টরা পূর্বের উদার অবস্থান থেকে সরে এসে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কঠোর 'মার্কসবাদী লাইন' বলবৎ করতে সচেষ্ট হলেন। বাংলায় পার্টির এই পরিবর্তিত নীতির নেতৃত্বে ছিলেন প্রকাশ রায় (প্রদ্যোৎ গুহর ছদ্মনাম), রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেনের ছদ্মনাম) প্রমুখ। রবীন্দ্র গুপ্ত 1949 সালে লেখা একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ- বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখের প্রগতিশীল অবদান সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এমনকি, তাঁর বা তাঁদের এই মূল্যায়নকেই তাঁরা পার্টি-লাইন বলে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হন। বলা বাহুল্য, এ-ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধী মত ছিল। যেমন লেখক শিল্পীদের নিয়ে গঠিত পার্টি-সেলের সদস্যরা- নীরেন্দ্রনাথ রায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণি রায়, নরহরি কবিরাজ প্রমুখ যার সদস্য ছিলেন- একযোগে ওই মূল্যায়নের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, গণতন্ত্র নয়, কেন্দ্রিকতাই জয়ী হচ্ছে পার্টি লাইন নির্ধারণে। নরহরি কবিরাজ পার্টি সেলের অনুমতি নিয়ে 1948-র 1 মার্চ (অর্থাৎ ওই লাইন বর্জিত হবার পর) পলিটব্যুরোর কাছে যে পর্যালোচনা-মূলক প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে উল্লেখ করছি: রবীন্দ্র গুপ্ত শুধু পার্টি-লাইন

নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর ওই লাইনকে পার্টির কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের ব্যাপারেও ছিল উদ্যমী ও সতর্ক। পলিটব্যুরোর একজন সদস্য হবার সুবাদে তিনি সাংস্কৃতিক কর্মীদের তাঁর লাইন অনুসরণের কঠোর নির্দেশ দেন। কবিরাজের ভাষায়-

> পার্টি ও লেখকদের একটা বড়ো অংশ যাঁরা এই লাইন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদের পার্টির প্রতি আনুগত্যহীন, পেটি বুর্জোয়া একাডেমিক, কাপুরুষ প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়। আনুগত্যহীনতার অভিযোগে বহু কমরেড পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন, অনেককে সাসপেন্ড করা হয়, পার্টি-সদস্যপদ ত্যাগ করেন বহুজন এবং অনেকে নিষ্ক্রিয় পড়েন।[5]

বলার অপেক্ষা রাখে না, এর ফলে প্রগতি লেখক সংঘে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট লেখক-শিল্পীদের জোট ভেঙে যায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘেও এর প্রভাব পড়ে। আমরা জানি, এই কালপর্বেই সলিল চৌধুরীর 'গাঁয়ের বধূ' গানটি প্রতিক্রিয়াশীল তকমা দিয়ে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল (বলা হয়েছিল, সেখানে গাঁয়ের বধূর দুঃখের কথাই বলা হয়েছে, সংগ্রামের কথা বলা হয়নি)।

এইরকম বদ্ধ দম-বন্ধকরা পরিবেশে সৃজনশীল শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের ধরে রাখা যায় না। 1950 সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিজের ‘লাইন’ সংশোধন করে নিয়েছিল, যদিও বহু বুদ্ধিজীবী আর কমিউনিস্ট পার্টির ‘শৃঙ্খলাবদ্ধ’ জীবনে ফিরে যেতে চাননি। তথ্যের খাতিরে এ-কথা উল্লেখ থাক, 1961 সালে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে ভবানী সেনও রবীন্দ্রনাথের পুনর্মূল্যায়ন করে নিজের পূর্বতন অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন।

প্রশ্ন হতে পারে, কমিউনিস্ট পার্টি সংকীর্ণ অবস্থান থেকে সরে এসেছিল সত্যি, কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরে বহুত্ববাদ ও চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল কি? এ-ব্যাপারে পাঠকের জ্ঞাতার্থে জ্যোতি বসুর একটি বক্তৃতা উল্লেখ করব। 1979 সালের 1 নভেম্বর কলকাতার বাসুদেব মঞ্চে লেখক শিল্পী কলাকুশলী ও নাট্যকর্মীদের এক সভায় জ্যোতি বসু স্বীকার করে

নিচ্ছেন, শিল্পের বা সাহিত্যের প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

> এটা আমরা মেনেই নিয়েছি যে শিল্পের বিষয়ে, সাহিত্যের বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে হয়। এটাও আমরা মেনে নিয়েছি, যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি এবং যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি, সেই রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক প্রসঙ্গগুলি নিয়ে, সমাজকাঠামো নিয়ে আমাদের মধ্যে মিল-অমিলের বিষয়টি অনেক স্পষ্ট, কিন্তু সুপার স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কোনটা ভালো সাহিত্য, ভালো নাটক, কোনটা আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই- সেই বিষয়গুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। স্বভাবতই মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিছু মতপার্থক্য থাকবেই, কোনো ক্ষতি আছে বলে আমি মনে করি না। অন্তত মূলগত ভাবে যদি আমরা কিছুটা একমত হতে পারি।[6]

আমরা যদি এ ব্যাপারে ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের লেখাপত্র পড়ি ও বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কট্টরপন্থী, অন্ততপক্ষে শ্রেণি দৃষ্টিকোণকে আরও বেশি অগ্রাধিকার দেবার পক্ষে। অমার্কসবাদী লেখক-শিল্পীদের লেখা ও সৃষ্টির মূল্যায়নে মার্কসবাদীরা যে একসময় ভুল করেছিলেন, একথা অবশ্যই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন; প্রগতি লেখক সংঘে ভাঙনের একটি কারণ যে কমিউনিস্টদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সে-কথা মেনে নিতেও তিনি দ্বিধাহীন (কেরালার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন)। তৎসত্ত্বেও তিনি মনে করেন, প্রগতি লেখক সংঘে ভাঙন এক-প্রকার অনিবার্যই ছিল। তাঁর ভাষায়-

> এটা ছিল মতাদর্শগতভাবে বিরোধী দুই শিবিরের মধ্যে সংঘাত, যেখানে কোনো আপস সম্ভব ছিল না। এ ক্ষেত্রে অকমিউনিস্ট লেখকদের সঙ্গে আপস করার অর্থ ছিল সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসবাদের দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী মতকে অস্বীকার করা।[7]

শিল্পী ও লেখকদের 'স্বাধীনতা'র যুক্তিটি ই.এম.এস. লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করেছেন। এক্ষেত্রে লেনিন যতটা উদার, তিনিও ততটা উদার (উল্লেখ্য যে, নরহরি কবিরাজ মহাশয়ও লেনিনকে উদ্ধৃত করেই ভবানী সেনদের মূল্যায়ন নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন)। ‘পার্টিসংগঠন ও পার্টি সাহিত্য’ নামক বক্তৃতায়/প্রবন্ধে লেনিন পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের স্বাধীন ও ইচ্ছামতো লেখার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন- ‘বাক্ স্বাধীনতার খাতিরে আপনাদের চিৎকার করার, মিথ্যা বলার এবং প্রাণ খুলে লেখার পুরো অধিকার দিতে আমি বাধ্য’। কিন্তু পার্টির মধ্যেকার বুদ্ধিজীবীদের সে স্বাধীনতা লেনিন দেননি। লেনিন বলেছিলেন, পার্টি একটি স্বেচ্ছা সমিতি, তা যদি পার্টি-বিরোধী মত-প্রচারকারীদের তার মধ্যে থেকে বহিষ্কার না করে তাহলে প্রথমে আদর্শগতভাবে, পরে কাঠামোগতভাবে, তা অনিবার্য ভাঙনের পথে এগিয়ে যাবে।[৮]

লেনিনবাদী হিসেবে নাম্বুদ্রিপাদও বলেছিলেন-

> সাহিত্যিক ও শৈল্পিক সৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের- লেখক, সংগীতশিল্পী, অভিনেতা, ও অন্যান্য শিল্পী- কাজ। তাঁদের শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা প্রত্যেককে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৯]

কিন্তু সেই সঙ্গে নাম্বুদ্রিপাদ মনে করেন, যেহেতু শিল্পসাহিত্য-এর মধ্যে শ্রেণি দৃষ্টিকোণ ও শ্রেণিসংগ্রাম প্রতিফলিত হয়, তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমালোচনামূলক মূল্যায়নও কর্তব্য। লেখক-শিল্পীদের যেমন ‘ইচ্ছামতো কাজের স্বাধীনতা আছে, তেমন অন্যদেরও একইরকম অধিকার আছে তার সমালোচনা করার’।[10] আমরা সকলেই নিশ্চয়ই নির্দ্বিধায় স্বীকার করব, আসল সমস্যাটা শিল্প-সাহিত্যের সমালোচক-মূলক মূল্যায়নে (তা যত নেতিবাচক সমালোচনা হোক না কেন) নিহিত নেই, তা নিহিত আছে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও সুনির্দিষ্ট পার্টি-লাইন নির্ধারণের মধ্যে এবং সেই মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকেই 'সত্য মার্কসবাদী বিশ্লেষণ'-এর একমাত্র নমুনা হিসেবে ভেবে নেওয়ার অহংকারটির ভিতরে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার উত্তরসূরি সিপিআই এবং সিপিআই (এম)

দ্বিতীয়বার সরকারিভাবে আর সে-ভুল করেনি বটে, কিন্তু প্রায়োগিক অনুশীলনে তার ইতিউতি প্রকাশ অবশ্যই ঘটেছে; মতান্ধ ব্যক্তিরা গোঁড়ামির উত্তরাধিকার বর্জন করতে পারেননি। পুরোপুরি তা শুধু মতান্ধতা নয়, হয়তো একধরনের ক্ষমতাতন্ত্রের প্রভাবও পড়েছে তাঁদের আচরণে-তাঁদের ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তি, স্থূল নিয়ন্ত্রণ-প্রবণতার শিকার হয়েছেন বহু সৃষ্টিশীল, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী। অভিযোগ উঠেছে শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের।

শিল্প-সাহিত্য এবং শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির উদার ও তুলনামূলকভাবে সহিষ্ণু অবস্থান সত্ত্বেও চল্লিশের দশকের রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের সেই গৌরবময় অধ্যায় আর ফিরে আসেনি। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধি, সাংগঠনিক বিস্তৃতি এবং কিছুটা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে বামপন্থী স্বর্ণযুগ ফিরে এল না কেন? উত্তরটা সম্ভবত শক্ত নয়। সরকারি মদত বা সাংগঠনিক প্রচেষ্টা নয়, বিকল্প সমাজের স্বপ্ন আর গণসংগ্রামের উত্তরোত্তর প্রসারের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারত। বামফ্রন্ট সরকার নিঃসন্দেহে বহু দিক থেকে রাজ্যবাসীকে স্বস্তি দিতে পেরেছিল, গণআন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত কিছু অধিকারে সরকারি সিলমোহরও দিয়েছিল, কিন্তু বিকল্পের জন্য সংগ্রামকে উত্তরোত্তর গতিশীল করতে সফল হয়নি শেষ পর্যন্ত; 1980-র দশকের শেষ থেকে (বিশ্বপ্রবণতার সঙ্গে তাল রেখেই হয়তো) বিকল্পের স্বপ্ন আর উদ্যমটাই যেন থিতিয়ে আসছিল। 1990-এর দশকে শুরু হল রাষ্ট্রীয় নীতিতে উদারীকরণ পর্ব। তার ঝাপটা এসে লাগল শিল্প-সংস্কৃতিতেও। পণ্যবাদী-পুঁজিবাদী সংস্কৃতি যখন ক্রমশ পরাক্রান্ত হয়ে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের কোনায় কোনায় ঢুকে পড়ছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে পুঁজি তার মনের মতো করে ঢেলে সাজাচ্ছে, বামপন্থীরা তখন তার বিরুদ্ধে সে-ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টাই করল না। কবীর সুমন 1999 সালে গান লিখলেন- 'কোথাও কি কথা ছিল কোনো/ভেঙে দেব এ অন্ধকূপ/দেখি আজ পিটিপিটি চোখে/বণিক সভ্যতার রূপ।/এক পায়ে

দাঁড়িয়ে সময়/বক-ধার্মিক হয়ে বোঝে/এইখানে শিকার বোধহয়/বসে থাকে শিকারির খোঁজে' (2002 সালে প্রকাশিত 'আদাব' অ্যালবামে গানটি রয়েছে)।

প্রগতিশীল শিল্প-সংস্কৃতিচর্চা ও মননের সঙ্গে সম্পর্কশূন্যভাবে বামপন্থী রাজনীতির অনুশীলন ও স্ফুরণ সম্ভব হয় না। উন্নত ও মানবিক জীবনবোধ-সম্পন্ন মানুষই উন্নত রাজনীতির চর্চা করতে পারে। বামপন্থী রাজনীতিচর্চার একটি লক্ষ্য তাই নতুন মানবেরও নির্মাণ- এই নির্মাণ শুধু রাজনীতি দিয়ে হয় না, তাতে শিল্প-সংস্কৃতিচর্চা ও আন্দোলনেরও একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। জীবনচর্যা, মনন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পণ্যবাদী বাজার-সংস্কৃতি (কিংবা ভিন্ন প্রেক্ষিতে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ) দাপট দেখাবে, অথচ সেই পরিবেশে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন বিকশিত ও সংগঠিত হবে- দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। সুতরাং তা চলেওনি। অর্থাৎ আজকের পরিণতিটা এক-প্রকার অবশ্যম্ভাবীই ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাজার-লালিত মননহীন সংস্কৃতি (অর্থাৎ সেই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দিয়ে নির্মিত মানুষ) কেমন করে রাজ্য-রাজনীতিকেও তার স্তরে টেনে নামিয়েছে। রাজনীতির মঞ্চে, সরকারি স্নেহচ্ছায়ায়, 'পাগলু নৃত্য' এই পরিণতিরই প্রতীক।

শিল্প-সংস্কৃতি-মননের ক্ষেত্রে বামপন্থীদের সংগ্রামের অর্থ- পুরোনো কট্টরপন্থীরা যেভাবে ভাবতেন- কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব, নিয়ন্ত্রণে ও পার্টি-লাইনের প্রসার, তা কিন্তু নয়। শুধু পার্টিতন্ত্র কেন, এ-ব্যাপারে কোনো মতবাদের শাসনও কাম্য নয়। মানুষের সৃজনশীলতার অবাধ ও সম্পূর্ণ প্রকাশই মার্কসের পুঁজিবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের অন্তিম লক্ষ্য ছিল। সুতরাং মার্কসবাদের ধর্মপ্রতিম ভাষ্য যদি ব্যক্তির মনন ও সৃজনশীলতাকে কোনো ডগমা বা মতবাদ দ্বারা সীমায়িত করতে চায়, তাহলে তা অন্যায় ও অমার্কসবাদী ব্যাপারই হবে। বস্তুতপক্ষে, মানুষ তার ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে মতবাদের সঙ্গে মিলিয়ে বেঁটে করে নেবে না, বরঞ্চ মতবাদকেই মানুষের সেই অন্বেষণ ও পথ চলার সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে পরিবর্তিত করে নিতে হবে।।

সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের ধারণা পার্টিতন্ত্রের অলঙ্ঘনীয়তা ও অপার মহিমায় বিশ্বাস করেছিল। সেই মডেলটির ব্যর্থতার পর সেই অন্ধতার পুরোপুরি অবসান ঘটেছে বলেই মনে হয়। পার্টি-লাইনের চেয়ে বামপন্থা যে অনেক বড়ো জিনিস এবং তার নানা ধারা ও বৈচিত্র মিলেই তা প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত রূপ পায়, এ নিয়ে দ্বিমত পোষণের সুযোগ বোধহয় নেই। বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদ-পণ্যবাদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে এই পরিব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বামপন্থাই উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, পার্টিতন্ত্র নয়।

এ-কারণেই পার্টি-অনুশাসন দিয়ে বামপন্থী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের চালনা করার চেয়ে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেই সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া কাম্য। মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদকে আপাতদৃষ্টিতে যতই উদার মনে হোক, আসলে এই ব্যবস্থা শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও প্রশ্রয় দেয় না। পুঁজি-কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা ও বাজারি চাপ শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতায় হস্তক্ষেপ করে তাকে বিকৃত করতে চায়। এইজন্যেই বামপন্থীদের উচিত গণসংগ্রাম এবং নতুন মানবের নির্মাণের মাধ্যমে এমন এক সামাজিক পরিসরের সৃষ্টি ও ক্রমপ্রসারণ, যা পুঁজি ও পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত বাজারের নির্দেশ মেনে চলবে না, যে-পরিসরে শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও মননের অনুশীলন করতে পারবেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থীদের উচিত এই বিষয়েই মনোনিবেশ করা, তাহলে কোনো কৃত্রিম দলীয় নিয়ন্ত্রণ বা শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের মতো অসঙ্গত ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা তাদের চেতনায় ঠাঁই পাবে না। শুধু শিল্প-সংস্কৃতির জগতে নয়, রাজনৈতিক চিন্তা ও চর্চার প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। ‘রি-এনভিসনিং সোস্যালিজম’ নামে এক প্রবন্ধে [11] (যা বর্তমানে ওই একই নামে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) প্রভাত পট্টনায়ক সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা ও অনুশীলনেও পার্টি ও মতবাদের খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিসরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টিটির ঘনিষ্ঠ

এই বুদ্ধিজীবীর সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির এই নতুনভাবে সংজ্ঞায়ন আমাদের খুবই আগ্রহ জাগায় (যাঁরা বইটি পড়েননি, তাঁদের একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করব)।

পট্টনায়ক লিখেছেন:

> মুক্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা কোনো বিপ্লবী পার্টিতে অক্সিজেনের মতো, সেই আলোচনা ছাড়া এইরকম পার্টি টিকে থাকতে পারে না। এইরকম মুক্ত আলোচনার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন অসংখ্য মতামতের অস্তিত্ব (যার মানে অসংখ্য রাজনৈতিক দলেরও) এবং সেইসঙ্গে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ধারণা, যা বিপ্লবী পার্টির সংগঠনিক নীতি– তারও নতুনভাবে সংজ্ঞায়ন।[12]

অর্থাৎ পার্টির মধ্যেও যেমন থাকা উচিত চিন্তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, তেমনই সেই স্বাধীনতা বিরাজ করা উচিত পার্টির বাইরেও। এটা শুধু উদারতা নয়, একুশ শতকের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবন ও নতুন দিশার জন্যই তা আবশ্যক। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই কমিউনিস্ট ও বামপন্থী পার্টিসমূহকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তর্কমূলক সহাবস্থানের সম্পর্ক এবং 'শ্রমিক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী' (গ্রামশি) হিসেবে নিজেদের ভূমিকা।

তথ্যসূত্র

1. এরিক হবসবম, রেভোলিউশনরিস (এবাকাস, লন্ডন, 1999) পৃষ্ঠা 31।

2. ওই। পৃষ্ঠা–31–32।

3. হবসবম, ইন্টারেস্টিং টাইমস: এ টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি লাইফ (এবাকাস, লন্ডন, 2002) পৃষ্ঠা 134।

4. মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (সম্পা) বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'ইতিহাস অনুসন্ধান (পঞ্চম খণ্ড) (মনীষা, কলকাতা,2010) পৃষ্ঠা–638–641।
5. ওই। পৃষ্ঠা–832–33।
6. জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, (এন বি এ, কলকাতা, 2003) পৃষ্ঠা 87।
7. ই.এম.এস. নামুদ্রিপাদ, নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ প্রথম খণ্ড (এন বি এ, কলকাতা, 2010) পৃষ্ঠা 88।
8. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড 10 (ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস মস্কো 1962) পৃষ্ঠা 42–43 দ্রষ্টব্য।
9. ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ, দি ফ্রন্টলাইন ইয়ারস, সিলেক্টেড আর্টিকেলস, (লেফটওয়ার্ড, নিউ দিল্লি, 2010) পৃষ্ঠা 172।
10. ওই।
11. 'রি ইনভিসনিং সোস্যালিজম', ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, নভেম্বর 3, 2007।
১২. রি এনভিসনিং সোস্যালিজম (তুলিকা, নিউ দিল্লি, ২০১২) পৃষ্ঠা–২১৮।

ভারতে আধিপত্যের রূপরেখা

হীরেন্দ্রনাথ গোহাঁই

(শোভনলাল দত্তগুপ্ত সম্পাদিত 'আন্তোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ' বইটি থেকে এই প্রবন্ধটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।)

বৈপ্লবিক সাম্যবাদী চিন্তাধারার মধ্যে স্বভাবতই রাষ্ট্রের চরিত্র এবং ভূমিকা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, শাসকশ্রেণির অনানুষ্ঠানিক (অনিয়ন্ত্রিত নয়।) মানসিক আধিপত্য ততটা পায়নি। গ্রামশিকে এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শক বলতেই হবে। মার্ক্স অবশ্য বলেছিলেন, 'The ideas of the ruling class are the ruling ideas of the era.' কিন্তু শাসকশ্রেণির ধ্যানধারণা এবং মনোভাব ধীরে ধীরে কোনও সমাজের মনোজগতের নির্ণায়ক উপাদান হয়ে যায়, সেই প্রক্রিয়ার সূত্রায়ন তিনি করে যায়নি। সর্বহারার ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল এইজন্য যে কল্পস্বর্গীয় (Utopian) সমাজবাদীরা ক্ষমতাদখল তথা সামাজিক উত্তরণের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে অবহেলা করেছিলেন।

কোনও সমাজের ভাবজগতের ওপর শাসকশ্রেণির প্রাধান্যস্থাপনের ব্যাপারটা উপেক্ষিত হওয়ার ফলেই বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী সমাজ এবং রাষ্ট্রে নানারকমের বিচ্যুতি এবং বিকৃতি প্রবল হয়ে ওঠে, এ কথা বললে কোনও অতিশয়োক্তি হবে না।

এ রকম আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের বিকাশ এক নতুন ও মৌলিক মাত্রা যোগ করে। রাষ্ট্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততার যেমন হ্রাস ঘটে, তেমনই তারই সঙ্গে পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র বর্ধিত হয়। হয়তো রাষ্ট্রগঠন কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিগ্রহণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার এক যৌক্তিক (logical) পরিণতি। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস রাষ্ট্রগঠনের পর আরও দ্রুত, সংহত, ঘননিবদ্ধ ভাবে চলতে থাকে।

মার্ক্সীয় চিন্তার ভিত্তিমূলে আছে এই বিশ্বাস যে শ্রেণিসংগ্রাম ইতিহাসের চালিকাশক্তি। এদিক থেকে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাও শ্রেণিসংগ্রামেরই একটি দিক বা অঙ্গ। কিন্তু মানসিক তথা মতাদর্শগত স্তরে এই সংগ্রাম কেবল বিভিন্ন শ্রেণিগত ধ্যানধারণার দ্বন্দ্ব হিসেবে মূর্ত হয় না। সেসব তো আছেই। কিন্তু মার্ক্স নিজেই বলে গিয়েছিলেন যে শাসকশ্রেণি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী বৈপ্লবিক শ্রেণি এক বিশ্বজনীন শ্রেণি (universal class) হিসেবে নিজেকে প্রতীয়মান করতে যত্নবান হয়। সমাজের অন্যান্য শ্রেণির চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা যতদূর সম্ভব তার নিজস্ব ধ্যানধারণায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বৈপ্লবিক শ্রেণি সেই কাজ সম্পন্ন করে। সেটা করতে গিয়ে বৈপ্লবিক শ্রেণি সাময়িকভাবে তার শ্রেণিস্বার্থ ত্যাগ করলেও দীর্ঘমেয়াদি ভাবে তা কখনই করে না। বুর্জোয়া শ্রেণির সুযোগের সমতার (equality of opportunity) ধারণা এইরকম একটা কৌশলগত ধারণা যা অন্যদের আকর্ষণ করে অথচ বুর্জোয়া স্বার্থ বিঘ্নিত করে না।

ইংল্যান্ডে পুরোনো ধাঁচের সামন্ততন্ত্রের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ শিল্পকেন্দ্রিক অথবা ব্যবসায়িক পুঁজিবাদ সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জমিদারগোষ্ঠীর (landed interests) সঙ্গে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমঝোতা ঘটেছিল গণতান্ত্রিক তথা উদারনৈতিক রাজনীতির সঙ্গে ক্রমোন্নত শ্রেণিবিভাগের (hierarchy) ধারণাকে যুক্ত করে। এইরকম

কৌশলগত আপোসের ফলে পুরাতন ভাব, বিশ্বাস বা ধারণা অপসারিত না হয়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের গৌণ উপাদান হিসেবে বর্তমান থাকে। তাই মতাদর্শগত সংগ্রামে পুরাতন উপাদানের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সবসময় ঘটে না। ভারতেও শ্রেণিসংগ্রামের জটিলতা অবহেলা করে আধিপত্যের যান্ত্রিক কোনও সূত্রায়ন ধরে আমরা বেশি দূর এগোতে পারব না।

ভারতে শ্রেণিসংগ্রামের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কিত বিতর্ক তাই আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। ভারতে কি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ক্রান্তিকামী শক্তিবর্গ সহযোগে আধিপত্য বিস্তারে আদৌ উদ্যোগী হয়েছে? নাকি ভারতে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি একদিকে ক্ষয়িষ্ণু আধাসামন্তবাদ, অন্যদিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছে? এসব প্রশ্নে দ্বিধা কিংবা অস্পষ্টতা আমাদের আলোচনাকে দিকভ্রষ্ট করতে পারে।

ইদানীং ভারতের রাজধানীতে বাস্তুশাস্ত্রের জয়জয়কার। গৃহনির্মাণ এবং পরিকল্পনায় জলবায়ু, মাটি, আলো-বাতাসের গুণাগুণ ছাড়াও নানারকম 'আধ্যাত্মিক' এবং 'পারলৌকিক' প্রভাবের বিচার হচ্ছে। তান্ত্রিক আর জ্যোতিষীরাও আস্তানা গাড়ছে। পাশাপাশিই চলছে পাশ্চাত্য ধাঁচের নৈশজীবন এবং ব্যবসায়ে উন্নত দূরসংযোগ প্রযুক্তি। মন্ত্রীরা একই সঙ্গে 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' আর ধর্মীয় পরম্পরার প্রশস্তি করে যাচ্ছেন। এসব কাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষণ?

এটাও লক্ষণীয় যে পশ্চিমের ভাবজগতে বুর্জোয়া মানবিকবাদ এবং যুক্তিবাদের অভিযাত্রিক ভাবমূর্তি ক্রমশই স্তিমিত হচ্ছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের উত্তরণ পুঁজিবাদের গণতান্ত্রিকতাকে খর্ব করেছে, অন্যদিকে সমাজবাদের বিকল্প আদর্শ পুঁজিবাদী মানবিকবাদের সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তুলছে।

তাই দেখি, উত্তর-আধুনিকতাবাদের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে দেউলিয়া যুক্তিবাদ, পুনরুত্থিত সংশয়বাদ এবং চরম আপেক্ষিকতাবাদ। বহুত্ববাদ (Pluralism) হয়ে উঠেছে এখনকার জনপ্রিয় বৌদ্ধিক বিশ্বাস। আর সেই বহুত্ববাদের নামেই এদেশে একসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আরাধনা এবং গঞ্জনা; ধর্ম নিয়ে উচ্ছ্বাস এবং সংশয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের

সমাজবাদী উত্তরণ এখনও পশ্চিমে সম্ভব হয়নি। তাই পশ্চিমে এক মৌলিক সংকট, অনিশ্চয়তা এবং তা থেকে নানাভাবে অন্তত আংশিক পরিত্রাণ পাবার অর্ধসফল প্রয়াস চোখে পড়ে। ভারতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তেমন কোনও উদ্বিগ্ন সংকটবোধ দেখা যায় না। তাই এ রকম ভাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে স্বাধীনতার পরেও বৌদ্ধিক জগতে আমরা ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারিনি। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা লাভের চার দশকের চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত, পশ্চিমি পুঁজির সংগঠিত অর্থনৈতিক সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড যখন আমাদের অর্থনৈতিক 'পুনর্জাগরণের' পথ নির্দেশ করছে, তখন বুঝতে হবে যে সমগ্র দেশের বৌদ্ধিক স্বাধীনতা তথা বৌদ্ধিক মৌলিকতা লাভের চেষ্টাও বিশেষ সফল হয়নি। যদিও এদেশে মেধাবী মানুষের আকাল হয়নি কোনোদিনই, সম্প্রতি আমাদের ধীমান ব্যক্তিদের যাবতীয় বৌদ্ধিক উদ্যোগ পশ্চিমি বৌদ্ধিক সাম্রাজ্যের উপগ্রহরূপেই প্রতিভাত ও পরিগণিত হচ্ছে।

একটি শ্রেণি কীভাবে তার মানসিক গড়ন সমগ্র সমাজের উপর আরোপ করে তা বুঝতে হলে তার 'ভৌমিক বুদ্ধিজীবী'দের (organic intellectuals) চরিত্র ও অবস্থান এবং বুদ্ধিজীবীদের কাজের জন্য প্রচারমাধ্যম, সংবাদপত্র, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, সেগুলিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

স্বাধীনতার আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে গান্ধীজী তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' বইতে যেভাবে পশ্চিমি সভ্যতার আদর্শ নাকচ করেছিলেন, তাতে আমাদের দেশের উদীয়মান বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সায় দিতে পারেননি। পশ্চিম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতি আর সংস্কৃতি গড়ে তোলাই তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু সেই লক্ষ্য সাধন করতে গেলেই যে তাঁদের স্বদেশি ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হতে হবে, এমন কোনও সম্ভাবনা তাঁরা খুঁজে পাননি। তাঁরা ধরে নেন, আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠবে প্রাচীন সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে আধুনিক রূপ দান করে। ঔপনিবেশিক আমলে পশ্চিমি শিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা

শিক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা সাহিত্যে ও চিন্তাজগতে এই সমন্বয়ের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রই হোন কিংবা সম্পূর্ণ পুনরুত্থানবাদীরাই হোন, সকলেই একটা গোলমাল করে ফেলেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম তথা জাতিভেদসহ বহু প্রতিক্রিয়াশীল ধারণায় সমাচ্ছন্ন ছিল। তাই স্বভাবতই সমন্বয়ের ব্যাপারটা ছিল কঠিন, জটিল, পশ্চাদ্গামী। তার ভিত্তিতে এক জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা যায় না। (এমনকি গান্ধীজীও শেষপর্যন্ত জাতিভেদকে বর্জন করতে পারেননি) অর্থাৎ, এই মতাদর্শ যে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ প্রতিহত করার সামর্থ্য আয়ত্ত করতে পারবে না, তা আগেই বলে দেওয়া যেত। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকতার গোঁজামিল-সমন্বয় অনেকসময়ই বৌদ্ধিক অসাধুতা ও শ্লথতার জন্ম দিয়েছে মাত্র। আমি অবশ্য একবারও বলছি না যে ভারতে আধুনিক সমাজগঠন পশ্চিমিকরণ (Westernization) ছাড়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে মৌলিক সংঘাতে না গিয়ে কিছুতেই একটা মৌলিক জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার প্রয়োজন বোধ করেনি। ব্রিটিশ ব্যবস্থায় শিক্ষিত ভারতীয় নেতারাও তারই অনুসারী ছিলেন।

ভারতীয় নেতারা যাঁদের 'ভৌমিক বুদ্ধিজীবী' (organic intellectuals) বলা যায়-সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, জাতিভেদ সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস অপনোদন ইত্যাদি অভিযান চালনা করে তাঁরা (নেহরুর ভাষায়) 'অতীতের প্রাণান্তকর ভার' ('deadweight of tradition') লাঘব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জমিদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতারা ভূমিসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগ দেখাননি। তাঁদের আশা ছিল, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজের অবশিষ্ট কুপ্রথা দূর করে প্রগতির বুনিয়াদ স্থাপন করা সম্ভব হবে।

পরম্পরা ও প্রগতির সমন্বয়ের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন নেহরু। তিনি মনে করেছিলেন, শিল্পপ্রযুক্তির দ্বারা তিনি সারা দেশে বৈজ্ঞানিক ক্রান্তির ভিত্তি

গড়ে তুলবেন, শিল্পসংস্কৃতিতেও এক বিজ্ঞানসম্মত প্রগতিশীল মানসিকতা সৃষ্টি করবেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র, বিদ্বজ্জনপ্রতিষ্ঠান একাজে সহায়তা করবে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ তাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কে এম মুনশি, রাধাকৃষ্ণণ, কেউই এ ব্যাপারে নেহরুর বিরোধিতা করেননি, তাঁরা কেবল ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের বিশেষ পক্ষপাত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু কোড বিলের ব্যাপারেই দেখা গেল, পশ্চিমি ধাঁচের আধুনিক আইনব্যবস্থার প্রতি নেহরুর যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, তার প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি আধাসামন্তবাদী কায়েমি স্বার্থকে ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না। তিক্ততা ও ক্ষোভের তীব্র উচ্চারণে পদত্যাগ করলেন হিন্দু কোড বিল-এর জনক আম্বেদকর।

ভারতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কী রকম হবে তা নিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির মধ্যে বিশেষ আলোচনা বা বিতর্ক ঘটেনি। গান্ধীজী ‘ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের’ গণতন্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। গ্রামস্বরাজ এবং গ্রামসংহতির ভিত্তিতে তিনি সারা ভারতে যে রকম বিকেন্দ্রীকৃত ও আমলাতান্ত্রিক বিকারমুক্ত রাষ্ট্রের পত্তন করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকতা ছিল, বাস্তব সমস্যার যথার্থ উপলব্ধি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হল তাতে ভারতীয় সমাজের প্রকৃত কাঠামো অগ্রাহ্য করে এক প্রস্তাবিত আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের পরিণত কাঠামোকেই রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হল।

এই সংবিধান কার্যত 1935 সালের গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এরই এক পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। এই সংবিধানে ভারতের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অবহেলা করে গুরুত্ব দেওয়া হল এক ঐক্যকেন্দ্রিক ও কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের উপর। এক্ষেত্রেও বাস্তবানুগ মৌলিক চিন্তার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনেও কংগ্রেস সবসময়ই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে আপোস করেই অগ্রসর হয়েছে। কংগ্রেস কোনোদিনই

স্বাধীন দেশের উপযোগী স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দান করেনি।

বুর্জোয়া সভ্যতায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অস্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্বজনীনতার আচ্ছাদনের আড়ালে শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিগত স্বার্থ ও লক্ষ্য প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই বুর্জোয়া শ্রেণি এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে নানাভাবে কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকে। এই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার ঘোষিত মূলনীতি বলতে সুযোগসুবিধার সমতা (equality of opportunities) ও প্রতিভার প্রাপ্য পুরস্কার/স্বীকৃতির নিশ্চিতি (career open to talent)। তাই কেউ কেউ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘বুর্জোয়া তৈরির কারখানা’ বলেও অভিহিত করে থাকেন।

ভারতীয় সংবিধানে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়। রাষ্ট্র এই বৈপ্লবিক নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে ছোটো ছোটো শহর ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। সারা দেশে এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪0,000-এর মতো, কলেজের সংখ্যা 5,000 -এর বেশি।1947 সালে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কুল্যে বারোটা, 1990 সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় 184। ব্রিটিশ আমলে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ ছিল দশ-বারোটার মতো। স্বাধীনতার পর প্রতি রাজ্যে এ রকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হতে লাগল। তাছাড়া বিশ্বের আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে খড়গপুর, কানপুর, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই ও অতি সম্প্রতি গৌহাটিতে আইআইটি স্থাপন করা হল। সারা দেশে উচ্চমানসম্পন্ন বিজ্ঞানকেন্দ্রও খোলা হয় কয়েকটি। সি এস আই আর-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণা জাতীয় স্তরে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হল।

কিন্তু এতসব তোড়জোড় করে ফল যা পাওয়া গেল তা রীতিমতো হতাশাজনক। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ‘শ্বেতহস্তী’ সদৃশ রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলিতে মৌলিক গবেষণা সামান্যই হয়। বিজ্ঞানে এখনও ভারতের যা-কিছু নতুন অবদান তার অধিকাংশই আসছে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই বঞ্চিত করে সরকার বিত্তীয় অনুগ্রহ দেখাচ্ছে রাষ্ট্রীয় গবেষণাকেন্দ্র বা বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলিকে। এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের মৌলিক অবদান নামমাত্র।

বিজ্ঞানে ভারতের এই ব্যর্থতার রহস্য ভেদ করতে গিয়ে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকেরা দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছেন। প্রথমত, মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা। দ্বিতীয়ত, সাধারণ শ্রেণির মাতাপিতার সন্তানেরা যেসব বিদ্যালয়ে পড়ে, সেইসব বিদ্যালয়ের প্রতি অবহেলা। মাতৃভাষার অন্ধ বন্দনা যতই শোনা যাক না, উচ্চশিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে আজও ইংরেজিকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে স্বভাবতই সাধারণ পরিবারের ছাত্ররা যেসব বিদ্যালয়ে পড়ে সেগুলি কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত ইংরেজী মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির দাপটে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও দুভাগে বিভক্ত - কেন্দ্রীয় দান-অনুদানে সচ্ছল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অর্থাভাবে পঙ্গু রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়। কোথায় এখানে সুযোগের সমতা? এই ব্যবস্থা কী করে জাতি কিংবা সমাজের সুপ্ত সৃজনীপ্রতিভাকে জাগ্রত করবে? 1968 সালে কোঠারি কমিশন জোর দিয়েছিলেন দু-তিন রকম স্কুলের জায়গায় এক ধাঁচের সাধারণ বিদ্যালয় (common day school) গড়ার ওপর। আজ 1997 সালে সেই লক্ষ্য থেকে আমরা সরে এসেছি বহু দূরে।

কোঠারি কমিশন গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক স্বাতন্ত্র্যের (academic autonomy) ওপর। স্বাতন্ত্র্য মানে কেবল পাঠক্রম তৈরির স্বাধীনতা নয়। প্রয়োজনসাপেক্ষে যে-কোনও রাষ্ট্রীয় নীতির নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চারিত হবে, এইটাই ছিল অ্যাকাডেমিক স্বাতন্ত্র্যের মহিমান্বিত আদর্শ। কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিত্তসম্পদ জোগান দেবে তারা যদি বিনিময়ে রাজনৈতিক বশ্যতা এবং চাটুকারিতা দাবি করে, তবে অ্যাকাডেমিক স্বাতন্ত্র্য টিকবে কী করে? তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আর নিজেদের সমাজের বৌদ্ধিক নেতা বলে মনে করেন না- তাঁরা নিজেদের নিতান্তই বৌদ্ধিক কর্মী বলে মনে

করেন এবং সেই হিসেবেই ট্রেড ইউনিয়নসুলভ দাবিদাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

একদিকে ‘নীতি’ বলে প্রকাশ্যে এক কথা ঘোষণা করা হচ্ছে, অন্যদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে আরেক কথা। কি সর্বজনীন শিক্ষা, কি মৌলিক চিন্তা, কি গবেষণা, কি অ্যাকাডেমিক স্বাতন্ত্র্য, সব ব্যাপারেই আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অবস্থান বাগ্মিতা ও বাকচাতুর্যে গরীয়ান, কিন্তু সামাজিক জীবনে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যায় না। এই দ্বৈত সত্তা (split personality) আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির প্রধান লক্ষণ। তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে ভারতীয় শাসকশ্রেণিরই দ্বৈত চরিত্র। এমন এক দ্বিধাগ্রস্ত দ্বিধাবিভক্ত শ্রেণির পক্ষে কি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আদপেই সম্ভব?

এই দ্বৈত, বিভক্ত সত্তা কখনও আবার সম্পূর্ণ বিভাজনের রূপ পরিগ্রহ করছে। একদিকে এক দল শিক্ষাবিদ আধ্যাত্মিকতা,বৈদিক গণিত (Vedic Mathematics) এবং হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসের পোষকতা করছেন। অন্য এক দল আবার পশ্চিমি শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাব্যবস্থার গণ্ডির বাইরে পা ফেলতে নারাজ। এক দল বিজ্ঞানী যখন ‘বৈজ্ঞানিক মেজাজ’ (The Scientific Temper) নিয়ে বাগাড়ম্বর করছেন, তখনই আমাদের দেশে উন্নত বিজ্ঞানও কেবল বহুরাষ্ট্রীয় নিগমের অর্থাগমের নির্মম হাতিয়ার রূপেই জনগণের কাছে আত্মপ্রকাশ করছে। শাসকশ্রেণি তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে, না কি বিদেশি প্রযুক্তি ও দেশীয় সংস্কার-আচারের গোঁজামিল-সমন্বয়ই চলবে? এই উভয়সংকট আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রকেই প্রকট করছে মাত্র।

শিক্ষাবিদদের কাছে দিনের পর দিন যা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে তা হল এই যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন এখনও সাধিত হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে যে হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই ব্যবস্থা কেবল লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারই সৃষ্টি করেছে।অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই শিক্ষা থেকে অন্নসংস্থানের উপায় আয়ত্ত করতে পারেননি। দেশগঠনের কাজেও এঁদের ভূমিকা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এখন পরিবর্তনের কথা যা শোনা যাচ্ছে তা হল মার্কিন ধাঁচের ব্যক্তিগতকরণের

(privatization) দাবি। সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষার যেটুকু অধিকার স্বীকৃত আছে তাকেও খর্ব করে তার জায়গায় বিশ্বব্যাংক আর স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গণস্বাক্ষরতাকে আদর্শ লক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ, আধিপত্যের এই ক্ষেত্রটিতেও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি বিদেশি পুঁজির দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে শিক্ষাকে একটা বিশেষ সুযোগ বা সুবিধায় (privilege) পরিণত করতে চলেছে। এইভাবেই শিক্ষার গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকেই ক্রমশ সংকুচিত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিস্তার ও তীব্রতা সৃষ্টি করতে বাধ্য।

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভ বলা যায় সংবাদপত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্রের গৌরবময় ভূমিকা এখনও আমাদের স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, যদিও এতদিনে তা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক সরকারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে, সংবাদপত্রবিরোধী নানারকম 'কালাআইনের' মোকাবিলা করে ভারতীয় সংবাদপত্র দেশবাসীকে জাতীয় ভাবাবেগে দীক্ষিত করেছিল। গোখলে এবং তিলক, অরবিন্দ ও লালা লাজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু, গান্ধী এবং জওহরলাল-অল্পবিস্তর স্বাধীনতা সংগ্রামের সবকজন নেতাই-সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই সংবাদপত্রের পরম্পরা আমাদের দেশে সস্তা খিস্তি-খেউড় বা লঘু সামাজিক আলাপের সমার্থক ছিল না কোনোদিনই। বরঞ্চ সুচিন্তিত রাজনৈতিক মন্তব্য ও প্রতিবেদন এখনও তার মুখ্য উপাদান হয়ে আছে। কিন্তু তার একটি দুর্বলতা থেকে গেছে সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আপেক্ষিক নিস্পৃহতায়। ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণির উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন মসিজীবী চরিত্রই এখনও আমাদের সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভারতে এখন দু ধরনের সংবাদপত্র পাশাপাশি অবস্থান করছে-আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত আঞ্চলিক সংবাদপত্রসমূহ, এবং মহানগরগুলি থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি। দ্বিতীয় শ্রেণির সংবাদপত্রগুলি নিজেদের 'জাতীয়' সংবাদপত্র বলে দাবি করে, কারণ ভারতের সর্বপ্রান্তের

ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ তাদের (বাস্তবে না হলেও অন্তত) সম্ভাব্য পাঠক। অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্র পড়তে পারেন কেবল সেই ভাষায় শিক্ষিত পাঠকই। এই বিভাজনে মহানগর ও মফস্বল এলাকা, বৃহৎ পুঁজি ও আঞ্চলিক এলিটের স্বার্থের ভিন্নতা প্রকাশ পায়। ‘রাষ্ট্রীয় সমাজের’ ব্যাপারে এই দ্বিধা বা দ্ব্যর্থকতা চিন্তার বিষয়।

সে যাই হোক না কেন, আমরা এখানে কেবল তথাকথিত ‘জাতীয়’ সংবাদপত্রের চরিত্র ও ভূমিকাই আলোচনা করব। গত পঞ্চাশ বছরে অনেক মানুষ সমাজের নীচুতলা বা গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে এসে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাবৃদ্ধির (এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে তার সংখ্যা এখন দশ কোটি) ফলে নগরকেন্দ্রিক সংবাদপত্রগুলির গ্রাহক ও পাঠক ছোটো ছোটো শহরে বাড়ছে। বেশ কয়েক লক্ষ পাঠক ও দু-তিনটি আঞ্চলিক সংস্করণ নিয়ে এইসব সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন ভালোই পাচ্ছে আজকাল। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এদের প্রচার এখনও সীমিত। রাজনৈতিক সংকটের সময় ছাড়া অন্য সময় (আজকাল অবশ্য এ রকম সংকট ঘন ঘন ঘটে থাকে) এদের একটা মোটামুটি প্রভাব থাকে। ভারত সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এদের প্রচারের ফলে গৃহীত, সংশোধিত অথবা বর্জিত হয়। আজকাল উঁচু মহলের রোমহর্ষক দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের কাহিনী উদ্‌ঘাটন করে অথবা তার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে জেহাদ চালিয়ে এসব কাগজ নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সমর্থ হয়েছে। সরকারের বিরোধীর ভূমিকায় (adversarial role) সংবাদপত্র আজকাল সাংসদদের তুলনায় অধিক কৃতকার্যতা দাবি করতে পারে।

কিন্তু এই সংবাদমাধ্যমের ‘স্বাধীনতা’র মর্মবস্তুটাও অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। এরা ব্যবসা হিসেবেও পুরোপুরি স্বাধীন নয়। পুঁজির দিক থেকে (বিজ্ঞাপনের কথা না-বা বললাম) এদের গাঁটছড়া বাঁধা আছে বৃহৎ পুঁজির মহালগুলির সঙ্গে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানার সূত্রে এদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করছে বৃহৎ পুঁজি। তাই দেখা যাচ্ছে, কোনও ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান ও প্রতিবেদনে এরা দিন দিন গুরুত্ব কমিয়ে চলেছে।

পশ্চিমের সংবাদপত্রে এখনও দেখা যায় এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হচ্ছে, সেই কাজে সাংবাদিকের ক্লেশস্বীকার ও দক্ষতাকে সম্মান জানানো হচ্ছে। কিন্তু ভারতের কাগজগুলিতে সে রকম কুশলতার বিশেষ সমাদর নেই। এখানে সংবাদের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রভাব বিবেচনা করে কাগজের মালিক ও পরিচালকমণ্ডলী হস্তক্ষেপ করেন। যেসব সাংবাদিকেরা সংবাদকে মালিকপক্ষের স্বার্থানুযায়ী গুছিয়ে (processing) দিতে পারেন, তাঁরাই কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। যাঁরা নিজেদের উদ্যোগে রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধান করবেন, তাঁরা স্বভাবতই সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষের বিশেষ আনুকূল্য আশা করতে পারেন না। এইভাবেই রাষ্ট্রজীবনের অনেকদিকই অন্ধকারে অযথা ছায়াচ্ছন্ন করে রেখে দেওয়া হয়। বিশেষ করে উন্নয়নের নামে বৃহৎ পুঁজি কীভাবে গ্রামাঞ্চলে লুণ্ঠন চালাচ্ছে, অথবা সরকারের সহযোগে রাজকোষ লুণ্ঠন করছে, তার বিশদ তথ্যভিত্তিক বিবরণ, এসব কাগজে কোনোদিনই আশা করা যায় না। বৃহৎ পুঁজির বিভিন্ন মহালগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই মাঝে মাঝে দু-একটা কলঙ্ক ফাঁস হয়ে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে বৃহৎ পুঁজির মহালগুলির সামগ্রিক স্বার্থ বিঘ্নিত করতে পারে এমন সাংবাদিকতাকে কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। পুরোনো মহালগুলিকে পাশ কাটিয়ে সরকারি অনুগ্রহে যারা তরতরিয়ে বিপুল পুঁজি সংগ্রহ করে উপরে উঠে আসছে তাদের ক্ষতি করতে অবশ্য কাগজগুলি পিছপা হয় না। 'আইনের শাসন', 'রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব', 'ব্যবসায়িক নৈতিকতা' ইত্যাদি গালভরা কথা এদের প্রসঙ্গে ঘন ঘন উচ্চারিত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত পুরোনো মহালগুলির কীর্তিকলাপ সংবাদপত্রের দাক্ষিণ্যে কখনোই দিবালোকে দৃশ্যমান হয় না।

তবে 'স্বচ্ছতা' (transparency), 'তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার' (right to information) - এসব বুলির অর্থ কী? সংবাদপত্র-জগতের মনোভাব যেন এইরকম:

> 'রাষ্ট্রের কাজের ও সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা চাই, কিন্তু বৃহৎ পুঁজির কাজের স্বচ্ছতা চাই না'।

যেহেতু রাজনীতিবিদরা বৃহৎ পুঁজির উপর নানারকমের বিধিনিষেধ আরোপ করে ফায়দা লুটে আসছে, বৃহৎ পুঁজির মালিকরাও এখন রাজনীতিবিদদের বাগে আনতে ‘গণতন্ত্র’, ‘আইন’ ইত্যাদির দোহাই দিচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই জনগণের স্বার্থের অনুকুল। কিন্তু এই জেহাদ কতদিন বহাল থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এরই মধ্যে বৃত্তিগতভাবে যাঁরা সাংবাদিকতা করছেন তাঁদের মুখে লাগাম পরিয়েই কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত এবং নিশ্চিন্ত হননি। কর্তারাই নিজেরা সংবাদপত্রের ম্যানেজিং এডিটর হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁদের কড়া প্রহরায় সংবাদপত্রের নিজস্ব লাইনের সঙ্গে মেলে না এরকম কোনও চিঠিপত্র বা প্রতিবেদন ছাপানো হয় না। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এভাবেই সংবাদমাধ্যমের মালিকের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এই কাগজগুলি তাদের কোরাসের থীম হিসেবে যা বেছে নিয়েছে তা কারও বিস্ময় উদ্রেক করবে না–দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের সুস্থিরতা, উন্নয়নের সার্বভৌম গুরুত্ব, হিন্দু–মুসলমানের ঐক্য–সম্প্রীতি, পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের প্রয়োজন ও তাদের প্রতি গাঢ় সন্দেহ পোষণ ও লালন করার স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, এসবই তথাকথিত ‘জাতীয়’ সংবাদপত্রগুলির মুখ্য বিষয়। আজকাল যোগ হয়েছে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের গুণকীর্তন। কিন্তু গ্রামাঞ্চল, আদিবাসী সমাজ, আঞ্চলিক উগ্রপন্থী বিদ্রোহ, এসব নিয়ে সংবাদমাধ্যম বিশেষ ভাবিত নয়। এখনও পর্যন্ত উত্তরপূর্বের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাদের কোনও সাংবাদিক বিস্তারিত কোনো প্রতিবেদন দাখিল করেননি।

অনিবার্যভাবে সংবাদপত্রগুলির সামাজিক দায়িত্ববোধ (social concern) লোপ পাচ্ছে। এসব সংবাদপত্রের স্তম্ভে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য বা জনশিক্ষা বিষয়ে উদ্বেগ বিশেষ দেখা যায় না। রাজনীতি অধঃপতিত হচ্ছে ভোট–ব্যাংক ও সংখ্যার হিসেব–নিকেশে। ধীরে ধীরে তাঁদের বক্তব্য তুচ্ছতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্ল্যামার ও ফ্যাশন নিয়ে মাতামাতি চলছে। প্রচারিত হচ্ছে ভোগবাদ ও নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক ‘স্বাধীন’ জীবনধারার (lifestyle) আদর্শ। বিশেষ করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক যৌনতাকেই জীবনের

চরম সুখ বলে বিরামহীন প্রচার চালানো হচ্ছে। একদিকে উদগ্র স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশস্তি, অন্যদিকে আবার নারীদেহের বিচিত্র ও ব্যাপক অপব্যবহার (exploitation), যেখানে নারীর নিজস্ব মর্যাদার কেউ তোয়াক্কা করে না-এই দুই মেরুর মাঝখানে সংবাদপত্রগুলি দোলয়ামান। একদিকে ভারত বা তৃতীয় বিশ্ব পশ্চিমি সংবাদমাধ্যমে উপেক্ষিত বলে কাঁদুনি, অন্যদিকে পশ্চিমের ক্ষয়িষ্ণু জীবনাদর্শকে পরমার্থ বলে তুলে ধরার চেষ্টা-কোনটা আসলে ভারতীয় সাংবাদিকতার মর্মভাব প্রতিফলিত করছে?

ভারতীয় সংবাদপত্র আজ গণতন্ত্রের এক সংকীর্ণ ও কায়েমি স্বার্থনির্ভর স্বরূপ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে লিপ্ত। জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ সেই প্রয়াসে উপেক্ষিত। বিদেশের সমকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি তার মোহগ্রস্ততা ভারতীয় সংবাদপত্রের আরেকটি প্রধান লক্ষণ। পরিবেশ, অব্যাহত উন্নয়ন (sustainable development) এসবও পশ্চিমি বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল থেকে আহরিত ধারণা। এই সংবাদপত্র জগৎ কোনও রকম বিকল্পের ইঙ্গিতমাত্র না দিয়ে এক ঘোরতর আত্মকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতামূলক ভোগবাদী সমাজের আদর্শ শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। তারা যে এখনও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি তার কারণ দেশে সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রাবল্য। আধিপত্য স্থাপনের এই 'শর্টকাট' পদ্ধতি সফল হতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসে এইভাবে সিঁদ কেটে সংবাদপত্র প্রকারান্তরে ফ্যাসিবাদকেই পথ করে দিচ্ছে। ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী তার অর্থনৈতিক ভূমিকা ও সামাজিক অবস্থানের জোরে যতই সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করুক না কেন, তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকটের কারণেই সেই লক্ষ্যসাধনে বিশেষ অগ্রসর হতে পারছে না। একদিকে তারা চায় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা দেশের তৃণমূল স্তরে পৌঁছুক, আবার অন্যদিকে তার ফলে মানুষের মনে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ বেড়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় তারা সশঙ্কিত।

সবশেষে ওইরকম আরেকটি দুর্লঙ্ঘ্য স্ববিরোধ উল্লেখ করেই এই আলোচনা আপাতত শেষ করব। আমরা আগেই বলেছি, নেহরু ও ভারতীয় বৃহৎ

পুঁজি, দুই পক্ষই বিজ্ঞানের এক শ্রেণিনিরপেক্ষ সংজ্ঞা মেনে নিয়ে আশা করেছিলেন যে সমাজের বস্তুগত ও মানসিক উত্তরণে বিজ্ঞান হবে এক প্রধান শক্তি। সেই আশাতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়াও সরকার ও বৃহৎ পুঁজি টাটা ইনস্টিটিউট অফ্ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেক্নলজি-র মতো বিজ্ঞানচর্চার অনেকগুলি উচ্চস্তরের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বঞ্চিত করে এইসব বিজ্ঞানকেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় গবেষণাগার, বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে ধনব্যয় করেছে। বিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞানের পাঠক্রম স্বাধীনতার পূর্বের তুলনায় অনেক বিশদ, সমৃদ্ধ ও উন্নত করা হয়েছে। কিন্তু এখনও আপেক্ষিক বিচারে বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইসব গবেষণাগারের চাইতে অর্থাভাবে পঙ্গুপ্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবদানই সমধিক বলে এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা পৃথিবীর যেসব দেশে উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম। তবুও বিজ্ঞানমনস্কতা যে আধুনিক ভারতীয় সমাজের কোনও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠেনি তার নানা প্রমাণ নিত্যই প্রকট হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগেই গণেশ বাবাজীর দুগ্ধপান ব্যাপারটা সারা দেশে আলোড়ন তুলে চিন্তাবিদদের মুখে ছাই লেপে দিয়েছিল। বিজ্ঞান ভারতীয় মনের গভীরে পৌঁছায়নি, ধর্ম তথা ধর্মীয় সংস্কারই এখনও তার নিয়ামক।

সামাজিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক আচরণে প্রতিনিয়ত তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার ধুয়ো তুলে আমাদের বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা মন্দির-মসজিদ-গির্জায় সমানে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছেন। একটি দল তো হিন্দুত্বের নামে হিন্দুধর্মকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি করতে চায়। আবার খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের নামে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট যেসব বিপজ্জনক কাজকর্ম আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সংঘটিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ করতেও বামপন্থীরা ভয় পান। নির্বাচনের সময় প্রকাশ্যেই নানারকম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গুরু, ইমামদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ধর্মের নামেই রক্তাক্ত সংঘর্ষে প্রতি বছর অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। কারণ ধর্মের সামাজিক প্রভাবকে খর্ব

করার সাহস রাষ্ট্রের নেই। রাষ্ট্র অনেক দিক থেকেই অনেকসময়ই ধর্মের উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির 'আধিপত্য' বা 'হেজিমনি' প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে সূক্ষ্ম কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদী প্রত্যাহ্বানকে পোষ মানাতে। পেশাদার রাজনীতিকরাই যাদের বলা হয় 'পলিটিক্যাল ক্লাস'-এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। নেহরু 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গড়ার যে আহ্বান দিয়েছিলেন তার একটা পরিণাম, ভারতীয় গণনাট্য সংঘও 1958 সালে সংগীত নাটক অকাদমির দ্বারস্থ হয়, অর্থ সাহায্য চেয়ে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নও 'অ-পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথ' (non-capitalistic path of development)-এর তত্ত্ব বার করে এ ব্যাপারে মদত জোগায়। শ্রীমতী গান্ধী নেহরুর যৎসামান্য আদর্শবাদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরও প্রণালীবদ্ধভাবে ও একটা ঘোরতর সিনিকাল মনোভাব নিয়ে কাজটা সম্পন্ন করেছিলেন।

ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমনসব জাঁদরেল মার্ক্সবাদী আস্তানা গাড়লেন যাঁদের সঙ্গে সরকারের কোনও বিরোধ হয় না। বিভিন্ন 'রাষ্ট্রীয়' প্রতিষ্ঠানেও মার্ক্সবাদীরা সচিব অথবা অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হলেন। তাঁদের পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সরকারি সাহায্যে পুষ্ট হতে লাগল। তাঁদের গবেষণা এবং জ্ঞানচর্চা, এমনকি বিদ্বান হিসেবে স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সহায়ক হল। নেহরুর মতাদর্শগত বিশ্বাস অনুযায়ী বিজ্ঞান যেহেতু সমাজ রূপান্তরের হাতিয়ার এবং মার্ক্সবাদ একটি সমাজবিজ্ঞান, নেহরু নিজে খানিকটা আন্তরিকতা নিয়েই এই কাজে মার্ক্সবাদকে পোষ মানিয়ে বুর্জোয়া প্রাধান্য স্থাপনে তাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

শেষে মার্ক্সবাদী বিদ্বানেরা অনেকেই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য অনেক দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রে অখণ্ডতা, উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র নির্দেশিত ব্যাপারে টিপ্পনীকার রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অনেকেই কার্যত ক্রমপরিবর্তনবাদ (gradualism) মেনে নিলেন। যাঁরা সরকার থেকে দূরে অবস্থান নিলেন, তাঁরাও ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটা

'ফেটিশ'-এ পরিণত করলেন। বিপ্লবী সতীত্ব রক্ষা করতে বৈপ্লবিক চিন্তামাত্রকেই এঁরা হঠকারী বলে নস্যাৎ করতে শুরুর করলেন। অবশ্যই এ রকম আচরণে মতাদর্শগত সততা রক্ষা হল না। ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদই সংশয়ের পাত্র হয়ে পড়ল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি বাগে আনতে পারলেন না।

আমরা তাই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ভারতে বৃহৎ পুঁজি ও তার দেশীয় মিত্রশক্তিবর্গ তাদের আধিপত্য স্থাপনের অভিযানে তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার দরুনই বিশেষ সফল হতে পারেনি। বস্তুত সেই অভিযান এখন বেশকিছুটা থিতিয়ে পড়েছে। তারা আপাতত সমাজের উপর তাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখছে প্রধানত রাষ্ট্র, ষড়যন্ত্রমূলক কূটকৌশল ও বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি ধূর্ত প্রচারের মাধ্যমেই। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রও বর্তমানে সংকটাপন্ন। সংসদ মনে করছে, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (Executive) তাকে অবান্তর করে ফেলেছে; নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অনুযোগ করছে, ন্যায়ালয় (Judiciary) তাদের উপর অন্যায় দমননীতি চালাচ্ছে; ন্যায়ালয়ের বিশ্বাস, আইনের শাসন টিকিয়ে রাখতে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। সন্দেহ নেই, এসব ঘটনা ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদেরই পথ প্রশস্ত করছে।*

'হেগেমনি'-র বাংলা প্রতিশব্দ কি 'আধিপত্য'? সে যাই হোক না কেন, তার নির্দিষ্ট এবং বিশেষ তাৎপর্য মনে রাখা দরকার। তাৎপর্য বলতে সমাজের সবার উপর শাসকশ্রেণির বিশ্ববীক্ষা, জীবনদর্শন এবং মৌলিক ধ্যানধারণা সংস্কৃতির মাধ্যমে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে তা সর্বসাধারণের কাছে নিতান্তই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ রূপে গণ্য হয়। শাসকশ্রেণির প্রাধান্য রক্ষার একটি পরিচিত অস্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্র। তার ইন্ধনশক্তি ও প্রয়োগপদ্ধতি শাসনব্যবস্থা। কিন্তু সেই শক্তি যে কোনও শাসকশ্রেণির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাও জানা কথা।

শাসিত জনসাধারণের উপর কেবল শাসকশ্রেণির শাসনই নয়, জনসাধারণের কাছে শাসকশ্রেণির বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ‘যুক্তিসঙ্গত’ ও ‘বাস্তবসম্মত’ বলে সহনীয় ও গ্রহণীয় হয়ে যাওয়াটাই ‘হেগিমনি’-র সারমর্ম
আজকের ইতিহাসবিদ মানবেন না যে কোনও একটি সমাজে কেবল একটি চিন্তাধারা বা বিশ্ববীক্ষা বা মূল্যবোধ বিরাজ করবে। শাসকশ্রেণি থেকে যেহেতু সমাজের শাসিত শ্রেণির অবস্থান ভিন্ন ও বিশিষ্ট তাদের নিজস্ব কিছু ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস-যেগুলি তাদের সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত-স্বভাবতই স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকবে। সামন্ত সমাজে আমরা ‘গ্রেট ট্র্যাডিশন’ ও ‘লিটল্ ট্র্যাডিশন’-এর আপেক্ষিক সহাবস্থানের কথা জানি। কলাসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মার্গীয় ও লোকায়ত ধারার অস্তিত্ব সমাজতত্ত্বে স্বীকৃত সত্য। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত বিশ্বাস ও ধারণাগুলিও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র ও একস্তরীয় নয়। হয়তো ভূতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের (strata) মতোই বিভিন্ন শ্রেণির ধ্যানধারণা স্তরে স্তরে বিরাজ করে। কিন্তু সংকট মুহূর্ত ছাড়া অন্যসময় শাসকশ্রেণির ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রভাব কোনও প্রতিরোধ বা অস্বীকৃতির সম্মুখীন হয় না। পুরাতনকালের প্রভাবশালী ধ্যানধারণার ক্ষয়িষ্ণু অবশেষ, বর্তমান শাসিতশ্রেণির নিজস্ব চিন্তা ও মূল্যবোধ এবং বর্তমান শাসকশ্রেণির ধ্যানধারণার যুগপৎ অবস্থানের মধ্যেই শাসকশ্রেণির আধিপত্য অভিযান সক্রিয় হয়। কখনও কখনও দেখা যায়, শাসকশ্রেণি অন্য কোনও উৎস থেকে আহরিত ধ্যানধারণাও নিজের কাজে লাগাচ্ছে। কখনও আবার দেখা যাচ্ছে, শাসিতশ্রেণির লোক শাসকশ্রেণির ধ্যানধারণা গ্রহণ করার মানসিক চাপ লাঘব করছে তির্যকভাবে বিকল্প কোনো ধারণা অথবা বিশ্বাসকে আশ্রয় করে।

—লেখক (হীরেন্দ্রনাথ গোহাঁই)